চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 125 Friday, 5 April, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১২৫ সংখ্যা ❋ ২২ চৈত্র, ১৪৩০, শুক্রবার, ৫ এপ্রিল, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

পোস্ট অফিসে টাকা রেখেছিলেন। সেই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল। খানাকুলের মাড়োখানা এলাকায় এই অভিযোগ ঘিরে চাপানউতর শুরু। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ফের দুর্ঘটনার কবলে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডিএসপি)। বৃহস্পতিবার ভোররাতে পুড়ল কারখানার কোকওভেন বিভাগ। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বহিরাগত চতুর্থ শ্রেণী পাশ অসীম সরকারকে মানছি না, মানব না প্রচারে রাষ্ট্রবাদি বিজেপি কর্মীগণ। এই পোস্টার পরল বিজেপি প্রার্থীর অসীম সরকারের বিরুদ্ধে। ...বিস্তারিত পাতা ৭

হারের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত এমআই। দলের অন্দরের ছবিটা ভাল নয়। প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত ও বর্তমান অধিনায়ক হার্দিকের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মোদি-মমতায় ব্যাটলফিল্ড কোচবিহার

সন্দেশখালির অপরাধীরা সারা জীবন জেলেই থাকবে, গ্যারান্টি মোদির

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ এপ্রিলঃ সন্দেশখালির অপরাধীদের বাকি জীবন জেলেই কাটাতে হবে। বৃহস্পতিবার কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে নির্বাচনী সভা এসে বলে গেলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, বিজেপি প্রতিজ্ঞা করেছে যে সন্দেশখালির দোষীদের সাজা দেবেই। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''গোটা দেশ দেখেছে, কী করে তৃণমূল সরকার সন্দেশখলির অপরাধীদের বাঁচানোর জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। সন্দেশখালির মহিলাদের সঙ্গে যা হয়েছে তা তৃণমূলের নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা। বিজেপি প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে সন্দেশখালির দোষীদের সাজা দেবেই। তাদের জেলেই বাকি জীবন কাটাতে হবে।'' এদিন বক্তব্যের শুরুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, ''২০১৯ সালের ভোটপ্রচারে যখন এই মাঠে এসেছিলাম তখন মাঠের মাঝখানে গোল করে মঞ্চ করে মাঠ ছোট করে রেখেছিল মমতা দিদির প্রশাসন। আপনারা সেবার তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এবার তেমন কোনও বাধার সম্মুখিন হইনি। তাই আপনাদের সবার মুখোমুখি হতে পারছি।'' এদিনের সভায় প্রধানমন্ত্রী গত ১০ বছরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। বলেন, ''এটা তো ট্রেলর। এখনো অনেক কাজ করা বাকি।'' বলে রাখি, সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনায় গ্রেফতারির পর এখন ইডির হেফাজতে রয়েছে তৃণমূলি মাফিয়া শেখ শাহজাহান। বুধবার তাঁর ২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন স্তব্ধ করে দিয়েছে ইডি। বৃহস্পতিবার শাহজাহানের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত থানায় যত এফআইআর রয়েছে তা জমা দিতে বলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তারই মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতে স্পষ্ট, আগামী দিন আরও কঠিন হতে চলেছে শাহজাহান ও তার শাগরেদদের জন্য। মোদি এদিন আরও বলেন, বিরোধীরা বিভ্রান্তি তৈরি করবে, কিন্তু মা ভারতীর ওপর বিশ্বাস রাখেন এমন প্রতিটি পরিবারকে নাগরিকত্ব দেবেন মোদি। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেসের ইন্ডি জোট শুধুমাত্র মিথ্যা ও গুজব ছড়ানোর রাজনীতিতেই মেতে আছে। এরা রাজবংশী, নমঃশূদ্র ও মতুয়া সাথীদের কথা কখনও ভাবেনি। আজ যখন বিজেপি সরকার সিএএ এনেছে তখন এরা গুজব ছড়াচ্ছে। মা ভারতীর ওপর বিশ্বাস রাখেন এমন প্রতিটি পরিবারকে নাগরিকত্ব দেওয়া মোদির গ্যারান্টি।'' রাজ্যের মানুষকে সতর্ক করে মোদি বলেন, ''আমি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পরিবারকে বলব। এই তৃণমূলের লোকেরা, বামেরা ভয় দেখাবে। অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করবে। কিন্তু আপনারা ১০ বছর আমার কাজ দেখেছেন। আপনি মোদির গ্যারান্টিতে ভরসা রাখতে পারেন। তৃণমূল, বাম ও কংগ্রেসের রাজনীতি মিথ্যা, বিভ্রান্তি তৈরি ও অপপ্রচারের ওপর টিকে আছে। ইন্ডি জোটই মিথ্যা ও বিভ্রান্তির সব থেকে ভালো উদাহরণ।'' এদিন মমতার নাম মুখে না নিলেও তাঁকে জবাব দিলেন মোদি। বোঝানোর চেষ্টা করলেন সিএএ-তে নাগরিকত্ব নিয়ে তৃণমূল যে নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে তা সঠিক নয়।

'আরে ভাই ওই টাকা তো কবে পার্টি ফান্ডে চলে গিয়েছে' বিস্ফোরক মমতা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৪ এপ্রিলঃ গরিব মানুষের টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। লোকসভা নির্বাচনের মুখে এই ভাষাতেই বাংলার মানুষকে আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়ের সঙ্গে কথোপকথনের সময় মোদি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে ৩০০০ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, সেই টাকা সাধারণ মানুষকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এবার সেই টাকা নিয়েই বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ইডি-র উদ্ধার করা টাকা গিয়েছে বিজেপির ঘরে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলায় যে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে, সে কথা উল্লেখ করেই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন মোদি। মূলত রাজ্য সরকারকে নিশানা করেই এ কথা বলেছিলেন তিনি। এবার সেই সূত্র ধরেই পাল্টা আক্রমণ করলেন মমতা। বৃহস্পতিবার মালবাজারের সভা থেকে মমতা বলেন, ''১৫ লক্ষ টাকা দেবে বলেছিল। সেটা কোথায় গেল? ইডি যা নিয়েছে, তা নাকি গরিব লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। আরে ভাই ওই টাকা তো কবে পার্টি ফান্ডে চলে গিয়েছে। ওরা টাকা নেয় আর বলে বিজেপিকে দিয়ে দেয়। ছুপা রুস্তম। ৩০০০ কোটি টাকা তুমি মানুষের থেকে নিয়েছ।'' আগেই তৃণমূল উল্লেখ করেছে, ৩০০০ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে বিলি করলে প্রত্যেকে ২১ টাকা করে পাবেন। সেই হিসেবের কথা উল্লেখ করে এদিন মমতা বলেন, ''আপনারা ২১ টাকা করে নেবেন? নাকি স্বচ্ছ থাকবেন? নিজেদের সম্মান বাঁচাবেন?'' উল্লেখ্য, গত ২ বছরে রাজ্যের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলার সময় মোদি দাবি করেন, আইনি সাহায্য নিয়ে সেই টাকা বাংলার মানুষকেই ফিরিয়ে দেবেন তিনি। ভোট আবহে মোদির এমন প্রতিশ্রুতি নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছে রাজ্যের শাসক শিবির। এদিন মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ''আপনাদের একজন বাবু আছে। যাঁর বিরুদ্ধে হাজার হাজার কেস। আমরা দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'' তিনি আরও বলেন, ''৪-৫ গাড়ি পুলিশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। শুনেছি কেন্দ্রের পুলিশের টুপিও নাকি পরে। ভিডিয়োটা চেয়েছি।'' কয়েকদিন আগে উদয়ন গুহকে আক্রমণ করেছে। নিশীথ প্রামাণিককে কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেন, ''বলব তোমার বিরুদ্ধে কী কী কেস আছে। আমি সব দিয়ে দেব লোকাল লিডারদের কাছে। সব নথিভুক্ত করা আছে।'' নিশীথকে নিশানা করে মমতা বলেন, ''স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছে দেশের লজ্জা, দেশের কলঙ্ক। তোমাদের আর রাজবংশী লোক ছিল না? আর ভাল লোক আর ছিল না?'' মমতার কথায়, নিশীথ মন্ত্রী হয়ে শুধুই রাজার মতো থাকছে আর নিজের উন্নয়ন করছে। কোচবিহারের কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিন উপস্থিত জনতার উদ্দেশে মমতা বলেন, ''ইন্ডিয়া জোটের নাম আমার দেওয়া। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলায় কোনও জোট হয়নি। দিল্লিতে হয়েছে। তাই ওই ভাঁওতাবাজিতে প্রশ্রয় দেবেন না। তৃণমূল এখানে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। সব এজেন্সির বিরুদ্ধেও লড়াই করবে।''

লোকসভা ভোটের মুখে বাংলার জন্য নজিরবিহীন নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ লোকসভা নির্বাচনে বাংলার নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ তৎপর নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দফায় দফায় পাঠানো হয়েছে রাজ্যে। এবার এক নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল কমিশন। লোকসভা ভোটের আগে পঞ্চায়েত ভোটের খোঁজখবর শুরু করল কমিশন। রাজ্যে কোথায় কোথায় হিংসার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, কোন বিধানসভা এলাকায় কীভাবে ভোট হয়েছিল, এসব জানতে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন। তার আগেই সব জেলা প্রশাসনকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ আরও পাঁচ রাজ্যে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তালিকায় বাংলা ছাড়াও রয়েছে অন্ধ্র প্রদেশ, বিহার,

মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ। পশ্চিমবঙ্গে জেনারেল স্পেশাল অবজার্ভার হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছেন উত্তর প্রদেশের ১৯৮৬ ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার অলোক সিনহা। এদিকে, সুষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানোর লক্ষ্যে সব রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিদের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মাদক, বেআইনি অর্থ এবং অস্ত্রের আমদানি বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকেও নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। রাজ্য পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সমন্বয় করে কড়া নজরদারি এবং অভিযানের নির্দেশ কমিশনের।

ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে কত কোটির দুর্নীতি জানতে খাদ্য দফতরে চিঠি ইডি'র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ ফের রেশনদুর্নীতিকাণ্ডে কোমর বাঁধছে ইডি। ভুয়ো রেশন কার্ডের মাধ্যমে কত কোটির দুর্নীতি, সেটাই জানতে তৎপর কেন্দ্রীয় এজেন্সি। খাদ্য দফতর থেকে বাতিল রেশন কার্ডের তথ্য চাইলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। ২০১৮-২০২৪ সাল পর্যন্ত কত রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে, সেই তথ্য চাওয়া হয়েছে। বায়োমেট্রিক পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে কত রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে, সেটাও তদন্তকারীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রের খবর, বেশ কিছু আগেই ইডি-র তরফ থেকে খাদ্য দফতরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত খাদ্য দফতরের তরফ থেকে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি বলে খবর। জানা যাচ্ছে, এই প্রথম বাতিল রেশন কার্ড নিয়ে তথ্য চাইল ইডি। এর আগে বিরোধীদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, বায়োমেট্রিক চালু হওয়ার পর বাতিল রেশন কার্ড দিয়েও রেশনের খাদ্যসামগ্রী তোলা হয়েছিল। আর সেই খাদ্যসামগ্রী

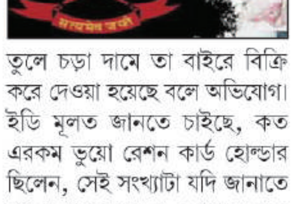

তুলে চড়া দামে তা বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ইডি মূলত জানতে চাইছে, কত এরকম ভুয়ো রেশন কার্ড হোল্ডার ছিলেন, সেই সংখ্যাটা যদি জানাতে পারে খাদ্য দফতর, তাহলে কত রেশন সামগ্রী বেনিয়মে তোলা হয়েছিল, তা বোঝা যাবে। ইডির তরফ থেকে এটা অত্যন্ত বড় পদক্ষেপ। এখন দেখার খাদ্য দফতরের তরফ থেকে আদৌ কবে সে তথ্য দেওয়া হয়।

ব্রাত্য বসুকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানোর সুপারিশ রাজ্যপাল বোসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ উপাচার্য নিয়োগ ইস্যুতে ক্রমেই চড়ছে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। বুধবার সন্ধ্যায় রাজভবন থেকে 'রাজ্যপালের রিপোর্ট কার্ড' নামে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। তারপর বৃহস্পতিবার আবারও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যপাল। তাঁর পোস্টের বক্তব্য, রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের বেআইনি নির্দেশ মেনে যে সব উপাচার্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে বাধা প্রদান করছেন বা স্তব্ধ করছেন তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপন্থী কাজ করছেন। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য ও রাজ্যপালের মধ্যে একটা চাপানউতোর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর মধ্যেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যকে সরানো নিয়ে এই বিষয়টি আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। গত বছর আগস্টে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রজতকিশোর দে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা হয়। আচার্য তথা রাজ্যপালের হাত থেকে দায়িত্বভার পাওয়ার পর থেকে তিনিই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন। সম্প্রতি তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠন 'ওয়েবকুপা'র সভা বসেছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সভাপতি হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আর ঘটনাচক্রে তার পরই রাজ্যপালের কাছ থেকে রজতকিশোর দে'র কাছে একটি চিঠি আসে। তাতে উল্লেখ করা ছিল, অস্থায়ী উপাচার্যের পর থেকে তাঁকে সরানো হচ্ছে। কিন্তু কেন সরানো হচ্ছে, তা চিঠিতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা ছিল না। বুধবার রাজভবনের তরফ থেকে রাজ্যপালের একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। লেখা ছিল, 'সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরের বেআইনি আদেশে যে সকল উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ স্তব্ধ করে করে রেখেছেন, আচার্য তাঁদের সতর্ক করছেন।' এরপর বৃহস্পতিবার আরও একবার সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে সেই বার্তাই দিলেন রাজ্যপাল। এদিকে পিটিআই সূত্রে খবর শিক্ষামন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা থেকে সরানোর সুপারিশ জানালেন রাজ্য সিভি আনন্দ বোস। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনশনে উপস্থিত

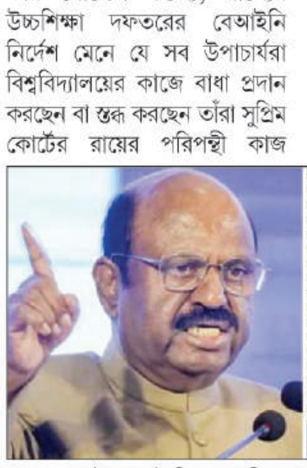

ছিলেন। যা নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি লঙ্ঘনের সমান বলে দাবি ছিল বিরোধীদের। এই আবহে এবার রাজ্যপাল ক্যাবিনেট থেকে ব্রাত্যকে সরানোর জন্য সরকারকে বললেন। একাধিক ইস্যুতে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের আবহ দীর্ঘদিন ধরেই দেখা গিয়েছে। পরবর্তীকালে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যপালের মতান্তরের ঘটনাও সামনে আসে। এরইমধ্যে আবার গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুপার কনভেনশন হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি আবার ওয়েবকুপার সভাপতিও। বিরোধীদের দাবি ছিল, এটা আদর্শ আচরণবিধির পরিপন্থী। বিষয়টি সামনে আসার পরই এক্স হ্যান্ডেলে ব্রাত্য বসু লেখেন, 'এটা হাস্যকর। আমি বিধি ভাঙলে তা নির্বাচন কমিশনকে জানানো উচিত। রাষ্ট্রপতিকে নয়। রাজ্যপাল তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজের রাজনৈতিক রঙ দেখিয়ে দিলেন।'

'এখন কোনও কথা বলবেন না'

শাহজাহানের আইনজীবীকে ধমক প্রধান বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত যতগুলি এফআইআর হয়েছে ও চার্জশিট পেশ হয়েছে, তা এবার তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যকে মুখবন্ধ খামে ওই সব নথি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম বলেন, আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের কাছে মহিলারা যে অভিযোগ এনেছেন, তার একটাও যদি সত্যি হয়, তাহলেও তা লজ্জার। 'ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো' রিপোর্টে এরাজ্যকে মহিলাদের জন্য সুরক্ষিত বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, আদালতের অনুমতি নিয়ে আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা সন্দেশখালিতে গিয়ে সেখানকার মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সেই অনুযায়ী, হলফনামাও জমা দেন আদালতে। সেই হলফনামা আদালত কক্ষে পড়ে শোনানোর পর প্রধান বিচারপতি এমন মন্তব্য করেন। আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল বলেন, ''জমিকে কেন্দ্র করে সবকিছু হয়েছে। পুলিশও যুক্ত। একটাও হলফনামা মিথ্যে হলে, সব ছেড়ে দেব। আমার কাছে যারা এসেছিল, তাদের প্রত্যেকের চোখে জল ছিল। কত বছর লাগবে এদের বিচার দিতে?'' আইনজীবীর আরও দাবি, শুধু সন্দেশখালি নয়, মিনাখাঁতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। জমি নিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদ করা ধর্ষণ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। তিনি চান, জমি দুর্নীতি রুখতে কমিশন বসানো হোক। প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল সওয়াল করার সময় শাহজাহানের আইনজীবী বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদ করলে তাঁকে কার্যত ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, ''আপনি নিজের অন্ধকার দূর করুন, তারপর কথা বলবেন। এখন কোনও কথা বলবেন না। একটা হলফনামাও

সত্যি হলে, তা লজ্জার। ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর রিপোর্টে সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ। আর এখানে দেওয়া একটি অভিযোগও সত্যি হলে সেই রিপোর্ট মিথ্যে।'' এদিকে, অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী প্রশ্ন তুলেছেন, জনস্বার্থ মামলায় অভিযুক্ত কীভাবে শুনানিতে অংশ নেন। তবে এজি কিশোর দত্ত দাবি করেন, সন্দেশখালিতে মহিলারা থাকতে পারেন না, এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাঁর দাবি, দুটো অভিযোগ নেওয়া হলে ২ হাজার অভিযোগ নেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা হবে না। সন্দেশখালিতে যাওয়ার সময় ইডি পুলিশকে কিছু না জানালেও, পুলিশই নিরাপত্তা দিয়েছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

রবিবার থেকে ঘুরবে খেলা, বড় বদল বাংলার আকাশে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ দক্ষিণবঙ্গের জন্য কিছুটা সুখবর। রবিবার তাপপ্রবাহের আশঙ্কা কমল। আপাতত শনিবার পর্যন্তই দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকছে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। তবে গরমের হাত থেকে নিস্তার নেই পশ্চিমের জেলাগুলির। শুক্রবারই ৪২ ডিগ্রির ঘরে পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা। তবে শহর কলকাতায় তাপপ্রবাহের কোনও সতর্কতা নেই। তবে গরম এবং অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। আরও স্বস্তির কথা শোনাচ্ছে হাওয়া অফিস। রবি-সোম রাজ্যজুড়ে রয়েছে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। রবিবারের পর ৩-৪ ডিগ্রি কমবে তাপমাত্রার পারদ। তবে হাওয়া অফিস এও বলছে, ৬ তারিখ পর্যন্ত শুষ্ক এবং গরম হওয়ার প্রভাব থাকবে গোটা বঙ্গেই। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে থাকছে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা। আপাতত কলকাতার তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করতে পারে ৩৮ থেকে ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ঘোরাফেরা করছে ২৩ থেকে ৯৪ শতাংশের আশপাশে। ৬ তারিখ কলকাতার পাশাপাশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমের জেলাগুলিতেও। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প ঢোকার ফলেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড, বিহারে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে এরইমধ্যে। যার বিস্তার ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পর্যন্ত হতে পারে। ফলে সে ক্ষেত্রেও হতে পারে বৃষ্টি। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির ক্ষেত্রেও। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, কোচবিহারে বৃষ্টি বাড়ব। মালদহ ও দুই দিনাজপুরেও থাকছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। কিন্তু, তা পরিমাণে অনেকটাই কম হবে বলে মনে করা হচ্ছে। ৭ তারিখ সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়ারও দেখা মিলতে পারে বলে জানা যাচ্ছে।

ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় ৫১ জনকে সিবিআই নোটিসের প্রস্তুতি, নির্বাচনের মধ্যেই তলবের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ প্রশ্ন ঘুষ কাণ্ডের সূত্র ধরে ইতিমধ্যে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রকে নোটিস ধরিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। লোকপালের নির্দেশে সিবিআই তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত তল্লাশিতেও নেমে পড়েছে। এরই মধ্যে আবার একুশের নির্বাচনের ভূতও জেগে উঠছে বলে খবর। সিবিআই সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় গোটা রাজ্যে প্রায় ৫০ জনকে নোটিস ধরাতে পারে এই কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এর মধ্যে পরেশ পাল, শওকত মোল্লা, অভিজিৎ সিংহের মতো নেতাদেরও নামও থাকতে পারে বলে খবর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনও রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার অতীত ঘটনার বহর তলিয়ে দেখতে নেমেছে। বুধবার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর থেকে সমস্ত জেলা নির্বাচন আধিকারিককে জানানো হয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটের সময়ে বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে যেখানে যত হিংসার ঘটনা ঘটেছে তা দ্রুত জানাতে হবে কমিশনকে। যে সব বুথে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি এজেন্ট দিতে পারেনি বা যেখানে ভোটগ্রহণ ঠিক মতো হয়নি, সেই সব বুথের হিসাবও দিতে হবে। কমিশন ও এজেন্সির তৎপরতা কাকতালীয় ভাবে কাথাও যেন মিলে যাচ্ছেন বলে অনেকে মনে করছেন। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর পরই রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে দাবি করেছিল, যে

সময়ে হিংসার ঘটনাগুলি ঘটে তখনও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের অধীনে ছিল। পরে এ ব্যাপারে তদন্তও শুরু করে রাজ্য পুলিশ। কিন্তু বিজেপি-সহ বিরোধীরা এ ব্যাপারে সিবিআই তদন্তের দাবি জানায়। তাদের সেই দাবি মেনে নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। কলকাতা হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালতও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখে। হাইকোর্ট ও পরে সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতেই ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা নিয়ে তদন্ত করছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় এজেন্সি সূত্রে বলা হচ্ছে, নিয়োগ দুর্নীতিসহ বেশ কিছু মামলার তদন্তের ভার এখন সিবিআইয়ের হাতে রয়েছে। তা ছাড়া নতুন করে সন্দেশখালির ঘটনার তদন্তভারও দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে। এর মধ্যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা নিয়ে তদন্ত যে একেবারে থেমে গেছিল তা বলা যাবে না। বরং সিবিআই বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গেই দেখছে। বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার তদন্তে নেমে তাঁদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে জানিয়ে রেখেছে সিবিআই। তারা আদালতে জানিয়েছেন, মামলার সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী এবং আইনজীবীদের নিয়মিত ভয় দেখানো হচ্ছে। কোথাও কোথাও ভয় পেয়ে সাক্ষীরা সরে দাঁড়াচ্ছেন। অনেক আইনজীবী মামলা নিতে ভয় পাচ্ছেন। এই কারণে এই সব মামলার শুনানি অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়ারও দাবি উঠেছে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে নির্বাচনের পর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও রিপোর্টে জানিয়েছিল যে ভোট পরবর্তী সব মামলা অন্য রাজ্যে সরানো হোক। তবে এখন মুখ্য বিষয় হল, লোকসভার ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই হিংসার ঘটনায় কাদের নোটিস ধরানো হচ্ছে। ৫০ জন সংখ্যাটা নিতান্তই কম নয়।

বিহারে টিকিট না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ চিরাগের দল, চিরাগের দল থেকে ইস্তফা ২২ নেতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের আর বেশি দেরি নেই। তবে ভোটের মুখে বড় ধাক্কা গভক্ক-তে। চিরাগ পাসওয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টির ২২ জন নেতা দল থেকে ইস্তফা দিলেন।বিদ্রোহীদের মধ্যে রয়েছেন চিরাগের দল লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-এর প্রাক্তন বিধায়ক এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও। টিকিট না মেলায় তাঁরা সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রামবিলাস-পুত্র চিরাগের বিরুদ্ধে।এই ২২ জন নেতাই দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ টাকার বিনিময়ে দলের বাইরের লোকেদের প্রার্থী করা হয়েছে। দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রাক্তন সাংসদ রেণু কুশওয়াহা বলেন, দলের লোকেদের প্রার্থী না করে বাইরের লোকেদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে। তার পরই চিরাগের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, আমরা কি আপনার দলের কর্মচারী, যারা আপনার জন্য খেটে আপনাকে নেতা বানাবে? তার পরই ২২ জন বিদ্রোহী নেতার রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে প্রাক্তন বিধায়ক তথা চিরাগের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সতীশ কুমার জানান, তাঁরা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ-কে নয়, বিরোধী জোট ' সমর্থন করবেন।বিদ্রোহী নেতাদের তালিকায় আরও যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা হলেন রবীন্দ্র সিংহ, অজয় কুশওয়াহা, সঞ্জয় সিংহ এবং দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজেশ ডাঙ্গি। প্রসঙ্গত, এনডিএ জোটের শরিক হিসাবে বিহারের ৪০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৫টিতে লড়ছে চিরাগের দল। এই আসনগুলি হল বৈশালী, হাজিপুর, সমস্তিপুর, খাগাড়িয়া এবং জামুই।২০১৯ সালে এনডিএ-র শরিক হিসাবে ছ'টি আসনে লড়ে সব ক'টিতেই জিতেছিল সাবেক লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)। রামবিলাসের মৃত্যুর পর আড়াআড়ি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তাঁর দল এলজেপি। রামবিলাসের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে চিরাগ এবং তাঁর কাকা পশুপতির মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। ২০২০ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে এনডিএ ছাড়েন চিরাগ। কিন্তু নিজের দল রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টি (আরজেএলপি)-কে নিয়ে এনডিএ-তে থেকে যান পশুপতি।চিরাগ আনুষ্ঠানিক ভাবে এনডিএ-তে ফেরেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ২০২১-এর মধ্যপর্বে এলজেপির ভাঙনের সময় বিজেপি দাঁড়িয়েছিল তাঁর কাকা পশুপতি পারসের পাশে। সে সময় পশুপতি-সহ লোকসভায় দলের পাঁচ সাংসদ এক দিকে ছিলেন। অন্য দিকে একা চিরাগ। সেই পরিস্থিতিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পশুপতি গোষ্ঠীকেই ' সংসদীয় দলের' স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এনডিএ জোটে পশুপতি গোষ্ঠীকে স্থান দিয়েছিল বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও চিরাগকে ব্রাত্য করে পশুপতিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী করেছিলেন।রামবিলাসের যে দলিত ভোটব্যাঙ্ক, তা চিরাগের সঙ্গেই রয়েছে, এমন ইঙ্গিত পেয়েই তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে পদ্মশিবির। পশুপতিকে ব্রাত্য করে চিরাগকেই এলজেপি-র ভাগের আসন দেওয়া হয়। অভিমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব এবং এনডিএ-দুইই ছাড়েন পশুপতি। সম্প্রতি তিনি অবশ্য সুর নরম করার চেষ্টা করেছেন।

জাপানের হোনশুর পূর্ব উপকূলে জোরালো ভূমিকম্প

টোকিও, ৪ এপ্রিল ঃ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপানের হোনশু। বৃহস্পতিবার হোনশুর পূর্ব উপকূলে জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৩। জাপানের আবহাওয়া দফতর অবশ্য জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.০।জাপানের আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব জাপানের ফুকুশিমা অঞ্চলে ৬.০ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়, তবে সুনামির কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।

রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথ সোনিয়ার, শুভেচ্ছা জানালেন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃরাজনৈতিক জীবনে প্রথম বার রাজ্যসভার ভোটে দাঁড়িয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পেয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। মরুরাজ্য রাজস্থান থেকে সংসদের উচ্চকক্ষে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। আর বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় এদিন

সোনিয়া গান্ধীকে রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান।রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে

শপথ নেওয়ার প্রাক্কালে দিন সকালে সোনিয়া গান্ধীকে শুভকামনা জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এক্স-এ খাড়গে লেখেন, কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীকে আমার শুভেচ্ছা। রাজ্যসভায় শপথ গ্রহণের মাধ্যমে সোনিয়া গান্ধী তাঁর নতুন ইনিংস শুরু করছেন। তাঁর সাহসী স্থিতিস্থাপকতা এবং মর্যাদাপূর্ণ করুণা, প্রতিকূলতা এবং অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের সংসদীয় কৌশলকে পরিচালনা করতে থাকবে। তিনি লোকসভায় ২৫ বছর পূর্ণ করেছেন, এবং এখন আমার সহকর্মী সদস্যরা এবং আমি উচ্চকক্ষে তাঁর উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছি। আমি তাঁর একটি ফলপ্রসূ মেয়াদ কামনা করি।

দীর্ঘক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর পরিষেবা চালু হোয়াটসঅ্যাপের, স্বাভাবিক হল ইনস্টাগ্রামও

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ বিশ্বজুড়ে আচমকাই ফের কাজ করা বন্ধ করে দেয় হোয়াটসঅ্যাপ। একই সঙ্গে গত মার্চ মাসের পর এপ্রিলেও স্তব্ধ হল ইনস্টাগ্রাম। যার ফলে বিশ্বজুড়ে বিপাকে পড়েন বহু ব্যবহারকারী। ইনস্টাগ্রাম সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম হলেও বর্তমানে অনেকেই বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে হোয়াটস অ্যাপকে। বুধবার রাত ১০ টার পর থেকেই মেটার এই দুই সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম কাজ করা বন্ধ করে দিলে বিপাকে পানে বহু মানুষ। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা মোবাইল বা ওয়েব ভার্সানে লগ ইন করতে পারছিলেন না। অডিয়ো বা ভিডিয়ো কল হচ্ছিল না, পাঠানো যাচ্ছিল না কোনও মেসেজও। অপরদিকে, ইনস্টাগ্রামে পেজ রিলোড হচ্ছিল না বলে অভিযোগ করেন বহু নেট নাগরিকরা। মোট ১৭ হাজার অভিযোগ জমা পড়ে। তবে গতকালই রাত ১২ টার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ভারতেই কমপক্ষে ৩০ হাজার ব্যবহারকারী এই সমস্যার মুখে পড়েছিলেন। ব্রিটেনে ৬৭ হাজার ও ব্রাজিলে ৯৫ হাজারেরও বেশি মানুষের হোয়াটসঅ্যাপ কাজ করছিল না।

ভোটের আগে কংগ্রেসে ফের ধাক্কা, এবার হাত ছা।লেন অন্যতম মুখপাত্র গৌরব বল্লভ

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে দল বদলের হিড়িক। এবার কংগ্রেস ছাড়লেন এআইসিসির অন্যতম মুখপাত্র গৌরব বল্লভ। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে দল ছাড়ার ঘোষণা করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছেন গৌরব বল্লভ। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি।গৌরব বল্লভ এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেল মারফত জানিয়েছেন, কংগ্রেস দল এখন যে দিশাহীন পথে এগোচ্ছে, তাতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। আমি সনাতন বিরোধী স্লোগান দিতে পারি না, দেশের সম্পদ সৃষ্টিকারীদের কুকথা বলতে পারি না। আমি কংগ্রেস দলের সমস্ত পদ এবং প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের বদলিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্য সরকার চাইলেও আপাতত মাধ্যমিকস্তরের সহকারী শিক্ষকদের অন্যত্র বদলি করা যাবে না-এই অন্তর্বর্তী নির্দেশ বজায় থাকবে বলে বুধবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদনকারী শিক্ষকরা দাবি করেন, রাজ্য সরকার আদালতে তাদের লিখিত বক্তব্য জানাতে দেরি করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই বক্তব্য জমা দিতে দেরী করায়, আবেদনকারী শিক্ষকরা শীর্ষ আদালতের কাছে বাড়তি সময় চায় তাদের বক্তব্য জানানোর জন্য। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। শিক্ষকদের বক্তব্য জানানোর জন্য আদালত চার সপ্তাহের সময় মঞ্জুর করেছে। আগামী ৩১ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি। শিক্ষকদের অভিযোগ, ২০১৭-এর এক সংশোধনীর মাধ্যমে ' বেঙ্গল স্কুল সার্ভিসেস কমিশন আইন ১৯৯৭'-এর একটি ধারার ব্যবহার করে শিক্ষকদের দূরে বদলি করা হচ্ছে। এই অভিযোগ নিয়ে কিছু শিক্ষক শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়।আমলার শুনানিতে সরকারের পক্ষে আইনজীবী কুণাল চট্টোপাধ্যায় আদালতে বলেন, ' আইন রাজ্যের সব সরকারি স্কুল শিক্ষকদের মেনে চলতে হবে। সবাই যদি ঘরের কাছে চাকরি করব বলেন, তবে যেখানে শিক্ষকের পদ খালি, পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি, সেখানে কী করে প।।শোনার কাজ চালানো যাবে?' আবেদনকারীদের বক্তব্য, আইনের নতুন ধারা চালু হওয়ার পর যাঁরা শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের জন্যই শুধু কার্যকর হোক দূরে বদলির নিয়ম। কিন্তু আগে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের দূরে বদলি চলবে না।'আবেদনকারী শিক্ষকদের পক্ষে হাজির ছিলেন আইনজীবী শারদ সিংহানিয়া। তিনি আবেদনকারীদের লিখিত বক্তব্য জানানোর জন্য আর্জি রাখেন। সেই আর্জি মঞ্জুর করেছে আদালত। আদালত বদলিতে অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে। এর ফলে রাজ্য সরকার চাইলেও বদলি করতে পারবে না স্থগিতাদেশ চলাকালীন। এই স্থগিতাদেশ জারি থাকায় সাময়িক স্বস্তিতে শিক্ষকরা।

'বহরমপুরে অধীর তৃতীয় স্থানে থাকবে',দাবি শুভেন্দুর, পাল্টা কী বললেন চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃঅধীর-গড়ে দাঁড়িয়েই তাঁকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । শুধু তাই নয়, মালদা, মুর্শিদাবাদের পাঁচটি আসনই জয় নিশ্চিত বলে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন । পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় অধীরের গলায় অবশ্য কোনও ঝাঁঝ শোনা যায়নি।বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজের মোড়ে বুধবার বিজেপির সভা ছিল। ওই কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী পেশায় চিকিৎসক নির্মলচন্দ্র সাহা। সেখানেই শুভেন্দু বলেন, 'অধীরবাবুর পিছনে সিআরপিফ এবং সামনে যে পুলিশ এসকর্ট গাড়ি নিয়ে ঘোরেন, কার দয়ায় জানেন তো? আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দয়ায়। কংগ্রেসের কাছে ১০ শতাংশ সাংসদ ছিল না। বিরোধী দলের মর্যাদা কংগ্রেসের পাওয়ার কথা নয়।'' এর পরেই নিজের প্রসঙ্গ তোলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, ' ৩০ জন বিধায়ক লাগে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি পেতে। যেমন আমাদের ৭৭ জন বিধানসভায় ছিল। তাই আমি বিরোধী দলনেতা। আমাকে কেউ দয়া করে দেয়নি, পার্টি মনোনীত করেছে। সংবিধান আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।'' তাঁর কথায়, ' যে বিরোধী দলনেতার তকমা নিয়ে ঘোরেন তার নম্বর আছে কংগ্রেসের? আমাদের মোদীজি রাজধর্ম পালন করেন। তিনি মনে করেন সংসদীয় গণতন্ত্রে যেমন শাসকের প্রয়োজন আছে, তেমনই প্রয়োজনে আছে বিরোধীদের। অধীরবাবুর সব ফটফটানি ভারতে বিজেপি আছে বলে। এ বার সব ফটফটানি বন্ধ হয়ে যাবে।'' নন্দীগ্রামের বিধায়কের কথায়, ' হিসাবে কংগ্রেসের কথা না-ই বা বললাম। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস খাতা খুলতে পারবে না। বিধানসভায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের আসন দেশে ২০-র নীচে থাকবে।''অধীর বলেন, ' দেওয়া হয় আমার ব্যক্তিগত স্টেটাস অনুযায়ী। আর বিরোধী দলনেতার ব্যাপারটা সংসদীয়।'' অধীর চৌধুরীকে শুভেন্দুর আক্রমণ ও অধীর চৌধুরীর পাল্টা প্রতিক্রিয়া নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র শান্তনু সেন বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলছি রাজ্যের কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে গোপন আঁতাত করে চলছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিজেপির হাতে তামাক খাচ্ছেন। বিজেপির কথাতে আজকে আমাদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হল।''

আমাদের ভোট নিয়েই সাগরদিঘিতে জিতেছিল বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থীঃশুভেন্দ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃবিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এখনও কাটেনি জট । এবার সংঘাত আরও জোরালো রাজ্য-রাজ্যপালের। উপাচার্য নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজভবন। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের 'বেআইনি' কার্যকলাপ নিয়ে শীর্ষ আদালতকে তথ্য পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস ।সেই ঘটনায় যে রাজ্যপাল তথা আচার্যের মনে ' ক্ষোভ পুঞ্জীভুত' হয়েছে, তা এই বিবৃতিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রাজভবনের বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, ' সরকারের উচ্চশিক্ষা দফতরের বেআইনি আদেশে যে সকল উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ স্তব্ধ করে করে রেখেছেন, আচার্য তাঁদের সতর্ক করছেন।'' পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ' কুক্ষিগত' করতে চাইছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে। রাজভবনের বিবৃতিতে সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের আদেশের কথা উল্লেখ করে আচার্যের ক্ষমতা ' করানো হয়েছে। বলা হয়েছে, কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে, স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী উপাচার্যদের নিয়োগের ক্ষমতা রয়েছে আচার্যের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হবে ইউজিসি-র নিয়মাবলি অনুযায়ী। কোনও রাজ্য সরকারের সঙ্গে যদি ইউজিসির নিয়মের সঙ্গে মতানৈক্য তৈরি হয়, তা হলে ইউজিসির নিয়মই কার্যকরী হবে। রাজভবনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, উপাচার্যেরা যে সব নির্দেশ দিয়েছিলেন, আচার্য তা ক্ষমতাবলে রদ করে দিচ্ছেন।গত বছরের অগস্টে রজতকিশোর দে-কে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী উপাচার্যের পদে নিয়োগ করেছিলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য। তার পর থেকে তিনি ওই পদেই বহাল ছিলেন। কিন্তু রবিবার রাজ্যপালের তরফে একটি চিঠি পাঠিয়ে রজতকিশোরকে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগের ন'মাসের মাথায় তাঁকে পদ থেকে সরানো হয়। কিন্তু কেন তাঁকে পদ থেকে সরানো হল, তা ওই চিঠি থেকে স্পষ্ট নয়। যদিও তৃণমূলের দাবি, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠন ' সাম্প্রতিক কনভেনশনের জেরেই রজতকিশোরকে সরানো হয়েছে।সম্প্রতি তৃণমূলের অধ্যাপক সংগঠন ' সভা বসেছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সভাপতি হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ঘটনাচক্রে, সেই সভার পরে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে অপসারিত হন রজতকিশোর। তার পরেই সোমবার রাজ্যপালের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। ' আনন্দ'কে দেওয়া এক সাক্ষাকারে ব্রাত্য বলেন, ' লোকটার (রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস) পাগলামি এবং বোকামি দেখতে দেখতে রাজ্যবাসী ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে। দু'দিন আগে উত্তরবঙ্গে আমাদের রাজ্য অধ্যাপক সংগঠন ' কনভেনশন হয়। সেখানে কার্যকরী উপাচার্য উপস্থিতও ছিলেন না। কিন্তু রাজ্যপালের গোসা হয়েছে। সেই কারণেই নির্বাচনী বিধিনিষেধ না মেনে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়কে উড়িয়ে দিয়ে রবিবার মধ্যরাতে ওই উপাচার্যকে চিঠি পাঠিয়ে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।'' শিক্ষামন্ত্রীর এমন মন্তব্য সম্ভবত ভাল ভাবে নেননি রাজ্যপাল। তাই রাজভবন থেকে বিবৃতি জারি করে, আচার্যের ' বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

কেন বিজেপিতে যোগ দিলেন কঙ্গনা?, খোলসা করলেন অভিনেত্রী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃহিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা আসন থেকে বিজেপির টিকিটে লড়ছে বলি-অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। গত শুক্রবার হুডখোলা গাড়িতে মান্ডির রাজপথে কঙ্গনার মেগা রোড-শো ছিল দেখার মতো। প্রচার সমাবেশে কোনও খামতি রাখতে চান না মান্ডির মেয়ে । গত দু'দিনে প্রচার সমাবেশের ভাষণে কঙ্গনা প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সি প্রসংশা করার পাশাপাশি মন্তব্য করেন, 'ভগবান রাম ও বিষ্ণুর অংশ নরেন্দ্র মোদি'।এবারের হোলি সেলিব্রেশনটা ভূমিকন্যা ওখানেই কাটিয়েছেন । স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে রঙিন হয়ে উঠেছিলেন বলিউড ডিভা । এছাড়াও ইদানিং দিন-রাত এক করে মান্ডিতেই পড়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা । দলের কর্মীদের সঙ্গে মাটিতে বসে ভাত খেতে দেখাও গিয়েছে তাঁকে। সেই ভিডিয়ো ভাইরালও হয় সোশাল মিডিয়ায়। মান্ডি লোকসভা আসনের অধীন কারসোগ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি মোদিকে ভগবান রামের 'অংশ' বলে অভিহিত করেন।তিনি বলেন, আজ আমি এখানে নরেন্দ্র মোদির দূত হিসেবে এসেছি। আমাকে দেওয়া আপনাদের এক-একটা ভোট প্রধানমন্ত্রীর জন্য আশীর্বাদ হবে। যে কাজটা বিগত ৫০০ বছর ধরে আটকে ছিল, সেটা একমাত্র নরেন্দ্র মোদির আমলেই সম্ভব হল। মোদি যখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে, তখনই রামের কৃপায় এত বছরের অপেক্ষার অবসান। রামমন্দির তৈরি হল। উনি ভগবানের দূত হিসাবে এই কাজ করেছেন । আমি ওনার মধ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অংশ দেখতে পাই।তিনি আরও বলেন, প্রথমবারের মতো মহিলারা অনুভব করছেন যে কেউ তাঁদের জন্য উদ্বিগ্ন। মোদিজির জন্য আপনারা সবাই ভোট দিন বিজেপিকে । এরপরই কঙ্গনার সংযোজন, বিজেপি আমাকে মাণ্ডি থেকে প্রার্থী করেছে। তাই আমার দায়িত্ব বর্তায় আমি আপনাদের সমবেত কণ্ঠ হয়ে সংসদে সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারি। উল্লেখ্য, প্রচারে কখনও তাঁর কণ্ঠে নারীশক্তির উন্নয়নের কথা উঠে আসছে । কখনও আবার মোদিজির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ।

নারীশক্তির 'অপমানই' কংগ্রেসের পরিচয়, রণদীপকে তোপ দেগে মন্তব্য শেহজাদের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ বর্ষীয়ান অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালা। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সমালোচনা করে শেহজাদ বলেছেন, নারীশক্তির 'অপমানই' কংগ্রেসের পরিচয়।উলেখ্য, হরিয়ানার কাইথালে একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় রণদীপ বলছেন, আমরা হেমা মালিনীকে সম্মান করি, তিনি ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে বিবাহিত এবং আমাদের পুত্রবধূ। এরা ফিল্ম স্টার, যাইহোক, আপনারা আমাদের (নির্বাচিত) করুন যাতে আমরা আপনাদের সেবা করতে পারি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে ভোটের শাসন শেষ করার ষড়যন্ত্র চলছে।এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, নারীশক্তির 'আপমানই' কংগ্রেসের 'পরিচয়। রণদীপ সুরজেওয়ালার নিষ্ঠুর, অশোভন, ঘৃণ্য, অশ্লীল বক্তব্যের দ্বারা তা আবারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে... তিনি অতীতে 'জনতা'কে 'রাক্ষস' বলেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁরা বরাবরই 'নারী বিরোধী'। এই নির্বাচনে নারীশক্তি অবশ্যই তাঁদের শাস্তি দেবে।

কর্ণাটকের বিজয়পুরায় গর্তে পড়ে গেল দেড় বছরের শিশু, উদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত

বিজয়পুরা, ৪ এপ্রিল ঃকর্ণাটকের বিজয়পুরা জেলায় গভীর গর্তে (বোরওয়েলে) পড়ে গেল দেড় বছরের একটি শিশু। বিজয়পুরা জেলার ইন্দি তালুকার অন্তর্গত লাচিয়ান গ্রামের ঘটনা। ১.৫ বছরের শিশুটিকে উদ্ধারের আপ্রাণ চেষ্টা চলছে, ঘটনাস্থলে একটি মেডিকেল টিম ও একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় দে। বছরের শিশুটি একটি খোলামুখ বোরওয়েলে পড়ে যায়, ১৫-২০ ফুট নীচে আটকে যায় শিশুটি।উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, শিশুটি নিঃশ্বাস নিতে পারছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বোরওয়েলে একটি ক্যামেরা নামানো হয়। পরে অক্সিজেনের পাইপও পৌঁছে দেওয়া হয়। গভীর রাতে সমান্তরাল কূপ খনন করা হয.১০ ফুট গভীরে। দেড় বছরের শিশুটির নাম-সাত্ত্বিক সতীশ মুজাগন্ড। বুধবার সন্ধ্যায় খেলা করার সময় কোনওভাবে বোরওয়েলে পড়ে যায় সে। পুলিশ জানিয়েছে, এসডিআরএফ, স্বাস্থ্য, দমকল ও জরুরি আধিকারিকরা উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। তবে, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত শিশুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে ফিরহাদের রক্ষাকবচ বাম আমলের 'গার্ড পোস্ট'

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গার্ডেনরিচ কাণ্ডে প্রাণ গিয়েছে ১৩ জনের। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সেই ঘটনার দায় চাপিয়ে ছিলেন বাম আমলের উপর। এবার শহরজুড়ে বেআইনি নির্মাণের রমরমা ঠেকাতে ফিরহাদের হাতিযার বাম জমানার আইন। ২০১২ সালে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল পৌর বোর্ড 'গার্ড পোস্ট' বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে শেষমেশ ১২ বছর আগে বাম জমানার সেই গার্ড পোস্টকেই ফেরাচ্ছেন বর্তমান তৃণমূল বোর্ডের মেয়র ফিরহাদ হাকিম।বেআইনি কর্মকাণ্ড ঠেকাতে বাম আমলের উপরেই ভরসা রাখতে হবে । কারণ, বাম আমলের পদ্ধতি ছিল আইনসিদ্ধ দাবি, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যর। কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, আগে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠলে 'স্টপ অফ ওয়ার্ক' নোটিশ দেওয়া হত। সেই সমস্ত নির্মাণস্থলে কলকাতা কর্পোরেশন 'গার্ড পোস্ট' নিয়োগ করত। দিনের বেলা ওই স্থলে যাতে নির্মাণ কাজ না-হয় সেটা দেখার দায়িত্ব থাকত গার্ড পোস্টদের। রাতে দায়িত্ব থাকত পুলিশদের। যতদিন না ওই নির্মাণ কাজের প্রোমোটার বা মালিক কলকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং বিভাগকে লিখিতভাবে জানাতেন যে, তাঁরা ফেরনিযম মাফিক কাজ করতে চায.ততদিন ওই গার্ড পোস্ট থাকত।শুধু তাই নয়, গার্ডের প্রতিদিনের মজুরি গুনতে হত অভিযুক্ত মালিক বা প্রোমোটারকে। ফলে বেআইনি নির্মাণের প্রবণতা অনেকটাই নিযন্ত্রণে ছিল। এই পোস্টের কর্মরতরা অবসর নেওয়ার পর ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যায়। তবে ওই পদে নতুন নিযাগে হযনি। এদিকে, ২০১২ সালে গার্ড পোস্ট বন্ধ করে গোটা দাযিত্ব পুলিশের উপর দিয়ে দেন তৎকালীন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় । কিন্তু বাম আমলের সেই গার্ড পোস্ট আবার ফিরতে চলেছে। তবে সেই পদে নতুন নিয়োগ হবে না। কলকাতা কর্পোরেশন বর্তমান মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, ওই পদে যাদের নিয়োগ করা হবে তাদের ঠিকা সংস্থা মারফত নিয়োগ করা হবে ।বহুবছর আগে এই পদ ছিল। তাঁর দাবি, এই পদ ২০ বছর আগেই বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি, বেআইনি নির্মাণের দায় বাম আমলের উপরে দিয়ে বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে বাম আমলেরই নিয়ম ফেরানোর ঘটানা প্রসঙ্গে প্রাক্তন মেয়র ও সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, কলকাতা কর্পোরেশন যদি পুরনো আইন মেনে কাজ করত তাহলে সমস্যাটা কম হত। ২০১০ পর যারা পৌর বোর্ডে এসেছে তাদের প্রবণতা ছিল বাম আমলে যা হযেছে সব অনৈতিক তাই বদল করা হবে।তাঁর আরও সংযোজন, তার ফলে আইনকে অমান্য করার ঝোঁক তৈরি হল ও কাউন্সিলরদের টাকা উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া হল। এখন এত পরিমাণ বেআইনি নির্মাণ হয়েছে যে সেটাকে আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। দগদগে ঘাযের মতো সমাজের চারদিকে দেখা যাচ্ছে। আইন কার্যকরী করতে গেলে গার্ড পোস্টিং ফেরাতে হবে। যারা বেআইনি নির্মাণ নজরদারি করা বন্ধ হযে গিয়েছিল সেসব চালু হচ্ছে ভালো কথা। রাজ্যজুড়ে আইন মাফিক কাজ করতে হলে বাম আমলের পদ্ধতিকে ফেরাতে হবে। কারণ সেটাই আইনসিদ্ধ।

প্রভাবশালী বলেই এত বাড়তি স্বাস্থ্যপরীক্ষা?এসএসকেএম-এর ভূমিকায় অসন্তুষ্ট আদালত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের (Jyotipriya Mallick) শারীরিক অবস্থা সম্পর্কিত শুনানিতে আদালতের রোষের মুখে এসএসকেএম হাসপাতাল। তাঁর প্রশ্ন, প্রভাবশালী ব্যক্তি বলেই কি এটা সম্ভব? এই ঘটনায় এসএসকেএম হাসপাতালের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আদালত। নিম্ন আদালতে রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর মামলার শুনানি ছিল। সেই শুনানিতেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কথা উঠলে বিচারক জানতে পারেন, তাঁর অতিরিক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালে। এই নিয়ে জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীর সঙ্গে বিচারকের কিছুক্ষণ বাদানুবাদ হয়। বিচারক বলেন, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কী কী শারীরিক পরীক্ষা করাতে হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু দেখা গেছে, সেই পরীক্ষাগুলি ছাড়াও তাঁর অতিরিক্ত শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে। আদালতের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কীভাবে এই অতিরিক্ত পরীক্ষা করাল এসএসকেএম হাসপাতাল, সেই প্রশ্ন তুলেছে আদালত। বুধবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আইনজীবী আদালতে যুক্তি দিয়ে দাবি করেন যে কেন তাঁর মক্কেলের জেলে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়।বিচারক অবশ্য তাঁর স্বাস্থ্য রিপোর্ট দেখে পাল্টা তাঁকে বলেন, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সবই ক্রনিক রোগ। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনও বড় সমস্যা নেই। রিপোর্ট দেখে বিচারক আরও বলেন, উনি (জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক) তিন মাস আগেও যেমন ছিলেন, এখনও তেমন আছেন। কিন্তু বিচারকের এই দাবি মানতে চাননি তাঁর আইনজীবী। তিনি আদালতকে জানিয়েছেন, জ্যোতিপ্রিয়র সুগার ৩০০ ছুঁইছুঁই। কিছুই যে হয়নি তা বলা যাবে না। এটি যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। একই সঙ্গে তাঁর দাবি, জেলে থাকতে থাকতে তাঁর মক্কেলের ওজনও কমে যাচ্ছে। জেলের বাইরে রেখে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের চিকিৎসার প্রয়োজন বলেই মত আইনজীবীর।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৫এপ্রিল ঃ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৫এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২২চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২চৈত্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২২চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতে ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪০শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৪৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। একাধিক উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে মজা করুন।
বৃষভ রাশিঃকফি ছাড়ুন বিশেষ করে হার্টের রোগীরা। আপনি বাড়ির চারপাশের ছোট ছোট জিনিসগুলিতে আজ প্রচুর ব্যয় করতে পারেন যা মানসিকভাবে আপনাকে চাপ দিতে পারে।
মিথুন রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন
কর্কট রাশিঃস্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। আপনার স্ত্রীর সাথে
সিংহরাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করুন যা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর করে তুলবে। শুভদিন
মকর রাশিঃসংসারে শান্তি হবে
কুম্ভ রাশিঃআপনার বন্ধুদের বা পরিবারের সাথে আনন্দদায়ক সফর আপনাকে ভারমুক্ত করবে।
মীন রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। বাচ্চাদের নিজেদের প।।শোনা এবং ভবিষ্য পরিকল্পনায় মনোযোগী হওয়া দরকার। ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে উচ্চকিত হবেন না।

পোস্ট অফিসে টাকা রেখেছিলেন লোকজন সেই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ খানাকুলে

দুরন্ত বার্তা, খানাকুল হুগলি, ৪ এপ্রিল ঃ পোস্ট অফিসে টাকা রেখেছিলেন। সেই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল এবার। খানাকুলের মাড়োখানা এলাকায় এই অভিযোগ ঘিরে চাপানউতর শুরু হয়েছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, পোস্ট মাস্টারের ব্যবহার খারাপ। একের পর এক গ্রাহক পোস্ট অফিস থেকে সেভিংস-এর বই পাননি। বলতে গেলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যদিও মাড়োখানার পোস্ট মাস্টার এই অভিযোগ মানতে নারাজ।

মাড়োখানা পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টার দীপক বাগ। তাঁর বিরুদ্ধেই সরব হয়েছেন উপভোক্তারা। ইতিমধ্যেই স্থানীয় গ্রাহকরা জানান, ডাক বিভাগে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় গ্রাহকদের কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। মাড়োখানার পোস্ট মাস্টারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন গ্রাহকদের। গ্রাহকদের পোস্ট অফিসে গচ্ছিত রাখা টাকা তোলার অভিযোগের পাশাপাশি ফিক্সড ডিপোজিটের টাকাও আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার এ নিয়ে ডাক বিভাগের বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে। এক গ্রাহকের কথায়, ‘‘আমার ছেলে সই করে দিয়েছিল। বলেছিল আমাকে সুদের ১৪ হাজার টাকা তুলে নিতে এবং বইটা পোস্ট অফিস থেকে সংগ্রহ করে নিতে। ১৫ দিন ঘোরানোর পর ১৪ হাজার টাকা দেয়। ২ লক্ষ টাকা ফিক্সড করতে দিয়েছিলাম। ১ মাস ধরে ঘোরাচ্ছে বই দিচ্ছে না। রোজ আজ নয় কাল করছেন পোস্ট মাস্টার। আমার ছেলে নেপালে থাকে। পোস্ট মাস্টার বলছিলেন ছেলে না এলে টাকা দেবেন না। ছেলেকে অত দূর থেকে পর্যন্ত এনেছি।

এরপর কি না বলেন টাকা তোলা হয়ে গিয়েছে। ছেলে তো শুনে অবাক। পোস্ট মাস্টার শুনে বলছেন যা পারেন করে নিন। আরেক গ্রাহক বলেন, ‘‘আমার মেয়ে বাইরে থাকে। আমাকে সেভিংস-এর বই করে দিয়েছিল। বলেছিল যা টাকা পাঠাব সেভিংস-এর বইয়ে রেখে দেবে। আমিও সেই মতো রেখে দিই। চারানা পয়সা তুলিনি। কিন্তু বই দেয়নি পোস্ট মাস্টার। কখনও বলছে বই হারিয়ে গিয়েছে, কখনও বলছে অন্য পোস্ট অফিসের ব্যাগে চলে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে অভিযুক্ত পোস্ট মাস্টার দীপক বাগ বলেন, ‘‘এরকম কিছুই ঘটেনি। ওনারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। তাঁরাও এসেছেন। ওনারা দেখছেন খতিয়ে সবটা। যার যা অভিযোগ কর্তৃপক্ষকে জানাক। খতিয়ে সবটাই দৈখা হবে।

হাওড়ায় সাড়ম্বরে শুরু হলো হাটে-বাজারে উৎসব

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ এপ্রিল ঃ হাওড়ার আন্দুল রোড বকুলতলায় প্রগতি পাঞ্চজন্য সমিতির মাঠে বুধবার থেকে শুরু হলো হাটে-বাজারে উৎসব। উৎসবের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট সুরকার তথা বাচিক শিল্পী পণ্ডিত মল্লার ঘোষ এবং বিশিষ্ট আবৃত্তিকার মল্লিকা ঘোষ। উৎসব চলবে আগামী রবিবার পর্যন্ত। প্রতিদিনই থাকছে সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এছাড়াও থাকছে ফ্যাশন শো। এছাড়াও বেসরকারি চ্যানেলের রিয়েলিটি শো খ্যাত শিল্পীদের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মাস্টার হাম্পি। উৎসব কমিটির কর্ণধার স্বাগতা সিকদার জানান, হাওড়ার বুকে এই ধরনের এত বড় উৎসব এই প্রথমবার। প্রায় ৭০টির মতো স্টল রয়েছে। এখানে এলে মিলবে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যসামগ্রী-সহ নানা হস্তশিল্প। এপার বাংলার বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ওপার থেকেও স্টল দেওয়া হয়েছে এখানে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক সৌমেন সিকদার জানান, এই মেলা বা উৎসব করতে গিয়ে আমাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আশা করছি আগামী দিনগুলোয় ভিড় উপচে পড়বে। সরকারি সব বিধি মেনেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

গরমের থেকে বাঁচতে ঠান্ডা ভাত আর মুড়ি ভেজানো জল খাওয়ার দাওয়াই লকেটের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ এপ্রিল ঃ প্রচারে বেরিয়ে গরমের হাত থেকে বাঁচতে ঠান্ডা ভাত আর মুড়ি ভেজানো জল খাওয়ার দাওয়াই দিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল হাতে পদ্ম ফুল নিয়ে প্রচার সারেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। চন্ডিতলা থানার পাঁচঘরা জলাপাড়া শিব মন্দিরে পুজো এলাকায় পায়ে পায়ে জনসংযোগ করেন তিনি। প্রচন্ড গরমের জন্য সব প্রার্থীদের দাওয়াইও দিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন সমস্ত প্রার্থীরা যেন সকাল সকাল প্রচার করেন ও ঠান্ডা জল খান। বিশেষ করে ঠান্ডা ভাত আর মুড়ি ভেজানো জল খাওয়া উচিৎ বলে মনে করেন লকেট। তিনি আরো বলেন মা, ঠাকুমা দের দেখেছি সুস্থ শরীরে বেঁচে ছিলেন, চারটে ইলেকশনে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে ভালো থেকেছি।

তিনটি কেন্দ্রে চলবে হোম ভোটিং

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ এপ্রিল ঃ আগামীকাল, শুক্রবার থেকে রাজ্যে বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ি থেকে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। ৫-১৪ এপ্রিল পর্যন্ত লোকসভা ভোটের প্রথম পর্যায়ের তিনটি কেন্দ্রে এই হোম ভোটিং চলবে। ৮৫-র বেশি বয়সী প্রবীণেরা, অন্তত ৪০ শতাংশ প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তি এবং পুলিশ, দমকল, রেলকর্মী প্রমুখ ১৮টি জরুরি পরিষেবার পেশার লোকজন এই সুযোগ পাবেন। রাজ্যে সিইও-র দফতর জানিয়েছে, কোচবিহারে ২২৯২জন প্রবীণ, ৭৬১জন বিশেষ ভাবে সক্ষম এবং ১৬৯১জন জরুরি পরিষেবার কর্মী- মোট ৪৭৪৪জন এই সুযোগ পাবেন। আলিপুরদুয়ারে ১৯১১জন প্রবীণ, ৯৬২ জন বিশেষ ভাবে সক্ষম এবং ২৬৬ জন জরুরি পরিষেবার কর্মী- মোট ৩১৩৯ জন এই সুযোগ পাবেন। জলপাইগুড়িতে ২৪৮৬ জন প্রবীণ, ১৩২৩ জন বিশেষ ভাবে সক্ষম ও ৩০৫ জন জরুরি পরিষেবার কর্মী- মোট ৪১১৪ জন এই সুযোগ পাবেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ব্যালটে এই ভোট হবে। এইদিকে রাজ্যে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। রাজ্যের ভোটারদের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যের হারও কমেছে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে তিন লোকসভা কেন্দ্র -দমদম, যাদবপুর এবং হুগলি-তে পুরুষের তুলনায় মহিলা ভোটারদের সংখ্যা বেশি। গত লোকসভা নির্বাচনে শুধুমাত্র একটি দমদম লোকসভা কেন্দ্রে , পুরুষদের তুলনায় মহিলা ভোটারদের সংখ্যা বেশি ছিল। একই সঙ্গে, রাজ্যের অন্য দশটি লোকসভা কেন্দ্রে, পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যার ব্যবধান এক শতাংশেরও কম। সব মিলিয়ে রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা কেন্দ্রের মোট ভোটারের এক তৃতিয়াংশ মহিলা। সুতরাং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মহিলাদের মতামত নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের বদলিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রাজ্য সরকার চাইলেও আপাতত মাধ্যমিকস্তরের সহকারী শিক্ষকদের অন্যত্র বদলি করা যাবে নাএই অন্তর্বর্তী নির্দেশ বজায় থাকবে বলে বুধবার জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন বিচারপতি জেকে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি সঞ্জয় কারোলের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদনকারী শিক্ষকরা দাবি করেন, রাজ্য সরকার আদালতে তাদের লিখিত বক্তব্য জানাতে দেরি করেছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই বক্তব্য জমা দিতে দেরী করায়, আবেদনকারী শিক্ষকরা শীর্ষ আদালতের কাছে বাড়তি সময় চায় তাদের বক্তব্য জানানোর জন্য। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। শিক্ষকদের বক্তব্য জানানোর জন্য আদালত চার সপ্তাহের সময় মঞ্জুর করেছে। আগামী ৩১ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি। শিক্ষকদের অভিযোগ, ২০১৭-এর এক সংশোধনীর মাধ্যমে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিসেস কমিশন আইন ১৯৯৭’-এর একটি ধারার ব্যবহার করে শিক্ষকদের দূরে বদলি করা হচ্ছে। এই অভিযোগ নিয়ে কিছু শিক্ষক শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়। মামলার শুনানিতে সরকারের পক্ষে আইনজীবী কুণাল চট্টোপাধ্যায় আদালতে বলেন, ‘রাজ্যের আইন রাজ্যের সব সরকারি স্কুল শিক্ষকদের মেনে চলতে হবে। সবাই

যদি ঘরের কাছে চাকরি করব বলেন, তবে যেখানে শিক্ষকের পদ খালি, পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি, সেখানে কী করে পড়াশোনার কাজ চালানো যাবে?’ আবেদনকারীদের বক্তব্য, আইনের নতুন ধারা চালু হওয়ার পর যাঁরা শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের জন্যই শুধু কার্যকর হোক দূরে বদলির নিয়ম। কিন্তু আগে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের দূরে বদলি চলবে না।’ আবেদনকারী শিক্ষকদের পক্ষে হাজির ছিলেন আইনজীবী শারদ সিংহানিয়া। তিনি আবেদনকারীদের লিখিত বক্তব্য জানানোর জন্য আর্জি রাখেন। সেই আর্জি মঞ্জুর করেছে আদালত। আদালত বদলিতে অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে। এর ফলে রাজ্য সরকার চাইলেও বদলি করতে পারবে না স্থগিতাদেশ চলাকালীন। এই স্থগিতাদেশ জারি থাকায় সাময়িক স্বস্তিতে শিক্ষকরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিনে ঐতিহাসিক সফরকে স্মরণ করে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৪ এপ্রিলঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিনা ভবন এবং কলকাতার চিনা কনস্যুলেট জেনারেল যৌথভাবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন সফরের শতবর্ষ স্মরণে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। দুদিন ব্যাপী ওই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভি.সি. সঞ্জয় কুমার মল্লিক, ভারতে চিনা দূতাবাসের ‘চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স’ মা চিয়া, কলকাতায় চিনা দূতাবাসের কার্যনির্বাহী কনসাল জেনারেল ছিন ইয়ং, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিনা ভবনের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কলেজের অধ্যাপক এবং জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশনের টগোর-এর ওপর গবেষণায় দশেরও বেশি বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুর অঞ্চল তৃনমূলের উদ্যোগে ইফতার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ এপ্রিল সব ধর্মের মানুষের মেলবন্ধন হলো ইদ উৎসব। দীর্ঘ একমাস রোজা রেখে ইফতারের মধ্যে ওপরওলার আশীবাদ নিয়ে শেষ হয় রমজান মাস। আর বৃহস্পতিবার সাউথ বিষ্ণুপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সাউথ বিষ্ণুপুরের আরতি ভবনে এক ইফতার মজলিস হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, জেলা পরিষদ সদস্য রেখা গাজি, মনিরুল ফকির সহ আরো অনেকে। এদিন এই মজলিসে তিন শতাধিক বিভিন্ন ধর্মের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।এদিন এই মজলিসে এসে ইফতার গ্রহন করে বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন,সব ধর্মের মিলনস্থল এই বাংলা। আর এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুশি।

রেলের অর্থোপেডিক হাসপাতালকে স্থানান্তরিত করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ এপ্রিল ঃ রেলের অর্থোপেডিক হাসপাতালকে হাওড়া থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিকেলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান রেলের কর্মচারীরা। হাওড়া ও আশপাশের কয়েক লক্ষ রেল কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীরা এই হাসপাতাল থেকেই চিকিৎসা পরিষেবা পান। তাই এই হাসপাতাল অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যাবে না বলে দাবি তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। এদিন ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন হাওড়া ময়দানে অবস্থিত ইস্টার্ন রেলওয়ের অর্থোপেডিক হাসপাতাল স্থানান্তরের বিরুদ্ধে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান। বিভিন্ন সংগঠন একত্রিত হয়ে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করেন এবং হাসপাতাল স্থানান্তরের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। ইস্টার্ন রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি বিকাশ চন্দ্র পাল জানান, হঠাৎ করেই হাসপাতাল স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত হাসপাতাল স্থানান্তরের বিষয়ে আমাদের কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য দেওয়া হয়নি। তবে বলা হচ্ছে এই হাসপাতালটি আংশিকভাবে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর করা হবে। এখান থেকে হাসপাতাল স্থানান্তরিত হওয়ায় রেলের কর্মচারীরা অনেক সমস্যায় পড়বেন। এ নিয়েই এই আন্দোলন শুরু হয়েছে।

শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের ১৫টি অ্যাকাউন্টের তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে ইডি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির হাতে গ্রেফতার শেখ শাহজাহানের ২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন স্তব্ধ করে দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এর মধ্যে একটি অ্যাকাউন্ট শাহজানারে ব্যক্তিগত। অন্যটি তাঁর সংস্থার। এছাড়া শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের ১৫টি অ্যাকাউন্টের তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে ইডি। তলব করা হয়েছে শাহজাহানের সংস্থার ২ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে।কী ভাবে কালো টাকা শাহজাহান মাছ ব্যবসার নামে সাদা করত সে তথ্য সামনে এনেছে ইডি। তাঁরা দাবি করেছে, জমি দখল করে তা বিক্রি করে দিত শাহজাহান এবং সেই টাকা চিংড়ি ব্যবসায় লাগানো হত। ইতিমধ্যে শাহজাহানের একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথ্য খতিয়ে দেখে প্রায় ১৩৩ কোটি টাকার হদিশ পেয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এখনও অন্তত ১৫টি অ্যাকাউন্টের যাবতীয় লেনদেনের ওপর নজর রাখছে তাঁরা। নিয়মমাফিক সব লেনদেন হয়েছে কিনা সেটা যাচাই করা হচ্ছে। ইডি আগেই আদালতে দাবি করেছে, শাহজাহান একা নয় এই বেআইনি ব্যবসার সঙ্গে আইজুল মোল্লা, সাবির গাজি, রেজাউল নাইয়া, নাসির শেখ, আবদুল মোল্লা, সইফুদ্দিন শেখ, মুজিবর শেখ ও আবদুল খালেক মোল্লা নামের একাধিক ব্যক্তি ছিল। পাশাপাশি শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগীর ও শেখ সিরাজউদ্দিন ছাড়াও আরও বেশ কিছুজনের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণ বেআইনি লেনদেনের হদিশ পাওয়া গিয়েছে, তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। যদিও শাহজাহান বুধবার প্রথমবারের জন্য জনসমক্ষে মুখ খুলে দাবি করেছেন, তিনি রাজনৈতিক

ষড়যন্ত্রের শিকার। তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যে। এর আগে কখনও প্রকাশ্যে মুখ খুলতে দেখা যায়নি সন্দেশখালির একদা প্রভাবশালী নেতাকে। এমনকি রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রীতিমতো রাজকীয় কায়দায় বসিরহাট আদালতে ঢুকতে দেখা গিয়েছিল সন্দেশখালির বাঘকে। সেদিন হাতের ইশারা ছাড়া মুখে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।

মেডিকেল কলেজে আগুন,অল্পের জন্য রক্ষা

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ ভর দুপুরে হঠাৎই আগুন লাগে মেডিকেল কলেজের এমসিএইচ বিল্ডিংয়ে। মুহূর্তের মধ্যে মেডিকেল কলেজে থাকা রোগী ও আত্মীয়দের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে যায়। আতঙ্কে দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে তারা ছুটতে শুরু করে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খবর দেয় দমকলে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুটি ফায়ার টেন্ডার দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনের থেকে ধোঁয়ার চাপ অত্যাধিক বেশি থাকায় রোগীর আত্মীয়-স্বজনদেরকে সরানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনটে বেজে পাঁচ মিনিটে আগুন লাগে। চার তলার একটি ঘরে আগুন লাগে। আগুনের তীব্রতা কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কম হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে। তবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে আগণ লাগার কারণ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে বাধা, সতর্ক করল রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বেআইনি নির্দেশ মেনে যে সব উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে বাধা দিচ্ছেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সি ভি আনন্দ বোস আবারও তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। গতকাল রাজভবনের বিবৃতির পরে আজ রাজ্যপাল তার এক্স হ্যান্ডেলে যারা এই কাজ করছেন তারা সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে এই কাজ করছেন বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য সম্প্রতি গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্যকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে রাজ্য ও রাজ্যপালের মধ্যে আবার সংঘাত শুরু হয়েছে।

জামাই কে ধারালো অস্ত্রের কোপ শ্বশুরের

দুরন্ত বার্তা, চাঁপাডাঙ্গা, ৪ এপ্রিল ঃ মেয়ের কন্যা সন্তান হওয়ায় শ্বশুর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে জামাই কে ধারালো অস্ত্রের কোপ,পাল্টা শ্বশুর কে বেধড়ক মারধোর জামাই এর। ঘটনায় রক্তাক্ত শ্বশুর ও জামাই। পুরো ঘটনা ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায়। শ্বশুর জামাই এর রক্তারক্তির ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙ্গার ঢ্যাংপাড়া এলাকায়। ঘটনায় জখম জামাই শেখ আমির হোসেন ও শ্বশুর শেখ আক্তার হোসেন তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে

চিকিৎসাধীন। শ্বশুর আক্তার হোসেনের অভিযোগ, কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়ায় মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে নিতে চাইছে না। ডিভোর্সের মামলা করেছে জামাই। সেই বিষয়ে কথা বলতে গেলে তার উপর চড়াও হয় জামাই আমির হোসেন ও তার কারখানার কর্মীরা। অন্যদিকে জামাই আমির হোসেনের অভিযোগ, স্ত্রীর আগে একটি বিবাহ হয়েছিল। সেখান থেকে টাকা নিয়ে ডিভোর্স হয়। বর্তমানে তার কাছেও টাকা, সোনা দাবি করতে থাকে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নাকি তিনি ডিভোর্সের মামলা করেছেন। আজ শ্বশুর আক্তার হোসেন ধারালো অস্ত্র ব্যাগে করে নিয়ে তার অফিসে ঢুকে তার উপর চড়াও হয়। দু পক্ষই তারকেশ্বর থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ের স্টেশন গুলিতে হাই-ভলিউম লো-স্পীড পাখাগুলি প্রচণ্ড গরমে স্বস্তি এনেছে

হাওড়া, ৪ এপ্রিলঃ প্রখর গ্রীষ্মের ঝলকানিতে পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া এবং শিয়ালদার মতো বেশ কয়েকটি স্টেশনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির হাই-ভলিউম লো-স্পীড পাখাগুলি স্থাপন এর ফলে যাত্রীরা খানিকটা স্বস্তি উপভোগ করে।তীব্র তাপ এবং আদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা এই এইচভিএলএস পাখা গুলি বিভিন্ন স্টেশনে স্থাপন করা হয়েছে যা যাত্রীদের শীতল এবং সতেজ পরিবেশ প্রদানের জন্য।

এই পাখা গুলি স্থাপনের ফলে তাপমাত্রা চার থেকে পাঁচ ডিগ্রি কমে। এর ফলে স্টেশনে অপেক্ষারত যাত্রীরা অনেকটা আরাম উপভোগ করেন।হাই-ভলিউম লো-স্পীড পাখাগুলি, শুধু যাত্রীদের আরামকে অগ্রাধিকার দেয় না বরং স্থায়িত্ব এবং শক্তির দক্ষতার প্রতি তার প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরে। ১.২ কিলোওয়াটের মোটর ক্ষমতা সহ, এই উচ্চ-কার্যকারিতা পাখাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে কম শক্তি খরচ করে যা ২০টি পুরানো ঐতিহ্যবাহী পাখার সমতুল্য। তদুপরি, তাদের কার্যকর প্রণালী নীরব, যা যাত্রীদের জন্য একটি শান্ত পরিবেশ তৈরি করে।হাওড়া ওল্ড স্টেশন কমপ্লেক্স এলাকায় বারোটি (১২) এবং সাতটি (৭) নিউ স্টেশন কমপ্লেক্স এলাকায়এইচভিএলএস পাখা বিদ্যমান। দুইটি (২) এইচভিএলএস পাখা তারকেশ্বর, বুকিং অফিস এলাকায় এবং একটি (১) বর্ধমান জং, স্লিপার ক্লাস ওয়েটিং হলে চালু আছে। পূর্ব রেলওয়ে হাওড়া ডিভিশনের এই বছর হাওড়া ওল্ড স্টেশন কমপ্লেক্স, এলাকায় আরও এগারোটি (১১) এইচভিএলএস পাখা স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এইচভিএলএস পাখা গুলির বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যে

১) বিস্তৃত এলাকায় বাতাসের অভিন্ন বন্টন, সর্বোচ্চ কভারেজ নিশ্চিত করে।

২) শব্দহীন অপারেশন এবং শূন্য রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সহ গিয়ারলেস প্রযুক্তি।

৩) সর্বোত্তম কর্মক্ষমতার জন্য নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সহ এক্সট্রুড এয়ারক্রাফ্ট-গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড ব্যবহৃত হয়েছে।

৪) সুইচড রিলাক্টেন্স মোটর স্থায়ী চুম্বক সিঙ্ক্রোনাস মোটর কম গতির উচ্চ টর্ক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

৫) নিরাপদ সিভিল স্ট্রাকচারে সুরক্ষিত ইনস্টলেশন, অতিরিক্ত স্থিতিশীলতার জন্য কম্পন-বিরোধী মাউন্টিং সহ।

৬) এই ইচভিএলএস পাখাগুলির প্রভাব নিছক শীতল হওয়ার বাইরেও প্রসারিত, কারণ তারা স্টেশনগুলির নান্দনিক বর্ধনেও অবদান রাখে। এবং যাত্রীদের জন্য আরও মনোরম পরিবেশ তৈরি করে তৎসম সামগ্রিক সুবিধা বাড়ায়।শ্রী কৌসিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক পূর্ব রেলওয়ে, তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, ‘‘ইচভিএলএস পাখাগুলি আমাদের যাত্রীদের জন্য একটি উচ্চতর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে জোরদার করে । এই ফ্যানগুলি শুধুমাত্র গরম থেকে স্বস্তি দেয় না, তারা আমাদের প্রদর্শনও করে। স্থায়িত্ব এবং উদ্ভাবনের প্রতি উৎসর্গ। তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইস্টার্ন রেলওয়ে সর্বদা যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি রাখে এবং আরাম, দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখে।

দাবিমতো চাঁদা না দেওয়ায় বাঁকড়ায় ব্যবসায়ীর উপর হামলার অভিযোগ, দোকানেও ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ এপ্রিল ঃ দাবিমতো চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর উপর হামলার অভিযোগ উঠলো হাওড়ার বাঁকড়ায়। বাঁকড়ার এক বেসরকারি মার্কেটের ওই বস্ত্র ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ, ব্যবসায়ীর উপর হামলার পাশাপাশি তাঁর দোকানেও ভাঙচুর হয়। মারধরে জখম হন দোকানে উপস্থিত থাকা ব্যবসায়ীর দুই ভাইও। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর বাঁকড়ার একটি ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এক হাজার টাকা চাঁদা দাবি করা হয় ব্যবসায়ী শেখ শানোয়ার আলির কাছ থেকে। এতো টাকা দিতে অস্বীকার করেন ওই ব্যবসায়ী। তারপরই চলে হুমকি।

হুমকির পর বুধবার দুদফায় হামলা চলে। আক্রান্ত ব্যবসায়ী জানান, মঙ্গলবার প্রথমে ৪-৫ জন মিলে চাঁদা তুলতে আসে। তখন ওরা আমার কাছে এক হাজার টাকা চাঁদা চায়। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করি। ১০০ টাকা দেওয়ার কথা বলি। তখন দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় তারা। এরপর চলে যায়। এরপর বুধবার দুপুর ৩টে নাগাদ যখন শুয়েছিলাম তখন প্রায় ৩০ জন এসে চাঁদার কথা বলে। পা ধরে টেনে নামিয়ে মারধর শুরু করে। প্রায় ১২ জনের মতো দুষ্কৃতি মারধর করে। এদের মধ্যে কয়েকজন পরিচিত। এরা এতদিন ব্যবসায়ী সমিতির কাছ থেকে টাকা নিত। এই বছরই টাকা নিতে এসে হুজ্জুতি করেছে। আমার সেজো ভাইকে মেরে নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেজো ভাই আটকাতে গেলে তাকেও মারে তারা। দফায় দফায় তারা আমাকে মারে। আমার সঙ্গে কোনও শত্রুতা নেই কারও। আমি এখানে ব্যবসা করছি। এই ব্যাপারে থানায় জেনারেল ডাইরি করা হয়েছে। এদিকে, ঘটনার তদন্তে নেমেছে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

পায়ে হেঁটে প্রচার বাম প্রার্থী সৃজনের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৪ এপ্রিল ঃ চৈত্রের তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই বৃহস্পতিবার বেলায় বারুইপুর পুর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের জয়নগর থানার ঢোষা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামপ্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য। এদিন পায়ে হেঁটে, পথচলতি মানুষের সাথে কথা বলে, দোকান বাজার ঘুরে ঘুরে প্রচার কাজ সারলেন সৃজন। এদিন প্রচারের মাঝেই সৃজন বলেন আমি পার্টটাইম পলিটিশিয়ান নই, প্যারাসুট প্রার্থী নই,সবসময় রাজনীতির সাথে যুক্ত। এটা করতে করতে একটু অভিনয়, একটু নাচতে গেলাম বা ইডি দপ্তরে ছুটে গেলাম এসব করার প্রয়োজন আমার পড়বে না বলে জানান সৃজন। সৃজন এও জানান বারুইপুর কে জেলা সদর করতে হবে, মানুষের একশো দিনের কাজের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১২৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ২২ চৈত্র, ১৪৩০

রাজনৈতিক দলের নববর্ষ

এবারে লোকসভার নির্বাচনের দলীয় ভোট বৃদ্ধি করতে নববর্ষ উৎসব পালন করা দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিক দলের নেতারা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ বরবরাই নববর্ষ দিবস পালন করে। তারা এদিন সকাল বেলায় কুচকাওয়াজ করে সমস্ত শাখা সদস্যদের নিয়ে। কলকাতায় এদিন বিরাট আরএসএসের শোভাযাত্রা দেখতে পাওয়া যায়। এবারে শাসক দলের পক্ষ থেকেও নববর্ষ দিবস পালন করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় দলীয় অফিসগুলোতে নববর্ষ দিবস পালন করার নির্দেশ আসতে শুরু করে দিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাম দলের নেতারাও এবারে নববর্ষ দিবস পালন করবে। বাংলার ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এদিন নববর্ষের শোভাযাত্রার বের করার ওপরে জোর দিয়েছে। বাংলার সংস্কৃতিকে আরও বেশি করে উজ্জ্বল করে তোলার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেসের নেতারা। তারাও এবারে ইফতার এর পাশাপাশি বাংলার নববর্ষ দিবস পালন করার দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করে দিয়েছে। এবারে বাম দলের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং নজরুল জয়ন্তী পালন করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। লোকসভার পরপরই বিধানসভার আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করার কথা শুরু করে দিয়েছে বাম কংগ্রেস জোট। লোকসভার ভোট পর্ব কেটে গেলেই বিধানসভার ভোটের দিকে তাকিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সিপিএম দলের নেত্রী মীনাক্ষীও এ ব্যাপারে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন। এদিকে বিজেপি দলও এবারে রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং নজরুল জয়ন্তী পালন করবে। নজরুল তো শুধু মুসলিম ছিলেন না তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক কবি। তাঁর কবিতা এবং গানের মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্মের জাগরণের বার্তা শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর কবিতা এবং গান শুনে বহু রক্ষণশীল মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কবিকে এক সময়ে ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল মৌলবিরা। কিন্তু তা করতে ভয় পেয়েছিল। কারণ শিক্ষিত মুসলিমরা সবাই নজরুলের পক্ষে ছিল। তার ফলে রক্ষণশীল মুসলিমরা আর সাহস করে কবি নজরুলকে বহিষ্কার করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের বহু গান বাংলাদেশে গাওয়া হয় না। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ সেই সব কবিতা বা গানে হিন্দু দেবীদেবীর কথা থেকে শুরু করে মন্দির শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার পলে সেই সব কবিতা এবং গান বাংলাদেশে বর্জন করা হয়েছে। যদিও রবীন্দ্রনাথের গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। রাজনৈতিক দলের নেতারা এ হিন্দু মুসলিম ঐক্য চাইছে। যে সব মুসলিম বিশ্বাসী যাতে ভারতে বসবাস করতে পারে তার জন্য সংবিধান রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারে আরএসএস এর নববর্ষ পালনের সঙ্গে রাম ভজনা যোগ দেবে। রাম নামকে গ্রহণ করতে বিজেপি এবারে নতুন বর্ষ পালন করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানকে সমানে রেখে এবারে শাসক দলের সদস্যরা নববর্ষ দিবস পালন করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাম দলের নেতারা বাংলা ভাষা এবং বাংলা সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নববর্ষ উৎসব পালন করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। লোকসভার ভোটের সময়ে জনগণের সংস্পর্শে আসার সুযোগ সব রাজনৈতিক দলের নেতারা গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। নববর্ষ উৎসব পালন করা মধ্যে দিয়ে। কংগ্রেস দলও এবারে নববর্ষ উৎসব পালন করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও নববর্ষ উৎসব পালনে অংশ গ্রহণ করবে। নববর্ষ উৎসব হচ্ছে বাংলার প্রাণের উৎসব। বাংলার রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে নববর্ষ উৎসব। যতদিন বাংলা এবং বাঙালিরা থাকবে ততদিন বাংলার নববর্ষ দিবস জীবিত হয়ে থাকবে। নববর্ষ উৎসব হচ্ছে বাংলার প্রাণের উৎসব।

জঙ্গি রাষ্ট্রই কি পাকিস্তান?

ভারতের গুপ্তচর সংস্থা 'র' জানতো যে পাকিস্তানে লাদেন ও দাউদের অবস্থান। সেকথা ভারতের পক্ষ থেকে বারবার পাকিস্তানকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান তখন পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করতো। লাদেন যে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে রয়েছে সেটা যেমন আমেরিকার সিআইএ জানতো, ঠিক তেমনি ভারতের গুপ্তচর সংস্থা 'র' পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। আমেরিকার বহু বার পাকিস্তানকে বলেছিল লাদেন কোথায় রয়েছে তা জানাক। কিন্তু পাকিস্তান সেই সময়ে লাদেনের অবস্থান পাকিস্তানে নেই তা জানাতে কসুর করেনি। কিন্তু আমেরিকা পাকিস্তানের কথাকে বিশ্বাস না করে ক্রমাগত তারা তল্লাশির কাজ চালিয়ে গিয়েছিল লাদেন কোথায় আছে। পরে আমেরিকার যখন লাদেনের খোঁজ পেয়ে তাকে নিহত করে আমেরিকার নিয়ে গেল তখন পাকিস্তান কোনও কথা বলতে পারেনি। বহু অনুসন্ধান করে লাদেনের খোঁজ পেয়েছিল আমেরিকা। পাকিস্তান জানতো যে আমেরিকার সারা বিশ্ব জুড়ে লাদেনের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে লাদেনকে এমন একটি স্থানে রাখা হয়েছিল তা ছিল জনবসতি থেকে বহু দূরে। সেখানে কোনও লোকের বসবাস আশপাশে ছিল না। একটি নির্জন জনবসতিহীন এলাকায় লাদেনকে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই লাদেনের থাকার পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করতো। তাদের তত্ত্বাবধানে লাদেনের থাকার আস্তানা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকা তাদের গুপ্তচর উপগ্রহ মারফৎ এবং গুপ্তচর বিমান মারফৎ পাকিস্তানে আইএসআইয়ের বহু কর্তাদের ওপরে নজর রাখতে গিয়ে ছবিতে ধরা পড়ে যায় লাদেন কোথায় রয়েছে। যেভাবে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা ঘেঁষা আবোত্তাবাদে একটি নির্জন বাড়িতে লাদেন বসবাস করছিল। কিন্তু পাক প্রশাসন জঙ্গিদের দমন করতে পারছিল না।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, আলস হয়ে ঘরে বসে থাকলে একেবারে চলবে না। সব সময়ে কাজ করতে হবে। কাজই জীবনকে রক্ষা করবে। জীবনকে আগে রক্ষা করতে হবে। তাহলে দেশ রক্ষা পাবে। শরীর স্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে হবে। মা কাছ থেকে শক্তি চাইতে হবে। মা শক্তি দিলে সেই শক্তি দিয়ে সৎ কাজ করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। সৃষ্টি রহস্য এখানেই লুকিয়ে রয়েছে। কেউ ইচ্ছা করলে অমর হয় না। কেউ ইচ্ছা করলে বেশি দিন বেঁচে না। যার যতদিন পৃথিবীতে থাকার অধিকার সে ততদিন থাকতে পারে। তারপর তাকে একদিন চলে যেতে হবে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, মাতার মুক্তি কামনা করতে হবে। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার কুসংস্কারের গতি রোধ করা সম্ভব। শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে কোনও সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না। শক্তি ধারনের কথা বলতে হবে। মনের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তির কথা ভাবতে হবে। তিনি বলতেন, জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। বুদ্ধির শক্তি বৃদ্ধি করলেই চলবে না। সবার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপার লক্ষ্য ছিল শক্তিশালী মানুষ গড়ে তোলা। মায়ে ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। নারী শিক্ষার ওপরে তিনি ন জর দিয়েছিলেন। নারী জাগরণের কথা বলতেন। নারীর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করতে হবে। মানুষকে জাগরিত করতে হবে। এখন ঘুমানোর সময় নয়। মাথা উঁচু করে থাকার সময়।

দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কথামৃত'

রবীন্দ্র কুমার শীল

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব-এর কথামৃত গ্রন্থে মা ভবতারিণীর মহাত্ম্য ব্যাখ্যা করা রয়েছে। সেখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বারবার মা ভবতারিণীর নাম স্মরণ করতে বলেছেন। পুজো অচর্না নয়। কেবল মায়ের নাম গান করে সাধনা করলেই মায়ের দেখা পাওয়া সম্ভব ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা। তিনি শক্তি দেওয়ার মূল সূত্র। তিনি শক্তি না দিলে কেউই শক্তি পেতে পারেন না। মা হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি সর্বশক্তিদায়িনী। তাঁর দেওয়া শক্তি দিয়ে জগতে যে কোনও ব্যক্তিকে পরাস্ত করা সম্ভব। মা'ই মনের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে। তিনি হচ্ছেন শক্তি রূপিনী জগৎ ধাত্রী। জগত ধারিনী জগদ্ধাত্রী। তিনি জগতকে ধারন করে থাকেন। ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধে আচরণ করতে থাকে। যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত। মা তাঁর শক্তি দিয়ে সন্তানদের জীবনকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা করেন। আসলে মায়ের শক্তিই হচ্ছে পরম শক্তি। এই শক্তির কোনও ক্ষয় নেই। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত নির্ভর করে রয়েছে মাতৃশক্তি বন্দনায়। মাতৃশক্তির স্বরূপকে বুঝতে হবে এবং মনে ধারন করতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। জ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে

কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন চক্ষু দানকারী। তিনি চোখ দিয়ে জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন ভারত এত শক্তিশালী। তিনি সব কিছু সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার আগে মা সারদাকে পুজো করতেন ঠাকুর। তিনি মা সারদাকে দেবী বলে মনে করতেন। সাক্ষাৎ জগত জননী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। পরে স্বামী বিবেকানন্দ তা গ্রহণ করেন। গীতা বলেছে, শুধু শুধু ধর্ম করলে হবে না। মানুষের সেবা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষিত করতে হবে। জাগ্রত করতে হবে। তবে পরিশ্রম পড়ে কোনও কিছু হবে না। গরিবদের সেবা করতে হবে। তাদেরকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার তৈরি করে দিতে হবে। পুজো অর্চনা কররে কোনও সময়ে দেশ সোজা হয়ে দাঁড়ায় না। দেশকে সঠিক পথ ধরে নিয়ে যেতে গেলে কাজ করতে হবে। পরিশ্রম করতে হবে। র্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটা ঠাকুরের শিক্ষা। সেবা করা ঠাকুর প্রধান মন্ত্র। মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়েপারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। ভগবত গীতায় সব কিছু পরিস্কার করে লেখা রয়েছে। যিনি গীতা পাঠ করেন তিনি সব কিছুই অনুভব করতে পারেন। গীতা হচ্ছে মানসিক শক্তি মন্ত্র। আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা ভবতারিনীই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা ভবতারিণী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। আদ্যাশক্তির বলেও চলাফেরা করা সম্ভব। সেই আদ্যাশক্তি দিয়েই মানুষ চলাফেরা করে। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। আদ্যাশক্তি বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। আদ্যামা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। আদ্যামা স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, ভয় কি আমি আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। স্বামী বিবেকানন্দ পেরেছিলেন শিকাগো গিয়ে ভারতীয় শক্তির পরিচয় দিতে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নাম তিনি স্মরণ করতেন। গীতা বলছে, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে।

সভ্যতাকে ধ্বংস করছে পরমাণু শক্তির ব্যবহার

বিশেষ প্রতিবেদন

স্বর্ণযুগে একজন দার্শনিক ছিলেন গ্রিসে। তার নাম লিউসিপ্পাস। তিনি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেন, কোনো বস্তুকে ইচ্ছামতো একের পর এক ভাঙা যাবে না। ভাঙতে ভাঙতে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছবে, তখন আর বস্তুটিকে শত চেষ্টা করলেও সম্ভব নয় ভাঙা। বস্তুটি পৌঁছবে একটা ক্ষুদ্রতম আকারে। কিন্তু সেই ক্ষুদ্রতম আকারের নাম-ধাম, বৈশিষ্ট্য কেমন হবে এ কথা বলে যান নি লিউসিপ্পাস। পরমাণুতত্ত্বের সবচেয়ে আলোচিত প্রবক্তা ডেমোক্রিটাস। লিউসিপ্পাসের ছাত্র। ডেমোক্রিটাস বস্তুর ক্ষুদ্রতম অবস্থার নাম দিলেন, 'অ্যাটোম'। অ্যাটোম শব্দের অর্থ অবিভাজ্য। বাংলায় আমরা যাকে বলি 'পরমাণু'। লিউসিপ্পাসের মতো ডেমোক্রিটাসের পরমাণুকেও আধুনিক পরমাণুর সাথে মেলানো যাবে না। কিন্তু ডেমোক্রিটাসের সাফল্যটা অন্য জায়গায়। তিনি বস্তুর ক্ষুদ্রতম কণার যে নামটা দিয়েছিলেন। আড়াই হাজার বছর পরেও সেই 'অ্যাটোম' নামটা বহাল তবিয়তে রয়েছে বিজ্ঞানের রাজ্যে। ডেমোক্রিটাসের জীবদ্দশায়ই জন্ম সর্বকালের অন্যতম সেরা দার্শনিক অ্যারিস্টোটলের। সব কিছুতেই তিনি পাণ্ডিত্যের বহর দেখিয়েছেন। সমাজে ব্যাপক প্রভাব ছিল তাঁর। তাঁর কথাকে অমর বাণী মনে করত গ্রিকবাসী। পরবর্তীকালে অনেক ধর্মগ্রন্থেই অ্যারিস্টোটলের মতের প্রতিফলন দেখা গেছে। দার্শনিক হিসেবে যত দূরদর্শীই হোন অ্যারিস্টোটল, বিজ্ঞানবক্তা হিসেবে তাঁর ব্যর্থতা অনেক। ডেমোক্রিটাসের পরমাণুতত্ত্ব মানতে পারেননি অ্যারিস্টোটল। তিনি ভাবতেন, বস্তুকে ইচ্ছামতো একের পর এক ভাঙা যায়। সেই মত তিনি প্রকাশ্যে প্রচারও করেন। তাঁর কথা ধর্মের

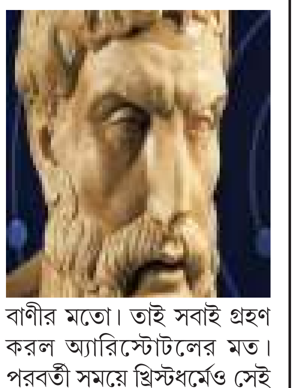

বাণীর মতো। তাই সবাই গ্রহণ করল অ্যারিস্টোটলের মত। পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টধর্মেও সেই মতের প্রতিফলন দেখা যায়। তবে ডেমোক্রিটাসকে সবাই কিন্তু উড়িয়ে দেননি। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের দার্শনিক ছিলেন এপিকারুস। ছিলেন তিনি শিক্ষকও। এপিকারুস পরমাণুবাদকে গ্রহণ করেছিলেন পরম মমতায়। তাঁর পড়ানোর বিষয়গুলোতে যুক্ত করেন পরমাণুবাদ। পরমাণুবাদের ওপর ভিত্তি করে তিনি বেশ কিছু পাঠ্য বইও লেখেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবির্ভাব ঘটে লুক্রেটিয়াস নামে আরেক কবি ও দার্শনিকের। রোমান ছিলেন তিনি। তিনি এপিকারুস দর্শনে অনুপ্রাণিত হন। একটি দীর্ঘ কবিতায় এপিকারুসের পরমাণুবাদ তুলে ধরেন তিনি। এরপর আবার পরমাণুবাদের অন্ধকার যুগের শুরু। খ্রিস্টধর্মের প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। সমাজে শক্তিশালী জায়গা করে নেয় অ্যারিস্টোটলের দর্শন। মধ্যযুগ। পোপ ও পাদ্রিদের ব্যাপক দাপট তখন। সেই দাপটের কাছে তুচ্ছ ইউরোপীয় সম্রাটরাও। তাইতো পোপ আর শিষ্যরা বিজ্ঞান চর্চার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হতে পেরেছিল। মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল হাইপেশিয়া, ব্রুনোকে। গ্যালিলিওকে দেওয়া হয়েছিল কঠিন সাজা। অ্যারিস্টোটল পরমাণু ধারণা মানতে পারেননি। ধর্মও সেটা মানবে কেন? খ্রিস্ট ধর্মে তাই পরমাণুর কথাও বলা পাপ। তখন লুক্রেটিয়াসের লেখা বইটিকে নাস্তিকতার অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হয়।

আদি রাঢ় বঙ্গে গুহ্যকালীর আদি রূপ কি গঙ্গারিডিতে পূজিত হতো? অনুসন্ধানেরত

বিশেষ প্রতিনিধি

গঙ্গারিডি যুগে বাংলায় কালী সাধনার ধারা প্রবল ছিল; আগেই বলেছি। আজকের কলকাতা ছিল সেকালের কালীগ্রাম। তাই কালী সাধনা অবশ্যই হতো। তাহলে বিশেষ করে গুহ্যকালীর প্রসঙ্গ কেন? কারণ মা গুহ্যকালীর সাধনার ইতিহাস সেই দিকে ইঙ্গিত করে। মহারাজ নন্দকুমার মা গুহ্যকালীর যে মূর্তি ওয়ারেন হেস্টিংসের নজর এড়িয়ে কাশীরাজ চৈৎ সিংহের প্রাসাদ থেকে এনে বীরভূমের আকালিপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী সেই মা গুহ্যকালী ছিলেন মহাভারতের যুগের মগধরাজ জরাসন্ধের ইষ্টদেবী। বঙ্গবগধচের জনপদ পক্ষীমাতৃকার উপাসক ছিল। বৈদিক পরিমণ্ডলে ব্রাত্য ছিল। পক্ষীমাতৃকার উপাসনার আদি নিদর্শন হরপ্পার পরেই যেখানে আমরা পাই, সে হল বাংলায় বীরভূম বর্ধমানের সংযোগস্থলে অজয়ের তীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবি। মহাভারতের যুগ ঠিক কতকাল আগে সে নিয়ে কোনো বিতর্কে যাব না। তবে জরাসন্ধের গুহ্যকালী সাধনাকে তন্ত্রের আদিপর্বের সাথে যুক্ত করা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু সমস্যা হল মহারাজ নন্দকুমার মা গুহ্যকালীর যে বিগ্রহ নিয়ে আসেন, যার জন্য আকালিপুর আজও আপামর বাঙালির তীর্থভূমি। সেই মূর্তি অত প্রাচীন নয়। আদিযুগের মাতৃকার মূর্তিশৈলী বুঝতে হলে হরপ্পার ও পাণ্ডুরাজার ঢিবির মাতৃমূর্তিগুলি দেখা আবশ্যক। মূর্তির হস্ত সেযুগে পূর্ণাঙ্গ হত না, স্কন্ধ থেকে দুদিকে সামান্য প্রসারিত, অর্থাৎ যাকে বলে schematic হত। সুগোল মুখমণ্ডলের দুদিকে চক্ষুদ্বয় সুবিশাল হত। কলেবর প্রায়ই কোমরে শেষ। আজকের জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার মুর্তিশৈলী, টেপা টেপি, দীপাবলি পুতুল, দশহরা পুতুল হরপ্পা সভ্যতার সেই আদি টেরাকোটা মূর্তিশৈলীর উত্তরাধিকার বহন করে। এবং কালীঘাটের মা কালীর বিগ্রহও এই শৈলীতেই নির্মিত। কিন্তু আজকের গুহ্যকালী বিগ্রহের শিল্পরীতি অনেক পরিণত; বড়োই নয়নাভিরাম। এ রীতি পাল সেনযুগের অনেক পরবর্তী; মধ্যযুগের সন্দেহ নেই। সম্ভবত গুহ্যকালীর সাধনার একটি পরম্পরা সুপ্রাচীন বৃহৎ বঙ্গে ছিল। জনৈক মগধরাজের তাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও ছিল। আজকের আকালিপুরের মা গুহ্যকালীর বর্তমান রূপ সেই পরম্পরাতেই বহুকাল পরে নির্মিত হয়েছে। মা তাই তাঁর আদি ঐতিহ্যের জনশ্রুতি আজও ধারণ করে আছেন। সে তো হল। কিন্তু গঙ্গারিডিতে গুহ্যকালীর সাধনার সূত্র কোথায়? তার জন্য আগে তন্ত্রে দেবী গুহ্যকালীর যে বিবরণ দেওয়া আছে সেটা দেখতে হবে। গুহ্যকালীর গাত্রবর্ণ গাঢ় মেঘের ন্যায়। তিনি লোলজিহ্বা ও দ্বিভূজা। গলায় পঞ্চাশটি নরমুণ্ডের মালা; কটিতে ক্ষুদ্র কৃষ্ণবস্ত্র। স্কন্ধে নাগযজ্ঞোপবীত। মস্তকে জটা ও অর্ধচন্দ্র। কর্ণে শবদেহরূপী অলংকার। হাস্যযুক্তা, চতুর্দিকে নাগফণা দ্বারা বেষ্টিতা ও নাগাসনে উপবিষ্টা। বামকঙ্কণে তক্ষক সর্পরাজ ও দক্ষিণকঙ্কণে অনন্ত নাগরাজ। বামে বৎসরূপী শিব। তিনি নবরত্নভূষিতা। নারদাদিঋষিগণ তাঁর সেবা করেন। তিনি অট্টহাস্যকারিণী, মহাভীমা ও সাধকের অভিষ্ট ফলপ্রদায়িনী। তিনি নিয়মিত শবমাংস ভক্ষণে অভ্যস্তা। স্পষ্টতই এই রূপে তন্ত্রের আদিপর্বের ছায়াসম্পাত ঘটেছে। এখানে শিব মাতৃকার পুত্রবৎ। আবার আকালিপুরের মূর্তিতে শিব একেবারেই অনুপস্থিত। মাতৃকা একাই সর্বেশ্বরী। আদি সাঙ্খ্য ও আদি তন্ত্রের প্রকৃতির মতো। কাজেই অনুমান করা যায় একটি অতি প্রাচীন মূর্তিকল্প থেকেই এই বিগ্রহটি পরবর্তী যুগে নির্মিত। শশাঙ্ক পূর্বযুগে শিবের সঙ্গে শক্তির পতি পত্নীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি আমরা জানি, আগে অনেকবার লিখেছি। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থেও শিবের সঙ্গে শক্তির কোনও বিশেষ সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে গুহ্যকালীর মধ্যে সর্পমাতৃকার নিবিড় সংযোগ আছে। সর্পমাতৃকা উপাসনার প্রাচীন প্রথা উপমহাদেশে হরপ্পা সভ্যতা থেকে মহাভারত যুগে অনবরত চলেছে, চন্দ্রকেতুগড় গঙ্গারিডাই সভ্যতায় সর্পমাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে। পালযুগে সমস্ত প্রতিমার মধ্যে সবথেকে বেশি যে মূর্তি পাওয়া যায়, তা হল মনসা বা সর্পমাতৃকা। এছাড়া সর্পতন্ত্রের দেহতত্ত্বের সাথে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। তন্ত্রে আদিমাতৃকা কুণ্ডলিনীকে ভুজঙ্গিনী রূপে ধ্যান করা হয়। মাতৃকা সেই সর্পরূপ অঙ্গে ধারণ করেন। সুতরাং গুহ্যকালীর মধ্যে সর্পমাতৃকা ও কালরূপা কালীর একীভবন ঘটেছে। আর এই সূত্রেই আমরা গঙ্গারিডির এক বিশেষ মাতৃমূর্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত এই মূর্তিতে মাতৃকার মাথায় নাগছত্র। হাতে একটি চক্রাকার মণ্ডল। ভয়ঙ্করী অথচ অভয়া মাতৃকার একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক দিক হল তাঁর সাথে কালচক্রের ধারণার সংযুক্তি। কাল আমাদের সভ্যতায় চক্ররূপে ধ্যেয় এবং উপাস্য। আমাদের দর্শনে সময় বা কাল একরৈখিক একমুখী নয়। আমাদের চক্রাকার কালের ধারণা বৈপ্লবিক। রেভলিউশন বা আবর্তন ঘটে আমাদের কালের ধারণায়। প্রকৃতিমাতৃকা সেই কালচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনিই ভবচক্রে নিপীড়িত জীবগণকে কৈবল্যদান করেন। চণ্ডীতে মহাদেবী সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি কলা কাষ্ঠা ইত্যাদির (সময়ের প্রাচীন একক) রূপে পরিণাম প্রদান করেন। আজও কুমারী পূজার সময় এক থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত কুমারীর ক্রমান্বয়ে বিকাশের প্রতীক হিসাবে মাতৃকার ষোলোটি রূপের পূজাকে কালপূজা বলা হয়। তন্ত্র অনুযায়ী কালের সংহার করেন বলেই মাতৃকা কালী নামে পরিচিত। সেই কালচক্রের দ্যোতক মাতৃকার চক্রচিহ্ন যা পরে বৈষ্ণব ধর্মের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। চক্র মাতৃকার বিমূর্ত বা aniconic প্রতীক। তন্ত্রাশ্রয়ী হরপ্পা সভ্যতায় প্রচুর রিং স্টোন পাওয়া গেছে, সেগুলি মাতৃধর্মের দ্যোতক। চন্দ্রকেতুগড় গঙ্গারিডাই সভ্যতায় রাসচক্রমণ্ডল পাওয়া গেছে। আমাদের আলোচ্য মাতৃকার হাতের ঐ চক্রাকার মণ্ডল গঙ্গারিডিরই রাসমণ্ডলের সমতুল্য অন্যান্য মণ্ডলের সাথে হুবহু মিলে যায়। তাই কালচক্রের দ্যোতক এই চক্রধারিণী মাতৃকাকে স্বভাবতই কালীর আদিরূপের সাথে যুক্ত করা চলে। অন্যদিকে এই মাতৃকার মাথায় নাগছত্র সর্পমাতৃকার প্রতীক। ঠিক আজকের গুহ্যকালীর মতোই কালরূপা কালী ও নাগমাতা এখানে একাকার। জরাসন্ধের উপাসনার কাহিনীতে যদি তন্ত্রের আদিপর্বের ইঙ্গিত নিহিত থাকে; তবে গঙ্গারিডির এই মাতৃকাকে মা গুহ্যকালীর সাথে যুক্ত করা চলে। মাতৃকার উপাসনা বাঙালির ধর্মভাবনার প্রাচীনতম প্রবাহ। বহুরূপে মা আছেন আমাদের জাতীয় জীবনে।

লোকসভা নির্বাচনের জোরদার রণকৌশল তৈরি করতেই বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলির সঙ্গে দিনভর মতামত বিনিময় জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ এপ্রিল : লোকসভা নির্বাচনের জোরদার রণকৌশল তৈরি করতেই দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলির সঙ্গে দিনভর মতামত বিনিময় করলো জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের দুই প্রার্থীর উপস্থিতিতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই দিনভর চলে এই ম্যারাথন বৈঠক। যেখানে তৃণমূলের মহিলা সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, যুব সংগঠন, সংখ্যালঘু সংগঠন, ছাত্র সংগঠন এরকম একাধিক সংগঠনগুলিকে নিয়েই ধাপে ধাপে এই দীর্ঘমেয়াদী আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিন মালদা টাউন হলে দলের নির্বাচনী বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি, শাহনাওয়াজ আলি রায়হান, দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, অপর বিধায়ক সমর মুখার্জি, তৃণমূলের জেলার মহিলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তথা দলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার প্রমুখ। এদিন দলীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে তৃণমূলের প্রতিটি শাখা সংগঠনের সঙ্গে ধাপে ধাপে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘন্টা ধরে নির্বাচনী সভা এবং মতামত বিনিময় করা হয়। এদিন প্রথমেই তৃণমূলের মহিলা শাখা সংগঠনের কর্মীদের উপস্থিতিতেই শুরু হয় নির্বাচনী আলোচনা সভা। এরপর তৃণমূলের যুব সংগঠন, পরবর্তীতে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি, সংখ্যালঘু সংগঠন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে দিনভর চলে এই নির্বাচনী আলোচনা সভা। এই সভায় মূলত মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেই ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। এদিন তৃণমূলের মহিলা শাখা সংগঠনের জেলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার বলেন, মহিলাদের প্রচারের ক্ষেত্রে সঠিক রণকৌশল তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলায় অন্তত ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ মহিলা মহিলা ভোটার রয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলারা প্রতিটি বুথ স্তরে গিয়ে নির্বাচনী প্রচার করবে। পাড়ায় পাড়ায় ১০ থেকে ১২ টি পরিবারের মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নির্বাচনী আলোচনা করা হবে। যদিও এখন রমজান মাস চলছে। ঈদ পেরলে প্রতিটি বুথ স্তরে ১০ থেকে ১৫ জনের মহিলা কমিটি তৈরি করে এই নির্বাচনী প্রচার শুরু করা হবে। দিনে অন্তত দুই ঘন্টা করে মহিলারা নির্বাচনী প্রচারে সময় দিবেন। সেখানেই লক্ষী ভান্ডার থেকে শুরু করে মহিলাদের নানান সমস্যার কথা আমরা ভোটারদের সঙ্গে মতামত বিনিময় করবো। এদিন এই বৈঠক প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, দলের দুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীকে নিয়েই এদিন তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের উপস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদী বৈঠক হয়েছে। শুক্রবারও আরো কয়েকটি পর্যায়ে বৈঠক করা হবে। জেলায় তৃণমূল দলের যে বিভিন্ন শাখা সংগঠনগুলি রয়েছে সেগুলি কিভাবে কাজ করবে, সেই ক্ষেত্রেই দুই প্রার্থীর উপস্থিতিতেই এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শাখা সংগঠনিকগুলির নেতৃত্বে যারা রয়েছেন, এদিন তাদের সঙ্গে দলের দুই প্রার্থীর মতামত বিনিময় করা হয়। আমাদের লক্ষ্য এখন বিপুল ভোটে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের জয়ী করানো।

অধিক রাতে ডিজে চলার প্রতিবাদে মার খেলেন শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল : অনুষ্ঠান বাড়িতে অধিক রাতে ডিজে চলার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মার খেতে হল এক শিক্ষককে। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি। জানা গেছে, গতকাল রাতে শিলিগুড়ির পঞ্চানন রোডে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে রাত বারোটার পরও ডিজে চলছিলো। সেই ডিজে বন্ধ করতে যান এলাকারই শিক্ষক অভিজিত সরকার। সেইসময় অনুষ্ঠান বাড়ির লোকেরা তার উপর হামলা করে বলে অভিযোগ। এরপর বাড়ির লোকেরা তাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিজিতবাবুর পরিবার।

মোহন শর্মা কাকে সমর্থন করছে এটাই বর্তমানে ডুয়ার্সের রাজনীতিতে বড় প্রশ্ন!

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ এপ্রিল : তার কাছে সবাই এসেছে কিন্তু তিনি এখন ও কাউকে সমর্থন করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেননি সে হচ্ছে ডুয়ার্সের অন্যতম হেভিওয়েট নেতা মোহন শর্মা। কেননা তিনি যার বিধানসভা ভোটের পূর্বে সরকারি নয়াটি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে এবং তৃণমূল ছেড়ে অমিত সাহ হাত ধরে বিজেপি ঝাণ্ডা নিয়েছিলেন। বর্তমানে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে ভোট প্রচারে নামেন। কিন্তু বিধানসভা ভোটের পড়ে তাকে আর সক্রিয় রাজনীতিতে নামতে দেখা যায়নি। যদিও মাঝে একাধিক নেতা ও মন্ত্রী তার সাথে যোগাযোগ করতে এসেছিল। এবারও লোকসভা ভোট ঘোষণা হতেই তৃণমূল ও বিজেপি দুই প্রার্থী তার সাথে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু মোহন শর্মা কাকে সমর্থন করছে এটাই বর্তমানে ডুয়ার্সের রাজনীতিতে বড় প্রশ্ন। কেন না ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষত চা বলয়ে মোহন শর্মার অনেক অনুগামী আছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মোহন শর্মা স্পষ্ট জানান লোকসভা নির্বাচন পড়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে নামছেন। আর এখন অবধি কোনো সিদ্ধান্ত নেননি কোথায় সমর্থন করবেন তার সমর্থকের সাথে কথা বলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানালেন।

বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে প্রচার অভিযান

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৪ এপ্রিল : বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের সমর্থনে পূর্বস্থলী দু'নম্বর ব্লকের শিবতলা বাজার এলাকা থেকে পারুলিয়া বাজার হয়ে বরগাছি পর্যন্ত একটি প্রচার অভিযান অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। এদিনের এই প্রচার অভিযানে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন এলাকায় থাকা গঙ্গাভাঙ্গন রোধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন যদি এমপি হন তিনি এমনি জানালেন। একই সাথে তার বিরুদ্ধে এদিন বিভিন্ন এলাকায় বহিরাগত প্রার্থীকে মানছি না মানবো না এমন পোস্টার পরে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই পোস্টার যারা বিজেপিরা মারতে পারে না। পাশাপাশি নিজের ফোর পাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন আমি ফোর পাস হতে পারি, তবে জনগণের কাছে ভালোবাসার পাস থাকতে পারি এটাই চাই। এ প্রসঙ্গে পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় তিনি বলেন পোস্টার মারার ওই কান্ড বিজেপির বিক্ষুব্ধরাই করেছে।

শিক্ষকদের নিরাপত্তার দাবিতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল : শিক্ষকদের নিরাপত্তার দাবিতে জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন। ABTA ও ABPTA, জলপাইগুড়ি জেলা শাখার পক্ষ থেকে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও জেলা শাসকের কাছে ভোটকর্মী হিসেবে যে সকল শিক্ষক - শিক্ষিকা - শিক্ষাকর্মী আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নিযুক্ত হযেছেন, তাঁদের উপযুক্ত নিরাপত্তা সহ নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয় বৃহস্পতিবার। এইদিন সকালে এবিটিএ ও এবিপিটি এর শিক্ষক সংগঠনের সদস্যরা জেলা প্রশাসনের কাছে দ্বারস্ত হন। মূলতঃ এই বিষয়ে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন ভোট কর্মী হিসেবে আমরা ভোটকেন্দ্রে যাই কিন্তু আমাদের সঠিক নিরাপত্তা থাকে না। তাই নিরাপত্তার দাবিতে আজকের এই কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন এবিটিএর জেলা সম্পাদক প্রসেনজিত সাহা সহ অন্যান্য শিক্ষকরা।

নিখোঁজ শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, পোস্টার ঘিরে শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল : ইংলিশবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী নিখোঁজ। নিখোঁজ ও সন্ধান চাই এমনই পোস্টার ঘিরে শোরগোল মালদায়। এদিন সকালে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড় মালদা হসপিটাল গেট সহ একাধিক জায়গায় শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী নিখোঁজ এই পোস্টার সামনে আসে। সেখানে ইংলিশ বাজারের বিজেপি বিধায়ক তথা দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর ছবি দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে বিধায়ক কে দেখেছেন ? কোন সহৃদয়বান ব্যক্তি সন্ধান পাইলে মালদার জনগণের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে। তবে কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে কোথা থেকে এল তা এখনো জানা যায়নি।

বাম-কংগ্রেসের যৌথ প্রচার কৃষ্ণনগরে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ এপ্রিল : নদীয়া জেলায় দুটি লোকসভা কেন্দ্র, একটি রানাঘাট ও অপরটি কৃষ্ণনগর। আর এই দুই কেন্দ্রেই কংগ্রেসের তরফে দেয়নি কোন প্রার্থী। প্রার্থী দিয়েছে সিপিআইএম। আর দলিয়ভাবে নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট প্রচার শুরু করেছেন কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআইএম প্রার্থী এস এম সাদি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কংগ্রেস কর্মী সমর্থক এবং সিপিআইএম কর্মী সমর্থকদের একত্রিত ভাবে প্রচার শুরু করেন এস এম সাদি। এদিন কৃষ্ণনগর ঘূর্ণিবাজার এলাকায় ভোট প্রচার শুরু করেন তিনি। এদিনের এই প্রচার কে কেন্দ্র করে প্রার্থীর সাথে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অসীম সাহা সহ একাধিক কংগ্রেস কর্মী সমর্থকেরা এবং সিপিআইএম কর্মী সমর্থকেরা। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন এস এম সাদি। তিনি জানান, তৃণমূল দলটাই একটি দুর্নীতিগ্রস্ত দল তাই এবারের ভোটে আর তৃণমূল নয় কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সিপিআইএম বিপুল ভোটে জয়ী হবে অপরদিকে মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে ইডির কেস করা প্রসঙ্গে নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অসীম সাহা জানান ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ স্থান পার্লামেন্টে একজন সাংসদ যখন স্ক্যামে জড়িয়ে যান সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক ভারতবাসীর কাছে যদিও এদিনের এই প্রচার অভিযানকে ঘিরে তৃণমূল এবং বিজেপিকে উৎখাত করার ডাকও দেন কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দুপক্ষই। রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে যেমন একটা বড় অংশ রয়েছে মতুয়া ভোট ব্যাংক, তেমনি কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক এলাকায় রয়েছে সংখ্যালঘু ভোট, আর সিপিএমের তরফে প্রার্থীও করেছে এস এম সাদি কে, জনতার রায়ে জয়ের মুকুট কার মাথায় ওঠে সেটাই দেখা এখন সময়ের অপেক্ষা।

ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনে বোতল ক্রাশার মেশিন বসানো হল

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : মেট্রো রেলওয়ে তার সূচনা থেকেই মেট্রো চত্বরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। স্টেশন, ট্রেন ইত্যাদিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন ড্রাইভ বাড়ানোর জন্য

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ ফোকাস দেওয়া হচ্ছে। নতুন মেট্রো করিডোর খোলার সাথে এবং মেট্রো প্রাঙ্গনে ক্রমবর্ধমান জনসমাগম সহ, এই ড্রাইভগুলির লক্ষ্য যাত্রীদের সহযোগিতা এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি করা। এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে, গতকাল অর্থাৎ ০৩.০৪.২০২৪ তারিখে ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনে অমর কলকাতা মেট্রো ব্যবহারকারীদের পরিষেবার জন্য একটি বোতল ক্রাশার মেশিন উৎসর্গ করা হয়েছে। শ্রী কৌশিক মিত্র, মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রীমতীর উপস্থিতিতে মেট্রো চত্বরকে প্লাস্টিক বর্জ্যমুক্ত করার জন্য এই মেশিনটি উৎসর্গ করেছেন। সরিতা দাগা, জাতীয় চেয়ারপার্সন, অল ইন্ডিয়া তেরাপন্থ মহিলা মন্ডল। এই কর্মসূচীতে, মেট্রো কর্মকর্তা ও কর্মীরা মেট্রো চত্বরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যটি পূরণ করতে মেট্রো ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন।

প্রচারে খিচুড়ি রাঁধলেন সৌমিত্র! ঢাক বাজালেন সুজাতা, অসুর বধে হাতে তুললেন ত্রিশূল

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল : তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি জেলাজুড়ে। কোতুলপুরে ভোট প্রচারে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ কখনও ডাব খেলেন। কখনওবা আইসক্রিম খেলেন। অনুষ্ঠানবাড়িতে গিয়ে খিচুড়ি রান্নাও করলেন। আবার ক্লাবে গিয়ে ক্যারম বোর্ডও খেললেন যুবকদের সঙ্গে। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়া জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বিগত কয়েকদিন ধরেই ৪০ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে জেলার তাপমাত্রা। কিন্তু এই কঠিন রোদেও ১ ইঞ্চিও জায়গা ছাড়তে নারাজ বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কোতুলপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট প্রচার করেন সৌমিত্র খাঁ। রোদের হাত থেকে একটু স্বস্তি পেতে কখনও তাঁকে দেখা যায় ডাবের জল খেতে, কখনও ঠান্ডা জলে হাত মুখ ধুয়ে ভোট প্রচার করতে। কখনও কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে আইসক্রিমও খেলেন। এমনকি কোতুলপুর ব্লকের জোলিঠাতে একটি ক্লাবে এলাকার যুবকদের সঙ্গে ক্যারমবোর্ড খেলতেও দেখা যায় সৌমিত্র খাঁকে। সৌমিত্র খাঁ বলেন, আমি খেলোয়াড় ছিলাম। আজও খেলোয়াড় আছি। খেলতে ভালোবাসি। এখন জনগণের জন্য খেলছি। এক সময় ক্রিকেট, ফুটবল, ক্লাব ব্যাডমিন্টন সবই খেলতাম। তিনি আরও বলেন, এই রোদে একজন শ্রমিক যদি মাঠে নেমে কাজ করতে পারেন, তবে নেতাদেরও একইভাবে রাস্তায় থাকা উচিত। অন্যদিকে কখনও নিজের কাঁধে ঢাক তুলে ঢাক বাজিয়ে, কখনও নকুল দানা- গুড়, বাতাসা বিলি করে, আবার কখনও ত্রিশূল হাতে তুলে, মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি প্রচার করলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। এদিন বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার সময় কাঁধে ঢাক তুলে চড়াম চড়াম করে বাজিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল। মন্দিরের ভিতর পুজো দেওয়ার সময় নিজের হাতে ত্রিশূল তুলে নেন সুজাতা। পুজো শেষে নকুলদানা ও গুড়-বাতাসাও বিলি করেন সুজাতা। নাম না করে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁকে এদিন ফের 'অসুর' বলে কটাক্ষ করেন সুজাতা। বলেন, বিরোধী নামক 'অসুর'কে বধ করতেই হাতে ত্রিশূল তুলে নেন তিনি।

নির্বাচনী ব্যস্ততায় এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মাঝেই মানবিক রূপ আইসির, প্রশংসা এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ এপ্রিল : পরিবারে অর্থাভাব। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর শেষকৃত্যের জন্য চাঁদা তুলছিলেন পরিবারের লোকেরা। সেই সময় বাড়িতে হঠাৎ পুলিশের গাড়ি। উর্দিধারীদের দেখে ভয় পেয়ে যান পরিবারের লোকেরা। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন খোদ আইসি এসেছেন সাহায্যের জন্য। এসেছেন তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। পুলিশের এই মানবিক রূপকে কুর্নিশ জানালেন সকলে। মৃত গণেশের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেনে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি। শেষকৃত্যে দিলেন সাহায্য। প্রসঙ্গত মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বৃদ্ধ অসুস্থ গনেশ দাস কে তুলসীহাটা ব্রিজের নিচে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। চার দিন ধরে ওই এলাকায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও সে সময় কর্তব্যরত পুলিশের পেট্রোলিন ভ্যান দেখা সত্ত্বেও উদ্ধার করেনি বলে অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। অবশেষে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধির মারফত খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডলের নির্দেশে অসুস্থ বৃদ্ধ গনেশকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে অবশেষে বাড়িতেই মারা যান ওই অসুস্থ বৃদ্ধ গনেশ দাস। বিপাকে পড়ে তার হতদরিদ্র পরিবার। গণেশের শেষকৃত্যর জন্য অর্থের জোগাড় করতে পারেন নি তারা। এবারও সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে খবর পেয়ে পাশে দাঁড়ালেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ প্রশাসন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার নবনিযুক্ত আইসি মনোজিত সরকার সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে খবর পেয়ে তৎক্ষণাত ছুটে যান গণেশবাবুর বাড়িতে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি তৎক্ষণাত গণেশবাবুর শেষকৃত্যের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করেন। পুলিশের কাছ থেকে এমন সহযোগিতা পেয়ে আপ্লুত গণেশের পরিবারের লোকেরা। তারা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ প্রশাসনকে। এক সময় হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের অবহেলার জন্যই গণেশকে চারদিন ধরে রাস্তায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। আজ সেই পুলিশেরই অন্য রূপ দেখে অবাক হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দারা। মৃতের আত্মীয়া পঞ্চ দাস বলেন, প্রথমে তো হঠাৎ পুলিশকে দেখে ভয় পেয়ে গেছিলাম। তারপর দেখলাম যে আইসি আমাদের সাহায্য করলেন। পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন। খুব ভালো লাগলো ওনার এই মানবিকতা। মৃতের আত্মীয় সন্তোষ দাস জানান, এই ধরনের মানবিক আইসি আমাদের হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অনেকদিন থাকুন এটাই চাইবো। উনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো অন্তর থেকে। আইসি মনোজিত সরকারের বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকেই আমি জানতে পারি। পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ। যতটা সম্ভব হল এসে পাশে দাঁড়ালাম। শেষকৃত্যের খরচটুকু দেওয়ার চেষ্টা করলাম। প্রসঙ্গত শিয়রে এখন নির্বাচন। হরিশ্চন্দ্রপুরের মত স্পর্শকাতর জায়গার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে তৎপর পুলিশ। সেই ব্যস্ততার মাঝেই আইসির এই মানবিক রূপ। যে মানবিক রূপের প্রশংসা করেছে সকলে।

এএসসিআই একাডেমি 'রেসপন্সিবল ইনফ্লুয়েন্সিং ই-লার্নিং কোর্স' চালু করেছে

কলকাতা, ৪ এপ্রিল : এএসসিআই একাডেমি, অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (এএসসিআই) এর প্রশিক্ষণ শাখা, 'রেসপন্সিবল ইনফ্লুয়েন্সিং কোর্স' ই-লার্নিং সার্টিফিকেশন চালু করেছে, যা কনটেন্ট নির্মাতাদের এএসসিআই কোড এবং আইন মেনে চলতে এবং প্রভাবশালী বিপণন শিল্পে নৈতিক মান এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ডিজাইন করা হয়েছে। ইন্টারেক্টিভ, দুই ঘণ্টার কোর্সটি ২১টি ছোট অংশবিশেষে বিভক্ত যা বিভিন্ন বিষয় কভার করে। এর মধ্যে রয়েছে, প্রভাবক হিসেবে স্ব-নিয়ন্ত্রণকে আলিঙ্গন করে পরিবর্তনকে রূপ দেওয়া, সত্যতা গ্রহণে স্বচ্ছতার শক্তি, প্রভাবক বিপণনের মূল ধারণাগুলিকে ডিকোড করা, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে উদাহরণ সহ এএসসিআই কোড এবং নির্দেশিকাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত উপলব্ধি প্রদান। এছাড়াও, কোর্সটি নিযন্ত্রক এবং প্ল্যাটফর্ম-নির্দিষ্ট নির্দেশিকা প্রয়োজনীয়তাগুলিকে সম্বোধন করে। কাদের প্রকাশ করা উচিত, কীভাবে এবং কেন প্রকাশ করা উচিত এবং প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলির মতো বিষয়গুলিকে সম্বোধন করার জন্য একটি উৎসর্গীকৃত বিভাগ প্রকাশের ক্ষমতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সেখানে প্রভাবক আর্কিটাইপস, ব্র্যান্ড এনগেজমেন্ট চেকলিস্ট এবং আরও অনেক কিছুর মতো আকর্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যা একটি সামগ্রিক আকর্ষক এবং উত্তেজনাপূর্ণ শেখার অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। আজকের ডিজিটাল যুগে, নির্মাতারা ভোক্তাদের উপলব্ধি এবং আচরণ গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বৃহত্তর দর্শকদের কাছে পৌঁছাতে বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় অংশীদার করে তোলে। কোর্সটি প্রভাবশালী, বিষযবস্তু নির্মাতা, এজেন্সি এবং প্রভাবশালী বিপণন বিশেষজ্ঞদের নিয়ন্ত্রক মানগুলি পরিচালনা করার জন্য, শ্রোতা এবং ব্র্যান্ডের বিশ্বাস বজায় রাখতে এবং তারা নৈতিক বিজ্ঞাপনের সঠিক দিকে রয়েছে তা নিশ্চিত করতে, প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতার সাথে সজ্জিত করার জন্য তৈরি করা হযেছে। সফলভাবে কোর্স সমাপ্তি এবং মূল্যায়নের পরে, অংশগ্রহণকারীদের 'রেসপনসিবল ইনফ্লুয়েন্সিং সার্টিফিকেট' প্রদান করা হবে। এই শংসাপত্রটি নৈতিক অনুমোদনের অনুশীলন এবং দায়িত্বশীল প্রভাবক নির্দেশিকা মেনে চলার প্রতি তাদের উৎসর্গকে বোঝায়, শিল্পের মধ্যে তাদের পেশাদার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। এএসসিআই-এর সিইও এবং সেক্রেটারি জেনারেল মনীষা কাপুর, অনেক তরুণ এবং নতুন কনটেন্ট নির্মাতাদের সাথে, এটি বিজ্ঞাপন শিল্পের জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ সময়। যোগাযোগের এই উত্তেজনাপূর্ণ চ্যানেলে ভোক্তা এবং ব্র্যান্ডের আস্থা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চাই প্রভাবকদের বিজ্ঞাপনের প্রবিধান এবং কোডের সঠিকদিকে থাকতে সহায়তা করে, যাতে তারা নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয় এবং একটি দীর্ঘ ও টেকসই কর্মজীবন লাভ করতে পারে। প্রভাবক এবং কনটেন্ট নির্মাতাদের উপর বর্ধিত তদন্তের সাথে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে তারা বিজ্ঞাপনকে ঘিরে থাকা নিয়ম এবং প্রবিধানগুলির সাথে পরিচিতি তৈরি করে। কোর্সটি নিয়ন্ত্রক ল্যান্ডস্কেপকে সরল করে, এবং যারা কোর্সটি করেন প্রভাবশালীরা তাদের সমর্থনে আরও আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন। আমরা আশা করি ব্র্যান্ডগুলো এমন নির্মাতাদের পছন্দ করবে যারা এই কোর্সের মাধ্যমে সৎ প্রভাব বিস্তারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছেন।

এলাকা থমথমে, চলছে পুলিশি টহলদারি

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ৪ এপ্রিল : গতকালের তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ঘটনার পর এখনও থমথমে রয়েছে কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলিগাঁও এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সকাল থেকে এলাকায় পুলিশের টহলদারি চলছে। জানা গেছে বুধবার সন্ধ্যায় তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে চলল গুলি। এই ঘটনায় ছোঁড়া গুলিতে জখম হয়ে দুইজন উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গুলি চালানোর অভিযোগ উঠে প্রাক্তন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আব্দুল হকের লোকজনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর রাতে আব্দুল হকের রেশন দোকানের খাদ্য সামগ্রী, এবং তার অনুগামীদের ঘরবাড়ি, লুটপাট করার অভিযোগ ওঠে বর্তমান অঞ্চল সভাপতি সাত্তার গোষ্ঠীর লোকজনের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এলাকা থমথমে রয়েছে। বন্ধ রয়েছে দোকানপাট। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় পুলিশের টহলদারি চলছে। এই ঘটনায় এখনও পযন্ত বেশকয়েজনকে আটক করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ বলে জানা গিয়েছে। এবং বাকি গুদামে থাকা রেশন সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে। অন্যদিকে লুটপাটের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামপুর ব্লক সহ সভাপতি।

অগ্নিকাণ্ড, পুড়ল একটি বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল : সকাল থেকেই রোদের দাপট। গরমে হাঁসফাঁস জেলাবাসী। আর এরই মাঝে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে। আগুনে পুড়ে গেলো একটি বাড়ি। জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট চৌধুরীপাড়ার ঘটনা। ছোট চৌধুরীপাড়া নিবাসী আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, তাদের একটি মাত্র ঘর সেখানে তিনজন বাস করতেম। আজ তারা ধর্মীয় কাজে বাড়ির বাইরে রয়েছেন। ঘরের ভিতরে উনুন ছিল, সেই উনুন থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার আশঙ্কা করছেন অনেকেই। সাথে সাথে জলপাইগুড়ি দমকল ও পুলিশে খবর দেই। পরবর্তীতে দমকল বাহিনীর আধিকারিকরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও দমকল আসার আগেই সম্পূর্ণ বাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আমরা বাড়ির লোককে খবর দিয়েছি।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু দুই বন্ধুর

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ এপ্রিল : রেললাইনে বসে মদ্যপান করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে দুই বন্ধুর। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া প্রফুল্ল নগরের ৫ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায়। খবর লেখা পর্যন্ত নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একজনের বাড়ি শান্তিপুর এলাকায়। সূত্রের খবর, দুই বন্ধু রেললাইনে বসে মদ খাচ্ছিল। একই সময়ে ডাউন শিয়ালদহ শান্তিপুর লোকাল ওই লাইনে আসছিল। দুজনেই এতটাই মাতাল যে ট্রেন যে আসছে তা জানতেন না। ফলে লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রানাঘাট জিআরপি। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ তাদের দুজনকে শনাক্ত করতে ব্যস্ত।

দুর্ঘটনার কবলে দুর্গাপুরের ডিএসপি, আগুনে পুড়ল কোকওভেন বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ এপ্রিল : আবার দুর্ঘটনার কবলে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইলের দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (ডিএসপি)। বৃহস্পতিবার ভোররাতে পুড়ল কারখানার কোকওভেন বিভাগ। এদিন ভয়াবহ আগুন লাগে। তাতেই সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় কনভেয়ার বেল্টের বিশাল পরিকাঠামো। তবে ওই সময়ে কোনও কর্মী না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় কর্মীরা। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫ টা নাগাদ ডিএসপি কারখানার কোকওভেন বিভাগের বাই প্রোডাক্ট সেকশনের ২০-এ কনভেয়ার বেল্টে আগুন লাগে। ওই এলাকায় কয়লার গুড়ো পড়ে ছিল। সেই গুঁড়োর স্তূপেই প্রথমে আগুন লাগে। তারপর ধীরে ধীরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে কোকওভেন বিভাগের অন্যান্য অংশে। এদিন ভোররাতে মর্নিং শিফটের কর্মী ও শ্রমিকরা ওই সেকশনে ঢোকার সময় আগুন দেখতে পায়। তাঁরাই আগুন দেখে খবর দেন কন্ট্রোল রুমে। খবর পেয়ে ডিএসপির দমকলের দুটি ইঞ্জিন প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে প্রায় ৩৫ ফুট লম্বা কনভেয়ার বেল্টের পুরো পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে। ডিএসপির মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বেদবন্ধু রায় জানান, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হবে। তারপরই আগুন লাগার আসল কারণ জানা যাবে।

অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, কুলটি, ৪ এপ্রিল : লোকসভা নির্বাচনের আগে জামুড়িয়া থানার পুলিশের বড় সাফল্য। অস্ত্র সহ গ্রেফতার এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম মোঃ শাহাবাজ আনসারী। কুলটি থানার অন্তর্গত নিয়ামতপুর মসজিদ মহল্লার বাসিন্দা। তার কাছ থেকে একটি পিস্তল ও দুরাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার করেছে জামুরিয়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানের সীমান্ত লাগোয়া দরবারডাঙ্গা ঘাটে পুলিশের নাকা তল্লাশির সময় বীরভূম দিক থেকে আশা একটি জাইলো গাড়ি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। গাড়িটিকে আটকাবার চেষ্টা করলে গাড়িটি পালাবার চেষ্টা করে। পুলিশ ধাওয়া করে গাড়িটিকে ধরে ফেলে। সেই সময় গাড়িতে থাকা চারজন দুস্কৃতির মধ্যে তিনজন দুস্কৃতী পালাতে সক্ষম হলেও একজন দুস্কৃতী ধরা পড়ে যায় দেশের কাছ থেকে একটি পিস্তল ও দুই রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়।

এয়ার কণ্ডিশনারের বিস্তৃত রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেণ্ডার নং. ইএল-জিএইচ-৯৫২আর১ তারিখঃ ২৮-০৩-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ ৩ (তিন) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিভিন্ন মেক এবং ক্ষমতার ওয়াটার কুলার ও এয়ার কণ্ডিশনারের (১/১.৫/২ টন ক্ষমতা সম্পন্ন উইনডো আরএসি/স্প্লিট আরএসি/ডাক্টেবল আরএসি) বিস্তৃত রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেণ্ডার রাশিঃ ৩১,০১,২০৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬২,০০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, গুয়াহাটি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

IIFL FINANCE | গোল্ড লোন

PUBLIC NOTICE

The branch of IIFL Finance Ltd. located at 1st Floor, Vill - Bhadiswar, Near Janata Cinema Hall, PO & PS - Murarai, Dist. - Birbhum, Pin - 731219, West Bengal, will be shifting to below mentioned address with effect from 5th July, 2024.

New Address: IIFL Finance Ltd., Vill - Bhadiswar, 1st Floor, PO & PS - Murarai, Above Reliance Smart, Near Murarai Bus Stand, Dist. - Birbhum, Pin - 731219, West Bengal.

Contact No. 8657143640/8657143488.

All existing services can be availed at the new Location.

সর্বজনীন সূচনা

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের শাখা, ১ম তলা, গ্রাম - ভদিশ্বর, জনতা সিনেমা হলের কাছে, পোষ্ট অফিস ও থানা - মুরারাই, জেলা। -বীরভূম, পিন-731219, পশ্চিমবঙ্গ, 5ই জুলাই, 2024 থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, গ্রাম - ভদিশ্বর, ১ম তলা, পোষ্ট অফিস ও থানা-মুরারাই, রিলায়েন্স স্মার্টের উপরে, মুরারাই বাস স্ট্যান্ডের কাছে, জেলা। - বীরভূম, পিন - 731219, পশ্চিমবঙ্গ

যোগাযোগের নম্বর: 8657143640/ 8657143488.

সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে।

টেক্সিমকো ফয়েলস প্রাইভেট লিমিটেড

(CIN: U28910WB2015PTC208550)

রেজি অফিসঃ ১/ ৪৩০, গড়িয়াহাট রোড, ১ তল যোধপুর পার্ক, পি.এসঃ লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৬৮। ই-মেল আইডিঃ compliance@ansapack.com । মো- ৯৮৬৭০২০২৫৪

ফর্ম নং. আইএনসি-২৬

[কোম্পানী (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর ৩০ বিধি অনুসারে]

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে (আঞ্চলিক পরিচালক), পূর্ব অঞ্চল

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (৫) এর ধারা (ক) বিষয়ে

এবং

টেক্সিমকো ফয়েলস প্রাইভেট লিমিটেডের ১ / ৪৩০, গড়িয়াহাট রোড, ১ম তলা যোধপুর পার্ক, পিএস ঃলেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৮-এ নিবন্ধিত অফিস থাকার বিষয়ে

আবেদনকারী

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানি অ্যাক্ট ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে যাতে এক্সট্রা অর্ডিনারিতে পাস করা বিশেষ রেজোলিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তন নিশ্চিত করা যায়। কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''মহারাষ্ট্র রাজ্য''-এ পরিবর্তন করতে সক্ষম করার জন্য ১ এপ্রিল, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ সভা।

কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার আগ্রহ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমন যেকোন ব্যক্তি বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম ফাইল করে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিতরণ করতে পারেন বা বিতরণ করতে বা পাঠাতে পারেন। আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্বাঞ্চল, নিজাম প্যালেস, II MSO বিল্ডিং, ৩য় তলা, ২৩৪ / ৪, এ.জে .সি বোস রোড, কলকাতার প্রতি তার আগ্রহের প্রকৃতি এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার আপত্তি নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে একটি অনুলিপি সহ আবেদনকারী কোম্পানিকে তার নিবন্ধিত অফিসে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠানঃ

১ / ৪৩০, গড়িয়াহাট রোড, ১ম তলা যোধপুর পার্ক, পি.এসঃ লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৬৮

টেক্সিমকো ফয়েলস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা / -
(গৌতম আগরওয়াল)
পরিচালক
DIN: 03123911

তারিখ ঃ ০৫.০৪.২০২৪
স্থানঃ মুম্বাই

ধনীতমদের তালিকায় প্রথম আম্বানি, দ্বিতীয় স্থানে আদানি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশের ধনীতম শিল্পপতিদের শীর্ষে উঠে এলেন মুকেশ আম্বানি। তাঁর অনেক পিছনে, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন গৌতম আদানি। ২০২৪ সালে বিশ্বের ধনকুবেরদের যে তালিকা ফোর্বস প্রকাশ করেছে, তাতে গতবছরের ১৬৯ জন ভারতীয়ের জায়গায় এবারে ২০০ জন ভারতীয় স্থান পেয়েছেন। ভারতীয়দের মিলিত অর্থ-সম্পত্তির পরিমাণ ৯৫৪ বিলিয়ন ডলারে ঠেকেছে। গতবছর তা ছিল ৬৭৫ বিলিয়ন ডলার। বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪১ শতাংশ। বিশ্বের ধনীশ্রেষ্ঠদের তালিকায় আম্বানি নবম স্থানটি ধরে রেখেছেন। ভারত তো বটেই, এশিয়ারও ধনীতম ব্যক্তিটি তিনিই। ফোর্বসের তালিকা অনুযায়ী, আদানি হলেন দেশের দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি। সামগ্রিক তালিকায় তিনি সপ্তদশ স্থানে রয়েছেন।

কেন বিজেপিতে যোগ দিলেন কঙ্গনা, খোলসা করলেন অভিনেত্রী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা আসন থেকে বিজেপির টিকিটে লড়ছে বলি-অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। গত শুক্রবার হুডখোলা গাড়িতে মান্ডির রাজপথে কঙ্গনার মেগা রোড-শো ছিল দেখার মতো। প্রচার সমাবেশে কোনও খামতি রাখতে চান না মান্ডির মেয়ে। গত দুদিনে প্রচার সমাবেশের ভাষণে কঙ্গনা প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সি প্রসংশা করার পাশাপাশি মন্তব্য করেন, ভগবান রাম ও বিষ্ণুর অংশ নরেন্দ্র মোদি। এবারের হোলি সেলিব্রেশনটা ভূমিকন্যা ওখানেই কাটিয়েছেন। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে রঙিন হয়ে উঠেছিলেন বলিউড ডিভা। এছাড়াও ইদানিং দিন-রাত এক করে মান্ডিতেই পড়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা। দলের

কর্মীদের সঙ্গে মাটিতে বসে ভাত খেতে দেখাও গিয়েছে তাঁকে। সেই ভিডিয়ো ভাইরালও হয় সোশাল মিডিয়ায়। মান্ডি লোকসভা আসনের অধীন কারসোগ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি মোদিকে ভগবান রামের অংশ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, আজ আমি এখানে নরেন্দ্র মোদির দূত হিসেবে এসেছি। আমাকে দেওয়া আপনাদের এক-একটা ভোট প্রধানমন্ত্রীর জন্য আশীর্বাদ হবে। যে কাজটা বিগত ৫০০ বছর ধরে আটকে ছিল, সেটা একমাত্র নরেন্দ্র মোদির আমলেই সম্ভব হল। মোদি যখন প্রধানমন্ত্রীর আসনে, তখনই রামের কৃপায় এত বছরের অপেক্ষার অবসান। রামমন্দির তৈরি হল। উনি ভগবানের দূত হিসাবে এই কাজ করেছেন। আমি ওনার মধ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অংশ দেখতে পাই।

তিনি আরও বলেন, প্রথমবারের মতো মহিলারা অনুভব করছেন যে কেউ তাঁদের জন্য উদ্বিগ্ন। মোদিজির জন্য আপনারা সবাই ভোট দিন বিজেপিকে। এরপরই কঙ্গনার সংযোজন, বিজেপি আমাকে মাণ্ডি থেকে প্রার্থী করেছে। তাই আমার দায়িত্ব বর্তায় আমি আপনাদের সমবেত কণ্ঠ হয়ে সংসদে সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারি। উল্লেখ্য, প্রচারে কখনও তাঁর কণ্ঠে নারীশক্তির উন্নয়নের কথা উঠে আসছে। কখনও আবার মোদিজির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

হাইলাকান্দিতে নির্বাচনী কন্ট্রোল রুম

হাইলাকান্দি (অসম), ৪ এপ্রিল ঃ সাত নম্বর করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অধীন হাইলাকান্দি জেলার দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পর্ব নিশ্চিত করতে হাইলাকান্দির ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কার্যালয়ে একটি নির্বাচনী কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে।

নাম ও পদবী পরিবর্তন

আমি ISMAIL HOQUE BISWAS, পিতা - MANSURUDDIN BISWAS, ঠিকানা - রেজলাপাড়া, তর্তিপুর, হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, কোর্ট, West Bengal /Murshidabad-এর Affidavit দ্বারা MD ISMAIL HAQUE BISWAS - নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No- 81AB809735 Dated 20.02.2024 ISMAIL HOQUE BISWAS ও MD ISMAIL HAQUE BISWAS একই ব্যক্তি।

নাম ও পদবী পরিবর্তন

আমি Abhisekh Kumar Singh, পিতা - Nripendra Singh, ঠিকানা - 133, N.N.Bagchi Road, P.O.: Barrackpore, P.S. Titagarh, Kolkata- 700120, District- North 24 Parganas, West Bengal,-এর Notary দ্বারা Abhishek Singh- নামে পরিচিত হলাম Affidavit No-942 Dated 02.04.2024, Alipore Court. Abhisekh Kumar Singh ও Abhishek Singh একই ব্যক্তি।

সুরক্ষার গুরুত্বকে চিহ্নিত করতে এসবিআই লাইফ ও লখনৌ সুপার জায়ান্টস একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্মোচন হল 'হেলমেট'

লখনৌ, ৪ এপ্রিলঃ ইনস্টলেশন একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চোখে পড়ার মত করে বসানো এই অতিকায় হেলমেট মাঠের ভিতরে ও বাইরে, দুই জায়গাতেই, সুরক্ষার গুরুত্বের প্রতীক দেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বেসরকারি জীবন বিমাকারীগুলোর অন্যতম এসবিআই লাইফ ইনশিওরেন্স, লখনৌ সুপার জায়ান্টস -এর সঙ্গে মিলে ভারতরত্ন শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্মোচন করল এক আশ্চর্য 'অতিকায়' হেলমেট ইনস্টলেশন। এই স্টেডিয়াম লখনৌয়ের দলটার ঘরের মাঠ। এই হেলমেট ইনস্টলেশন ২৭ ফুট উঁচু আর ৩৪ ফুট চওড়া, স্টেডিয়ামের মূল দ্বারেই বসানো হয়েছে। স্টেডিয়ামে আসা ক্রিকেটভক্ত আর সারা শহরের মানুষের জন্যেও এই হেলমেট একটা দর্শনীয় জিনিস।হেলমেটের এই বিশাল কাঠামোটার উদ্দেশ্য হল মাঠের ভিতরে ও বাইরে সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রগতিশীল কথাবার্তাকে উৎসাহ দিয়ে জীবন বিমার প্রয়োজন ও তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা। এই অনন্য কাঠামোটার লক্ষ্য ক্রিকেটমোদীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে লখনৌ শহরের বাসিন্দাদের বোঝানো যে 'লাইফ প্রোটেকশন সে বড়া কুছ নহি'। একইসঙ্গে অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে জীবনকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়ার উপর জোর দেওয়া। এই 'অতিকায়' হেলমেট উন্মোচনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র শর্মা, চিফ অফ ব্র্যান্ড, কর্পোরেট কমিউনিকেশন অ্যান্ড সিএসআর, এসবিআই লাইফ ইনশিওরেন্স। আর ছিলেন সলমনতাজ জাফর তাজ পাতিল, ডিসিপি ট্র্যাফিক, লখনৌ কমলেশ কুমার দীক্ষিত, ডিসিপি উইমেন ক্রাইম সেফটি, লখনৌ এবং রাহুল রাহী, রিজিওনাল ডিরেক্টর লখনৌ, এসবিআই লাইফ ইনশিওরেন্স।লখনৌ সুপার জায়ান্টসের অফিশিয়াল লিড হেলমেট পার্টনার হিসাবে এসবিআই লাইফের লক্ষ্য ক্রিকেট মাঠে হেলমেটের যে সুরক্ষামূলক ভূমিকা রয়েছে, তার সঙ্গে মাঠের বাইরে একজন ব্যক্তির এবং তাঁর প্রিয়জনদের আর্থিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে বিমার জরুরি ভূমিকার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। একটা হেলমেট একজন খেলোয়াড়দের মাঠের সম্ভাব্য বিপর্যয়গুলো থেকে রক্ষা করে, যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে খেলতে পারে এবং ঝুঁকিগুলোর ব্যাপারে চিন্তা না করে দলের লক্ষ্য পূরণ করতে পারে। একইভাবে জীবন বিমা মানুষকে নিজের স্বপ্ন ও উচ্চাশার পিছনে ছোটার পাশাপাশি অনিশ্চিত ঘটনাগুলো থেকে প্রিয়জনদের সুরক্ষিত রাখার সুযোগ দেয়। এই উদ্যোগ সম্পর্কে রবীন্দ্র শর্মা, চিফ অফ ব্র্যান্ড, কর্পোরেট কমিউনিকেশনস অ্যান্ড সিএসআর, এসবিআই লাইফ ইনশিওরেন্স বললেন ''ক্রিকেটমোদীদের মধ্যে সুরক্ষার ধারণা চালু করে লখনৌয়ের একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের এই 'অতিকায়' হেলমেট ইনস্টলেশন মাঠে ও মাঠের বাইরে কথোপকথন শুরু করার এক শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এটা 'লাইফ কি প্রোটেকশন সে বড়া কুছ নহি' বার্তার নিদর্শন। এই বার্তা আমাদের ব্র্যান্ড উদ্দেশ্যের প্রতিধ্বনি। সেটা হল পারিবারিক দায়িত্ব সামলাতে সামলাতেই ব্যক্তিকে তার স্বপ্নপূরণ করার স্বাধীনতা দেওয়া। ক্রিকেট একটা খেলার চেয়ে অনেক বেশি। এর মধ্যে ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক আবেগ সংক্রান্ত ব্যাপার কাজ করে। ফলে এই অসাধারণ খেলার বৃহত্তর ভক্তকুলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং মাঠে ও মাঠের বাইরে সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অর্থপূর্ণ কথোপকথন চালানোর সুযোগ দেয়। ভারতে বর্তমানে বিমাকারীর মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার যে হার তাতে সুরক্ষিত আর্থিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বিমার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তলায় আমাদের প্রয়াস জারি রাখতে এটা জরুরি। -র সঙ্গে আমাদের যৌথ উদ্যোগ সারা দেশের ক্রিকেটভক্তদের সঙ্গে ইতিবাচক আদানপ্রদান গড়ে তোলার এবং তাঁদের নিজেদের আবেগের পিছনে ছোটার স্বাধীনতা দেওয়ার প্রয়াস।

পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে শাসক ও বিরোধী দলের জমজমাট প্রচার

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৪ এপ্রিলঃ আর মাত্র ষোল দিন বাকি লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের।আগামী ১৯ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে শাসক ও বিরোধী দল সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুর মহকুমায়ও প্রায় প্রতিদিন কোনও নাকোনও জায়গায় প্রচার সভা সংগঠিত করছে। বুধবার বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত ইন্ডি জোটের প্রার্থী তথা কংগ্রেসর প্রদেশ সভাপতি আশিস সাহার সমর্থনে উদয়পুর খিলপাড়া নানুয়াদীঘির পাড়, মহকুমা হাসপাতালের নীচে এবং সন্ধ্যায় ছনবন এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় পথসভা। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য রতন ভৌমিক, নিতাই বিশ্বাস, পার্থ কর্মকার, দিলীপ দত্ত সহ প্রমুখরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতারা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ছনবনে সভা চলার সময় শাসকদলের কতিপয় সমাজদ্রোহী পার্শ্ববর্তী একটি বাড়ি থেকে ইন্ডি জোটের সভায় পাথর ছুঁড়ে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ সমাজবিরোধীদের ধাওয়া করলে সমাজদ্রোহীরা পালিয়ে যায় বলে জানান ইন্ডি জোটের নেতারা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা বলেন, শাসক বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে বলে বিরোধী দলের উপর আক্রমণ সংগঠিত করা হচ্ছে। মানুষের সামনে মুখ দেখাবার সাহস নেই। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। এমনকি ওষুধের দাম প্রতিদিন বাড়ছে।গরিব মানুষ হাসপাতালে গিয়ে ওষুধ পাচ্ছেন না। তেল, ডাল, চাল সহ প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলছে। মানুষকে না খেয়ে থাকতে হচ্ছে। রেগার কাজ নেই। প্রয়োজনীয় প্রানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। দেশের কৃষকরা না খেয়ে আত্মহত্যা করছেন।

নেতারা আরও বলেন, দেশের শাসন ক্ষমতায় যারা, সেই বিজেপি সরকার গরিবদের পিষে মারছে। প্রতিবাদ করলে ইডি, ইনকাম ট্যাক্স সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে লেলিয়ে দিচ্ছে। মানুষের প্রতিবাদের ভাষাকে বন্ধ করে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। এটা চলতে দেওয়া যায় না। এর প্রতিবাদে দেশের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এক জোট হয়ে বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য ইন্ডি জোট গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে যাতে ভোট বিভাজন না হয়। ত্রিপুরার পশ্চিম আসনে ইন্ডি জোটের প্রার্থী তথা কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি আশিসকুমার সাহাকে বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য আহ্বান জানানো হয় পথসভাগুলোতে।

এদিকে শাসক দল বিজেপিপ্রার্থী বিপ্লবকুমার দেবের সমর্থনে গর্জনমুড়া, হদ্রা এলাকায় প্রতিদিন মিছিল, সভা চলছে। ওই সব কর্মসূচিতে ছিলেন বিজেপির নারী নেত্রী লক্ষ্মী মজুমদার। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, বিরোধী দলের ভোট চাইবার কোনও অধিকার নেই। দীর্ঘ বছর ওরা শাসন ক্ষমতায় থেকে মানুষের উপর প্রতিদিন অত্যাচার চালিয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী বিপ্লবকুমার দেবকে বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

বিহারে টিকিট না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ চিরাগের দল, চিরাগের দল থেকে ইস্তফা ২২ নেতার

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের আর বেশি দেরি নেই। তবে ভোটের মুখে বড় ধাক্কা -তে। চিরাগ পাসওয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টির ২২ জন নেতা দল থেকে ইস্তফা দিলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রয়েছেন চিরাগের দল লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-এর প্রাক্তন বিধায়ক এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও। টিকিট না মেলায় তাঁরা সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রামবিলাস-পুত্র চিরাগের বিরুদ্ধে।এই ২২ জন নেতাই দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ টাকার বিনিময়ে দলের বাইরের লোকেদের প্রার্থী করা হয়েছে। দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রাক্তন সাংসদ রেণু কুশওয়াহা বলেন, ''দলের লোকেদের প্রার্থী না করে বাইরের লোকেদের টিকিট দেওয়া হচ্ছে। তার পরই চিরাগের উদ্দেশে তাঁর প্রশ্ন, ''আমরা কি আপনার দলের কর্মচারী, যারা আপনার জন্য খেটে আপনাকে নেতা বানাবে? তার পরই ২২ জন বিদ্রোহী নেতার রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে প্রাক্তন বিধায়ক তথা চিরাগের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সতীশ কুমার জানান, তাঁরা লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট এনডিএ-কে নয়, বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'কে সমর্থন করবেন।বিদ্রোহী নেতাদের তালিকায় আরও যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা হলেন রবীন্দ্র সিংহ, অজয় কুশওয়াহা, সঞ্জয় সিংহ এবং দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজেশ ডাঙ্গি। প্রসঙ্গত, এনডিএ জোটের শরিক হিসাবে বিহারের ৪০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ৫টিতে লড়ছে চিরাগের দল। এই আসনগুলি হল বৈশালী, হাজিপুর, সমস্তিপুর, খাগাড়িয়া এবং জামুই। ২০১৯ সালে এনডিএ-র শরিক হিসাবে ছ'টি আসনে লড়ে সব ক'টিতেই জিতেছিল সাবেক লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)। রামবিলাসের মৃত্যুর পর আড়াআড়ি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তাঁর দল এলজেপি। রামবিলাসের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে চিরাগ এবং তাঁর কাকা পশুপতির মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। ২০২০ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের

আগে এনডিএ ছাড়েন চিরাগ। কিন্তু নিজের দল রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টি (আরজেএলপি)-কে নিয়ে এনডিএ-তে থেকে যান পশুপতি।চিরাগ আনুষ্ঠানিক ভাবে এনডিএ-তে ফেরেন। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ২০২১-এর মধ্যপর্বে এলজেপির ভাঙনের সময় বিজেপি দাঁড়িয়েছিল তাঁর কাকা পশুপতি পারসের পাশে। সে সময় পশুপতি-সহ লোকসভায় দলের পাঁচ সাংসদ এক দিকে ছিলেন। অন্য দিকে একা চিরাগ। সেই পরিস্থিতিতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পশুপতি গোষ্ঠীকেই 'এলজেপি সংসদীয় দলের' স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এনডিএ জোটে পশুপতি গোষ্ঠীকে স্থান দিয়েছিল বিজেপি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও চিরাগকে ব্রাত্য করে পশুপতিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী করেছিলেন।রামবিলাসের যে দলিত ভোটব্যাঙ্ক, তা চিরাগের সঙ্গেই রয়েছে, এমন ইঙ্গিত পেয়েই তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে পদ্মশিবির। পশুপতিকে ব্রাত্য করে চিরাগকেই এলজেপি-র ভাগের আসন দেওয়া হয়। অভিমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব এবং এনডিএ-দুইই ছাড়েন পশুপতি। সম্প্রতি তিনি অবশ্য সুর নরম করার চেষ্টা করেছেন।

ভোটের জোনাল ও সেক্টর অফিসারদের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

হাইলাকান্দি (অসম), ৪ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হাইলাকান্দি জেলার ১২১ হাইলাকান্দি এবং ১২২ আলগাপুর কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রে নিযুক্তিপ্রাপ্ত সব জোনাল অফিসার এবং সেক্টর অফিসার, রিজার্ভ জোনাল, সেক্টর অফিসারদের দ্বিতীয় পর্যায়ের একদিবসীয় প্রশিক্ষণ বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দি রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলার জোনাল এবং সেক্টর অফিসারদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে প্রশিক্ষণ দান করেন মাস্টার ট্রেনাররা। এদিন সকাল সাড়ে দশটায় প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। চলে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বেলা একটায়। প্রশিক্ষণ শিবিরে জোনাল ও সেক্টর অফিসারদের দায়িত্ব, কর্তব্য সহ ইভিএম, ভিভি প্যাট বসানো, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলার ২১টি জোন এবং ৬০টি সেক্টরে নিয়োজিত জোনাল, সেক্টর অফিসাররা অংশগ্রহণ করেছেন।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে পরিদর্শন করলেন রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ার পার্সন ও চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার শ্রীমতি জয়া বার্মা সিনহা

মালিগাঁও, ৪ এপ্রিলঃ রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ার পার্সন ও চিফএগজিকিউটিভ অফিসার (সিইও) শ্রীমতি জয়া বার্মাসিনহা উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য বাহী স্থান দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) পরিদর্শন করলেন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সাথে ছিলেন উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীচেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং প্রিন্সিপাল হেড অব ডিপার্টমেন্ট ও কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার।
তিনি ১০৯ বছর পুরোনো তিন ধরিয়া ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেন এবং এই ঐতিহ্য বাহী স্থানের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিন ধরিয়া ওয়ার্কশপটি ১৯১৫ সালে স্থাপন করা হয়েছিল এবং ভারতীয় রেলওয়ের এটিই একমাত্র ওয়ার্কশপ, যেখানে স্টিমইঞ্জিন ও ন্যারোগজের কাঠের

কোচের রক্ষণা বেক্ষণ করা হয়। এছাড়াও তিনি ১০০বছরের পুরোনো স্টিম ইঞ্জিন লোকো ৮০২ বিপরিদর্শন করেন, যা এখনও ডিএইচআর - এ চলাচল করছে। দার্জিলিং যাওয়ার পথে তিনি বিভিন্ন 'জেড' রিভার্স ও লুপপরিদর্শন ও করেন। পরে তিনি তৎকালীন 'অসম রেল লিংক প্রজেক্ট' -এর মুখ্য কার্যালয় তথাডি এইচআর-এর মুখ্য কার্যালয় এলিসিয়া প্যালেস পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি মিনি মিউজিয়াম ও ডিএইচআর কার্যালয় পরিদর্শন করেন। পরে, ডিএইচআর-এর আধিকারিকদের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়ে তিনি ওই অঞ্চলে রেলওয়ের কাজের সমস্ত দিকের কর্মক্ষমতার পর্যালোচনা করেন। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও সিইও দার্জিলিং হিমালয়ানরেল ওয়ে রুটের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টপেজ কার্শিয়াং স্টেশনও পরিদর্শন করেন, যা ডিএইচআর-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্যকর ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। তিনি ঘুমমিউজিয়াম ওস্টেশন পরিদর্শন করেন, যা ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ রেলওয়ে স্টেশন। পরে তিনি দার্জিলিংস্টেশন পরিদর্শনকরেন এবং নতুন করে সাজিয়ে তোলা ঐতিহ্য বাহী টার্নটেবিল পরিদর্শন করেন। তিনি কার্শিয়াং, ঘুমও দার্জিলিং স্টেশনের সমস্ত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা খতিয়ে দেখেন।

রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও চিফএগজিকিউটিভ অফিসার শ্রীমতি জয়া বার্মা সিনহার দ্বারা ডিএইচআর-এর এই ব্যাপক পরিদর্শনের ফলে বিশ্ব ঐতিহ্য বাহী স্থানটির সামগ্রিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উপরমনোযোগ দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

করিমগঞ্জে সংবাদমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচনী বিজ্ঞাপন নির্দেশিকা মেনে চলার আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ এপ্রিল ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে সংবাদ মাধ্যম এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচনী বিজ্ঞাপন নির্দেশিকা মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছেন করিমগঞ্জ জেলার মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মনিটরিং কমিটির মেম্বারসেক্রেটারি। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত নির্বাচনী বিজ্ঞাপন নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করে কমিটির মেম্বারসেক্রেটারি জানান, নির্বাচন কমিশন দ্বারা নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত যে কোনও রাজনৈতিক দলের বিজ্ঞাপন টিভি, ক্যাবল নেটওয়ার্ক, রেডিও, সিনেমা হল, ই-সংবাদপত্র, সোশাল মিডিয়া, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে সম্প্রচার করার সময় অবশ্যই যেন মনোনীত আধিকারিক দ্বারা প্রদত্ত প্রাক্-প্রমাণপত্র গ্রহণ করা হয়। এছাড়া সংবাদ মাধ্যমগুলিকে প্রথমত, নির্বাচন সংক্রান্ত খবর বা কার্যক্রমের দৈনিক ফুটেজ কমিটির কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনগুলির ফুটেজ সম্প্রচারিত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। তৃতীয়ত, সাংবাদিকতার সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে পেইড নিউজ প্রচার করতে নিষেধ করার পাশাপাশি সমস্ত রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডলস ও অ্যাকাউন্টস জমা দিতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্রচার করার আগে কমিটির কাছ থেকে প্রাক্-প্রমাণপত্র গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এতে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখতে কোনও ধরনের পেইড নিউজ প্রচার না করতে বলা হয়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যের হার্ডকপি ও সফ্টকপি দুই-ই জমা দিতে বলা হয়েছে। হার্ডকপি জমা দিতে হবে জেলার মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মনিটরিং কমিটিতে আর সফ্টকপি জমা দিতে হবে ই-মেইলে।

Name Change

I MALATI PODDAR, DAUGHTER OF HORIPADO KAR, WIFE OF BIREN PODDAR, RESIDING AT VILL-KALAIGHATA COLONY, PO-HABIBPUR, PS-RANAGHAT, NADIA-741402, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADHURI PODDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024.THAT MALATI PODDAR AND MADHURI PODDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRADIP KUMAR DAS, SON OF GURUPADA DAS, RESIDING AT 1503 SURVEY PARK, PO-SANTOSHPUR, PS-SURVEY PARK, KOLKATA-700075, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT CITY CIVIL COURT ON 17/01/2023.THAT PRADIP KUMAR DAS AND PRADIP DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NEHA AGARWAL, W/O PREETAM HARI SINGHANIA, RESIDING AT SREE KRISHNA GARDEN, 1/1A RAJA RAJENDRA LAL MITRA ROAD, PO-BELEGHATA KOLKATA-700010, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEHA AGARWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024.THAT NEHA AGARWAL AND NEHA AGARWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASHIS SAHA, SON OF SANTI RANJAN SAHA, RESIDING AT BANAMALIPUR, PS-BARASAT, NORTH 24 PARGANAS -700124, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIS KUMAR SAHA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024.THAT ASHIS SAHA AND ASHIS KUMAR SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK MUKHTAR ALI, SON OF SEIKH ABDUL MAYJAN, RESIDING AT T-175/A MITHA TALAB (BARA BAGAN), BARTALA, KOLKATA-700018, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEIKH MUKHTAR ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024.THAT SK MUKHTAR ALI AND SEIKH MUKHTAR ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ANJAY DEY JOARDER, W/O SURAJIT DEY JOARDER, R/O BLOCK NO -4, MAHAJATI NAGAR, 72, MAHARAJA NANDA KUMAR ROAD, NEAR AIRPORT TRAFFIC GUARD, (GOURIPUR), VTC BIRATI, PO BIRATI, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SASWATI ANJAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT SASWATI ANJAY AND ANJAY DEY JOARDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ARCHANA BISWAS, WIFE OF SUFAL KUMAR BISWAS, RESIDING AT VILL-SHIMULPUR, HAZRATALA, PO-THAKURNAGAR, PS-GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS - 743287,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARCHANA RANI BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024.THAT ARCHANA BISWAS AND ARCHANA RANI BISWAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANGBARTIKA BAUL GUHA, W/O-ARINDAM BAUL, R/O-WARD NO-18, HARENDRA NARAYAN ROAD, P.O-COOCH BEHAR, COOCH BEHAR-736101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGBARTIKA GUHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024, THAT SANGBARTIKA BAUL GUHA AND SANGBARTIKA GUHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I Akankasha Julka D/o Geeta Julka Residing at The Horizone, C-Block, C402 4th Floor, G.T. Road, Ashra, More, Asansol, PO: Asansol, Dist: Paschim Bardhaman. West Bengal-713301 shall henceforth be known as Akanksha Julka Sharma as declared before the Notary Public Asansol Court, vide affidavit no 92AB 446761 Dated 02.04.2024 Akankasha Julka and Akanksha Julka Sharma both are same and identical person.

Name Change

I PARVEZ AHMED, S/O- AHMED HOSSAIN, R/O- 24, LINTON STREET. ENTALLY, KOLKATA-700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD PARVEZ AHMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024, THAT PARVEZ AHMED AND MD PARVEZ AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SANGEETA KUMARI SINGH, D/O SURENDRA PRASAD SINGH, R/O Q NO -3K/87, BARIATU HOUSING COLONY, BARIATU, RANCHI, JHARKHAND, PIN- 834009, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANGEETA SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/04/2024, THAT SANGEETA SINGH AND SANGEETA KUMARI SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRITI SUREKA, WIFE OF RAJ KUMAR SUREKA, RESIDING AT ORBIT ROYALE 9TH FLOOR, 24A, RAJA SANTOSH ROAD, ALIPORE,PS-CHETLA, KOLKATA 700027, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITI A SUREKA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024.THAT PRITI SUREKA AND PRITI A SUREKA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SEIKH MUKTAR ALI & MOKHTAR ALI,SON OF SEIKH ABDUL MAYJAN, RESIDING AT T-175/A MITHA TALAB (BARA BAGAN), BARTALA, KOLKATA-700018, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEIKH MUKHTAR ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/04/2024.THAT SEIKH MUKTAR ALI & MOKHTAR ALI ALSO SEIKH MUKHTAR ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mohammed Jamaluddin Shaikh S/O-MD Waizuddin SK @ Mohammod Wazuddin Sheikh resident of Vill- Sahazadpur, P.O.- Nadanghat, P.S.- Nadanghat, DIST - Purba Bardhaman, West Bengal, Pin 713515, have changed my name and shall henceforth be known as 'MD JAMAL UDDIN SK' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 01/04/2024.That MD Jamaluddin Shaikh and MD Jamal Uddin SK both are same and one identical person.

Name Change

I SASWATI ANJAY DEY JOARDER, W/O SURAJIT DEY JOARDER, R/O BLOCK NO - 4, MAHAJATI NAGAR, 72, MAHARAJA NANDA KUMAR ROAD, NEAR AIRPORT TRAFFIC GUARD, (GOURIPUR), VTC BIRATI, PO BIRATI, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SASWATI ANJAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 03/04/2024, THAT SASWATI ANJAY AND SASWATI ANJAY DEY JOARDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Bijoy Mondal (old name) S/O Kuleshwar Mondal, residing at Purba Bishnupur, Faridkati, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743273, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bijay Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/04/2024. Bijay Mondal (new name) and Bijoy Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I PRIYANSHI GOYAL, D/O- MANISH GOYAL, R/O- SHYAM LAKE GARDEN, 202, JESSORE ROAD, BLOCK A 3RD FLOOR, KOLKATA- 700089, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRIYANSHHI GOYALL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/03/2024, THAT PRIYANSHI GOYAL AND PRIYANSHHI GOYALL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Anowara Begum W/O- MD Jamal Uddin SK resident of Vill- Sahazadpur, P.O.- Nadanghat, P.S.- Nadanghat, DIST - Purba Bardhaman, West Bengal, Pin 713515, have changed my name and shall henceforth be known as 'ANOYARA KHATOON' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 01/04/2024.That Anowara Begum and Anoyara Khatoon both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Dulal Kumar Kar (পুরাতন নাম) পিতা: Matilal Kar ঠিকানা: K.N.I Sarani, Sukanta Pally, P.O.+ P.S- Nimta, Dist: North 24 Parganas, Kolkata-700049. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 04-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dulal Kar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dulal Kar (নতুন নাম) ও Dulal Kumar Kar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Bakibilla Mondal S/o Nurhossen Mondal R/o Vill.- Chowberiametho para, P.O.- Chowberia, P.S.- Gopal Nagar, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-743290 shall henceforth be known as Baki Mondal. I declare that Baki Mondal and Bakibilla Mondal is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-04-2024.

Name Change

I, Debasmita Shome Choudhury (Old Name) D/o Tapan Kumar Das W/o Debraj Shome Choudhury Residing at Flat no- C5, Krishna Prabha Apartment, Ramkrishna Pally, Hatiara Road , VTC+ PO - Hatiara , North 24 Parganas, W.B- 700157, India shall henceforth be known as Debasmita Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-04-2024. Debasmita Shome Choudhury (Old Name) and Debasmita Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Hassan Reja alias Hasan Reza (Old Name) S/o Md Yakub Residing at Dey Street 53, Serampore M, Serampore, Hooghly, W.B- 712201 ,India shall henceforth be known as Md Hassan Reza (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 04-04-2024. Hassan Reja and Hasan Reza (Old Name) and Md Hassan Reza (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Vikash Gupta (পুরাতন নাম) পিতা Shankar Prasad Gupta ঠিকানা 409, Belilious Road, Howrah-711101 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 04-04-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Vikash Kumar Gupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Vikash Kumar Gupta (নতুন নাম) ও Vikash Gupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Saogat Sekh (পুরাতন নাম) পিতা Soundar Shaikh ঠিকানা Falta, Dona, P.O. Gopalpurhat,Dist.- 24 Pgs (S), Pin-743504 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 03-04-2024 এর Affidavit no. 20/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sougat Shaikh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sougat Shaikh (নতুন নাম) ও Saogat Sekh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তোলাকে কেন্দ্র করে টিএমসিপি ও এবিভিপি'র সংঘর্ষ, আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৪ এপ্রিল ঃ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তোলাকে কেন্দ্র করে টিএমসিপি ও এবিভিপি'র সংঘর্ষ। ঘটনায় তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সহ দুই পক্ষের আহত দুজনকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। সূত্রের খবর বৃহস্পতিবার দুপুরে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তোলা কে কেন্দ্র করে দুটি ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হয় কমবেশি তিনজন। ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় হাসপাতালে। সেখানে প্রথম বর্ষের ছাত্র তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী প্রিয়জিত সাহা কে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও গুরুতর আহত দিশা ভট্টাচার্য্য ও অর্ঘ্য পাত্রকে ভর্তি করে শুরু হয় চিকিৎসা। আহত এবিভিপির কর্মী অর্ঘ্য পাত্রর অভিযোগ, আজ ফর্ম তোলার শেষ দিনে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তুলতে গেলে, কলেজের গেটে টিএমসিপি'র দিশা ভট্টাচার্য্য তার পথ আটকায়। তার অভিযোগ প্রতিবাদ করলে প্রথমে টিএমসিপি'র একজন বাইরে নিয়ে যায়। এরপর ৭-৮ জন তাকে পেছন থেকে জাপটে ধরে লোহার পাইপ দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে বলে অভিযোগ। অপরদিকে হাসপাতালের বেডে শুয়ে কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী আক্রান্ত দিশা ভট্টাচার্য্যের অভিযোগ, অর্ঘ্য পাত্রের অভিযোগ সঠিক নয়। তার অভিযোগ, কলেজে ঢুকে এবিভিপির সক্রিয় কর্মী অর্ঘ্য পাত্র উদ্দেশ্যহীন ভাবে গালিগালাজ করতে থাকলে, আমি তার প্রতিবাদ করি। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে অর্ঘ্য সহ তিন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সক্রিয় কর্মী তার উপরে পাঞ্চার ও লোহার রড নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিশার হাঁটু ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তার হাঁটুতে পাঁচটি সেলাই পড়ে। দিশা জানান, এই ঘটনায় তার দুই সতীর্থ তাকে বাঁচাতে এলে তাদেরকেও অর্ঘ্য সহ ৩ অখিল ভারতীয় বিদ্যাপতি পরিষদের কর্মী মারধর করে বলে অভিযোগ। ছাত্রী দিশার অভিযোগ, ওরা মারধর করেই ক্ষান্ত থাকেনি। হুমকি দেওয়া হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করলে এমন রক্ত আরও ঝরবে। অপরদিকে খবর পেয়ে নবদ্বীপ হাসপাতালে আক্রান্ত সংগঠনের কর্মী দিশা ভট্টাচার্য্যকে দেখতে আসেন রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র তথা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সহ-সভাপতি সুদীপ রাহা। সংগঠনের আহত কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুদীপবাবু বলেন, লোকসভা ভোটের আগে শান্ত নবদ্বীপকে অশান্ত করতে তপর বিজেপি এবং তার দোসর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। তার অভিযোগ নবদ্বীপকে অশান্ত করতে এর আগেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একাধিক কর্মীকে মারধর করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা। আবারও লোকসভা ভোটের আগে কলেজ চত্বরে ঢুকে আমাদের এক কর্মী তৃতীয় বর্ষের কলেজ ছাত্রী দিশা ভট্টাচার্যকে বেধড়ক মারধর করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা। তিনি আরও বলেন, রক্তের বিনিময়ে নয়, এর মোকাবিলা করবো আমরা রাজনৈতিকভাবে।

জঙ্গলমহলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল ঃ এক মাস পার হতে না হতেই ফের জঙ্গলমহলে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৮ এপ্রিল রাইপুরে জনসভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি খাতড়ায় প্রশাসনিক সভা করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর এই সভা নিয়ে কম সমালোচনা হয় নি। বিরোধীরা প্রশাসনিক সভার মোড়কে দলীয় সভা বলেও কটূক্তি করেন। ফের তাঁর এই সফর ঘিরে সমালোচনা শুরু হয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার দুটি আসনেই হার মানতে হয় তৃণমূলকে। বাঁকুড়া লোকসভা আসনে পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ সুব্রত মুখার্জিকে প্রার্থী করেও বিজেপির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। নির্বাচনী ময়দানে প্রথমবার প্রার্থী হয়ে প্রায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ভোটে জয়ী হন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার। অপরদিকে বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনটিও হাতছাড়া হয় তৃণমূলের। বিজেপির সৌমিত্র খাঁ জয় ছিনিয়ে নেন। এরপর বিধানসভা নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেও জেলায় বারোটি আসনের আটটিতে জয়ী হয় বিজেপি। পরপর দুটি বড় নির্বাচনেই বাঁকুড়াবাসী শাসকদলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় চিন্তিত তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

মুর্শিদাবাদে ইভিএম ভর্তি কন্টেনার গাড়ি ভেঙে দিল স্কুলের তোরণ, ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথে নামলেন শিক্ষকরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৪ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদের কান্দি রাজ্য উচ্চ বিদ্যালয়ে ইভিএম ভর্তি কন্টেনার গাড়ি ভেঙে দিল স্কুলের তোরণ। প্রতিবাদে তোরণ সংস্কারের ক্ষতিপূরণের দাবিতে পথে নামলেন শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। লোকসভা নির্বাচনের জন্য কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে ডিসিআরসি সেন্টার করা হয় কান্দি মহকুমার বিভিন্ন বিধানসভার বুথের জন্য। এই সেন্টার থেকেই ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাবেন ভোট কর্মীরা। কিন্তু কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে কান্দি মহকুমা শাসক কার্যালয়ের অদূরেই ইভিএম স্ট্রং রুম সেন্টার তৈরি করা হয়। কিন্তু সেখানে ইভিএম রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তবে একটি বড় কন্টেনার গাড়ি হঠাৎই বৃহস্পতিবার কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢুকতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। কন্টেনারের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্কুলের নব নির্মিত তোরণ। স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, বৃহস্পতিবার কান্দি স্কুলে ভোটের জন্য কোনও রিক্যুইজিশন ছিল না। সকাল দশটার সময়ে স্কুল আওয়ার্সেই একটা বড় গাড়ি এখানে ঢুকে পড়ে। একেবারের স্কুলের গেটের মাঝে এসে এমনভাবে আটকে পড়ে, না চালক গাড়ি বার করতে পারছিলেন, না ঢোকাতে পারছিলেন। এই গেটটা করতে ৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। একটা প্রজেক্টের টাকা ও অন্যান্য থেকে অনুদান নিয়ে এই গেটটা করা হয়েছে। গেটটা ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমাদের দাবি আমাদের স্কুলের গেট যে অবস্থায় ছিল, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান এসডিও। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাঁরা।

হাওড়া ময়দানে শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামের গ্যালারি পুনঃর্গঠন করবে মেট্রো

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ হাওড়া ময়দান থেকে গ্রীন লাইনের এসপ্ল্যানেড প্রসারিত মেট্রো পরিষেবা ১৫.০৩.২০২৪ থেকে শুরু হয়েছে। এই ভূগর্ভস্থ প্রসারিত নির্মাণের জন্য, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ, কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড (কেএমআরসিএল) ২০১৪ সালে হাওড়া ময়দানে শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামের কিছু জমি নিয়েছিল পুনরুদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং শেষ হওয়ার পরে একই জমি স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করে। কাজ- এর. যেহেতু এই প্রসারিত কাজটি বাণিজ্যিক পরিষেবাগুলি শুরু করার সাথে সম্পন্ন হয়েছে, যা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, KMRCL কর্তৃপক্ষ এখন হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টরের কাছে জমা দেওয়া প্রস্তাবিত গ্যালারির অঙ্কনের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করছে। এই অঙ্কনটি হাওড়া ডিএম-এর কাছে ০৫.১২.২০২৩ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছিল। তার আগে, এই গ্যালারি তৈরির জন্য ড্রয়িংয়ের অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট (রাস্তা) থেকেও। এই দুটি সরকারী সংস্থার কর্মকর্তারা ডিএম-এর কাছে জমা দেওয়ার আগে অঙ্কনটিতে স্বাক্ষর করেছেন। এখনও অবধি কেএমআরসিএল কাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও অনুমোদন পায়নি। ২৩.০১.২০২৪-এ হাওড়া ডিএম এবং কালেক্টরকে একটি অনুস্মারকও দেওয়া হয়েছিল। গ্যালারি তৈরি হয়ে গেলে কেএমআরসিএল স্টেডিয়ামের সীমানা প্রাচীরও নির্মাণ করবে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করবে। প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে কাজ শেষ হচ্ছে না। কেএমআরসিএল স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে এই টুকরো জমি অধিগ্রহণের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকবে। সবুজ সংকেত দিলেই কাজ শুরু হবে।

ভোটের প্রচার ধাক্কা খেলো আবহাওয়ার কাছে

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ ভোটের প্রচার ধাক্কা খেলো আবহাওয়ার কাছে। আজ কালনায় ৩৯ ডিগ্রি তাপমাত্রা তাই ভোটের প্রচারকে পাঁচটার পর করার সিদ্ধান্ত নিলেন কালনার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিল বসু। কালনা মিউনিসিপ্যালিটির ১০ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা লক্ষীর ভান্ডার নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছেন। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় প্রকল্প মহিলাদের জন্য লক্ষীর ভান্ডার , সেই লক্ষীর ভান্ডারে সামনে নিয়ে কালনা মিউনিসিপ্যালিটির ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা প্রচারে বেরিয়েছেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর অনিল বসু জানান সারাদিন ধরে যেভাবে রৌদ্রের তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে তাই আমরা বিকেলে পর থেকেই এই প্রচার পর্ব শুরু করেছি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত প্রার্থী তৃণমূলের শর্মিলা সরকারকে বিপুল ভোটে জয়লাভের জন্য প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত মহিলা কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন।

বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে অসহায় মানুষগুলোর জন্য ত্রাণ তহবিল তোলা হলো

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ ভয়াল ঝড়ের কবলে পড়েছিল জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির বেশ কিছু এলাকা। ময়নাগুড়ির বার্নিশ এলাকায় ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিছুদিন আগেই এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপে লন্ডভন্ড হয়ে যায় ওই এলাকা। প্রচুর মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, কয়েকজনের প্রাণ যায় অনেকেই আহত হন। আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়া হোক কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় ভয়ানক ঘূর্ণিঝড়ের চিত্র আমরা বারে বারে দেখেছি। এদিন শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়া অসহায় মানুষগুলির জন্য তহবিল তোলা হলো। এই তহবিল তোলার মাধ্যমে তারা অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ালো। এদিন সকালে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়া অসহায় মানুষগুলোর জন্য তহবিল তোলা হয়। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী কমিটির সেক্রেটারি বাপি সাহা জানান কয়েকদিন আগে ঝড়ের প্রকোপে লন্ডভন্ড হয়ে যায় সব কিছু, আমরা টিভিতে কিংবা খবরের কাগজে দেখতে পেরেছি। এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে আজ তহবিল তোলা হচ্ছে। যা উঠবে, সেই দিয়ে অসহায় মানুষগুলোর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগেই এই ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু এলাকায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই দিনই মুখ্যমন্ত্রী রওনা হয়ে যান। রাতে জলপাইগুড়ি হাসপাতালে গিয়ে আহত মানুষদের সাথে সাক্ষাৎ করেন পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরের দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ঝড়ের কবলে পড়ে আহত দুই জনের সাথে দেখা করেন, পাশে থাকার আশ্বাসও দেন।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ঘোকসাডাঙ্গা থানার অন্তর্গত আশ্রমপাড়া এলাকায়। মৃতার নাম শর্মিষ্ঠা পাল মিত্র। মৃতার পরিবার সূত্রে খবর, বুধবার রাত বারোটার দিকে তাদের কাছে খবর আসে যে শর্মিষ্ঠা অসুস্থ রয়েছে। এরপরই পরিবারের সদস্যরা শ্বশুরবাড়িতে যান তার বাপের বাড়ির লোকেরা। সেখানে গিয়ে দেখেন ঘরের মেঝের মধ্যে নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছে শর্মিষ্ঠা। এরপর তাকে উদ্ধার করে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শর্মিষ্ঠার পরিবারের অভিযোগ, শর্মিষ্ঠাকে তাঁর স্বামী রাজু মিত্র শ্বাস রোধ করে খুন করেছে। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

খুলে যাচ্ছে বন্ধ সাইলি ও দেবপাড়া চা বাগান, খুশির হাওয়া শ্রমিক মহলে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার খুলেছে মালবাজারের সাইলি চা বাগান। আগামী সোমবার থেকে স্বাভাবিক হবে বানারহাটের দেবপাড়াও। দুটি বাগানের পরিচালকরাই বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এদিন অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) প্রিয়দর্শিনী ভট্টাচার্যকে মালিকপক্ষ ওই চিঠি পাঠায়। স্বাভাবিকভাবেই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে শ্রমিকরা। সাইলি চা বাগানটি বন্ধ হয়েছিল গত ৫ ফেব্রুয়ারি। এরপর শ্রম দফতরের পক্ষ একাধিকবার বাগান খোলার জন্য কখনও দ্বিপাক্ষিক আবার কখনও ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হলেও তা সফল হয় নি। অবশেষে এদিন মালিকপক্ষের চিঠিতে জট খোলে। তাতে জানানো হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে তাঁরা কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি প্রদানের নির্ঘন্টও মালিকপক্ষ ঠিক করেছে। আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে বকেয়া থাকা এক পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি ও ১২ এপ্রিলের মধ্যে আরেকটি পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি দেওয়া হবে। লিভ ট্র্যাভেল অ্যালাউন্স বা সাল ছুটির টাকা, বকেয়া মজুরির এরিয়ার, কর্মচারীদের বকেয়া বেতন, বকেয়া থাকা ১ শতাংশ হারের বোনাস সবকিছুই মিটিয়ে দেওয়া হবে ৩০ জুনের মধ্যে। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির মত অন্যান্য ইস্যুগুলি নিয়ে জুনের শেষ সপ্তাহে পর্যালোচনামূলক বৈঠকে আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে দেবপাড়া চা বাগানের মালিকপক্ষ জানিয়েছে গত বছরের ১৪ ডিসেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া থাকা এক পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি আগামী ৬ এপ্রিলের মধ্যে অনলাইনে শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মারফত দেওয়া হবে। আরেকটি বকেয়া পাক্ষিক সপ্তাহের মজুরি মিলবে ১০ জুনের মধ্যে। ৮ এপ্রিল বাগান খোলার সময় শ্রমিকদের উপস্থিতি যাতে যথেষ্ট সংখ্যক থাকে সেকথাও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার নামা

শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র ঘোষ, সাং – গ্রাঃ+পোঃ- মালিয়া, থানা - হরিপাল, জেলা – হুগলী, বিগত ইং ০৪/০৫/২০২১ তারিখে হরিপাল সাবরেজিস্ট্রার অফিস ০৬০৭ নং বহির ১৪৭৯ নং আমমোক্তার দলিল মুলে বলাই চন্দ্র ঘোষ, পিতা কালিপদ ঘোষ মহাশয় এর ওয়ারিশগণ যথাক্রমে শ্রীমতী প্রতীমা ঘোস, শ্রীমতী তনুশ্রী পান ও শ্রীমতী মিনতী পন্ডিত বড় ভাই শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশিল: জেলা - হুগলী, মৌজা - মালিয়া , জে. এল নং ১২৩, L. R খতিয়ান নং ৪৯০ ও L.R দাগ নং ৩০৪ (তিন শত চার) ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ২.৭৮ শতক।এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে আমার মক্কেল শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় বলাই চন্দ্র ঘোষ, সাং – গ্রাঃ+পোঃ- মালিয়া, থানা - হারিপাল, জেলা – হুগলী- কে জানাইতে হইবে ।

ইতি
Mir Md Kalimuddin
Advocate
Judges' Court,
Chinsurah Hooghly, 04.04.2024

বর্ধমান-পূর্বের বিজেপি প্রার্থী বিরুদ্ধে পড়ল পোষ্টার, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ বহিরাগত চতুর্থ শ্রেণী পাশ- অসীম সরকারকে মানছি না, মানব না প্রচারে রাষ্ট্রবাদি বিজেপি কর্মীগণ। এই পোষ্টার পড়ল বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর অসীম সরকারের বিরুদ্ধে। এই পোস্টার ঘিরে বর্ধমান জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য। বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-২ পাটুলি বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় পরেছে এই বিতর্কিত পোষ্টার। পরে অবশ্য ওই পোষ্টারের খবর ছড়িয়ে পরতেই ওই পোষ্টারগুলি ছিঁড়েও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিজেপি প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতা ফোর পাশ তা নিয়েও শুরু হয়েছে জোড় চর্চা। তবে পোষ্টার প্রসঙ্গে অসীম সরকার বলেন , এই পোস্টার বিজেপির কেউ মারতে পারে না। সেই সঙ্গে নিজের ফোর পাস শিক্ষাগত যোগ্যতা কার্যত স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেন, তিনি ফোর পাস হতে পারেন, কিন্তু জনগণের কাছে ভালোবাসায় সবসময় পাস থাকতে চান। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীও কম পড়াশোনা করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন বলেও এদিন উপমা দেন বিজেপি প্রার্থী। অসীমবাবু আরো বলেন, যারা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তারা কি জানেন যে তার ইংরেজিতে ও কবিগানও লেখা আছে। তার সার্টিফিকেট হয়ত ফোর পাস। তবে সার্টিফিকেট না থাকলেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও একজন কবিকে অনেক কিছুই পড়াশোনা করতে হয়। যারা শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তাদের সামনা সামনি এসে তার সাথে কথা বলতেও আহ্বান করেন অসীম সরকার। এই প্রসঙ্গে পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূলের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, বির্তর্কিত পোস্টার কান্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন হাত নাই, এটা বিজেপির বিক্ষুব্ধদের কাজ। তিনি বলেন, বিজেপি কর্মীরাই বলছে উনি ফোর পাশ, ওনার মুখের ভাষা অত্যন্ত অশ্লীল। ঘরেতে আবার দু-তিনটে বৌ রয়েছে বলে বিজেপিরাই অভিযোগ করছে। তারাই বলছে বহিরাগত প্রার্থী মানবে না। তার এলাকায় তো বিজেপি কর্মীরা একটা দেওয়ালও এখনো পর্যন্ত লেখে নি। তৃণমূলের প্রার্থী শর্মিলা সরকার একজন ডাক্তার। তার প্রচারই চলছে সর্বত্র।

মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৪ এপ্রিল ঃ নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের খোদামবাড়ী এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিক্রমচক গ্রামে একটি মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দেখা গেছে, স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বছর ৪৬ এর আল্পনা দাস নামক ওই মহিলা খোদামবাড়ির ভীম বাজারে সবজি ব্যবসা করতেন গত পাঁচ দিন ব্যবসাতে না যাওয়ায় বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করা হয় বাড়ির কাছে গিয়ে ডাক দিলে কেউ সারা দেয় না এবং বাড়ি থেকে পচা গন্ধ বের হয়। তখন পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে তালা ভাঙ্গে দেখে ওই মহিলা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। উল্লেখ্য ওই মহিলা বাড়িতে একা থাকতেন স্বামী মাধব দাস রাজমিস্ত্রির কাজ করে বাইরে থাকে। ছেলে তার শ্বশুরবাড়িতে থাকে। তাই দীর্ঘদিন ওই মহিলা বাড়িতে একাই থাকতেন।

লরির ধাক্কায় মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান শহরের সদরঘাট রোড শাঁখারি পুকুর এলাকায় বরফ কলের সামনে। মৃতের নাম ভবানী প্রসাদ হালদার (৭৮)। মৃত ব্যাক্তির বাড়ি বর্ধমান শহরের ২ নম্বর ইছলাবাদের বড়বেনেপাড়ায়। এদিন বিরহাটা থেকে সাইকেলে করে তেলিপুকুর যাওয়ার সময় লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। তড়িঘড়ি তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষনা করে। তার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত হারালা পুল এলাকায় বৃহস্পতিবার একটি ১২ চাকা বালি বোঝাই ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছটি দোকান ভেঙে রাস্তার পাশে উল্টে যায় এই ঘটনায় দোকান ঘর বন্ধ থাকায় কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনাস্থলে আসে জামালপুর থানার পুলিশ।

হবিবপুর থেকে হুঙ্কার শুভেন্দুর, প্রসূনকে শাহজাহানের সঙ্গে তুলনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ এপ্রিল ঃ উত্তর মালদার হবিবপুর বিধানসভার কেন্দপুকুরে বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর সমর্থনে বিজয় সংকল্প সভা থেকে হুঙ্কার শুভেন্দু অধিকারীর। চিরাচরিত ভঙ্গিতে মঞ্চ থেকে তীব্র আক্রমণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কে। দুর্নীতি এবং নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে সরব। তোপ দাগলেন উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থীকেও। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে শাহজাহানের সঙ্গে তুলনা। সাথে রাজ্যের বিরোধী দল নেতার বক্তব্যে হিন্দুত্বের তাস। আবার প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশের বার্তা নিয়ে আহ্বান জানালেন সংখ্যালঘুদের কেউ। বুধবার রাতে মালদায় এসে পৌঁছান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটা নাগাদ হবিবপুর ব্লকের কেন্দপুকুর স্কুল সংলগ্ন ময়দানে খগেন মুর্মুর সমর্থনে বিজয় সংকল্প সভায় যোগ দেন। সাথে উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত প্রমুখ। এদিনের জনসভায় মূলত হবিবপুর এবং গাজল বিধানসভার কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপক সংখ্যায় কর্মীদের উপস্থিতি এবং উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সভাস্থলে কার্যত তিল ধারণের জায়গা ছিল না। মাঠের বাইরে রাস্তাও ছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের দখলে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তপন শিকদারের প্রতিকৃতি দিয়ে শুভেন্দু কে স্বাগত জানায় জেলা বিজেপি। বক্তব্যের শুরু থেকেই তৃণমূলকে চাচা ছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। শুভেন্দুর অভিযোগ পুনরায় সিএএ নিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে তৃণমূল। সিএএ মানুষকে নাগরিকত্ব প্রদান করবে। কারোর নাগরিকত্ব কেড়ে নেবে না। শুভেন্দুর দাবি উত্তর মালদায় বিজেপি ইতিমধ্যেই জিতে গেছে। দ্বিতীয় স্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা হচ্ছে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে। তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্য উনি পুলিশ সুপার এবং ডিআইজি থাকাকালীন মালদা এবং বালুরঘাটে বহু অপকর্ম করেছেন। উনার নেতৃত্বে পঞ্চায়েত এবং পুরসভা নির্বাচনে ভোট লুঠ হয়েছে এই এলাকাগুলোতে। প্রসূন ব্যানার্জিও শেখ শাহজাহান। মোদী স্তুতি করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, মোদীজি কথা দিয়ে কথা রেখেছেন। ৫০০ বছর পর রাম মন্দির নির্মাণ করেছেন। সাথে কর্মীদের রামনবমীর প্রস্তুতির বার্তাও দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে শুভেন্দু অভিযোগ করেন মমতা গাজলে এসে রাজবংশী এবং মতুয়াদের অপমান করেছিল। তার বদলা এখানকার মানুষদের নিতে হবে। সাথে জেলার পরিযায়ী সমস্যা থেকে শুরু করে নারী নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে একের পর এক তোপ দাগেন রাজ্য সরকারকে। শুভেন্দুর নিশানা থেকে বাদ জাননি প্রশাসনিক আধিকারিকরাও। মালদার পুলিশ সুপার এবং হবিবপুরের বিডিওর উদ্দেশ্যে সাবধানি বার্তা দেন শুভেন্দু। দাবি করেন যতই যা করুন আপনারা কিন্তু কোন মতে তৃণমূল জিতবে না। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি শুভেন্দুর বক্তব্য, তৃণমূলের সকলেই শেখ শাহজাহান। তাই প্রসূনকেও বলেছি। উনি এখানে তৃতীয় স্থানে থাকবেন। পুলিশে থাকাকালীন তো সম্পূর্ণ তৃণমূলের দলদাস ছিলেন। খগেন মুর্মুর জয় অবধারিত। বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু জানান, সম্মানীয় বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে কর্মীদের মনবল চাঙ্গা হলো আরো। আর তৃণমূলের রাতের ঘুম ছুটে গেল।

ফাঁসিদেওয়ায় প্রচার সারলেন রাজু বিস্তা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ ফাঁসিদেওয়ায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্তা। বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়ার জ্যোতিনগরে কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে হুডখোলা গাড়িতে করে বিডিও অফিস এবং পরে জালাস থেকে রাঙাপানি পর্যন্ত প্রচার পর্ব সারেন তিনি। এদিন লিচুপাকরির পাহাড়ী মাতার মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। রাজু বিস্তা জানান, মানুষের উৎসাহ দেখে ভালো লাগছে। এই এলাকার মানুষ সচেতন। মানুষ তৃণমূলকে দেখে ভোট দেবে না, প্রধানমন্ত্রীকে দেখে ভোট দেবে। এছাড়াও তিনি বলেন, এই এলাকায় জল জীবন মিশনের জল পাচ্ছে না মানুষ। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্তে গরু পাচার নিয়ে পুলিশকেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

ঝাড়গ্রামে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৪ এপ্রিল ঃ বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ঝাড়গ্রামে। কাঠগড়ায় তৃণমূল। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার গোবিবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুজড়া গ্রামে। ঘটনায় অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে এই কুজড়া গ্রামে আয়োজিত হয়েছিল হরিনাম সংকীর্তন। সেই সময় ওই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যে রূপা পালোই ও তাঁর সপরিবারে দেখতে গিয়েছিলেন সেই হরিনাম সংকীর্তন। আর সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় সেই সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। হরিনাম সংকীর্তনে থাকাকালীন ওই বিজেপির পঞ্চায়েত খবর পেয়ে যখন বাড়িতে যান, তখন দেখেন পুরো বাড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গোটা বাড়ি। ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ২টি ছাগল। এর পাশাপাশি বাড়িতে থাকা সমস্ত আবাসপত্র, গুরুত্বপূর্ণ নথি পুড়ে গেছে। তবে কে এই ঘটনা ঘটেছে তার সঠিক তদন্ত চাইছেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সহ পরিবারের লোকজন। তৃণমূলের তরফেও সঠিক তদন্তের মাধ্যমে কড়া শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ছে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার নামা

শ্রীমত্তি শান্তি পাল, স্বামী শ্রী পলাশ পাল, সাং - গোপিনগর, পো: খামারচন্ডি থানা - হারিপাল, জেলা – হুগলী, বিগত ইং ০৪/০৮/২০২১ তারিখে হারিপাল সাবরেজিস্ট্রার অফিস ০১ নং বহির ২২৯৫ নং আমমোক্তার দলিল মুলে **রতন পাল মহাশয় এর ওয়ারিশগণ** আমাকে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী যার তপশিল: জেলা - হুগলী, মৌজা গোপীনগর , জে. এল নং ৭৩, L. R খতিয়ান নং ৭০৪, R.S ও L.R দাগ নং ১৮০ (এক শত আশি) ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তির পরিমান ১২.৫৮৫ শতক বা ৭.৬১৪ কাঠা। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করে ১ মাসের মধ্যে আমার **মক্কেল শ্রীমতী শুক্লা কর্মকার,** স্বামী শ্রী প্রভাত কর্মকার, সাং তেঘরী, পোস্ট - সন্তোষপুর, থানা তারকেশ্বর, জেলা -হুগলী কে জানাইতে হইবে।

ইতি
Mir Md Kalimuddin
Advocate
Judges' Court,
Chinsurah Hooghly, 04.04.2024

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৩.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-০০১-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে আপ এবং ডাউন মেন লাইনে দমদম জংশন এবং বরানগর রোড শাখার মধ্যে ব্রিজ নং ২সিসিআর (রেলওয়ে ফ্লাইওভার) -এর রিগার্ডারিং। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,০১,৭৩,২৪১.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৬,০০,৯০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ www.ireps. gov.in -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভারতীয় রেলওয়ের স্টান্ডার্ড জেনারেল কন্ডিশন অফ কনট্র্যাক্ট ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। SDAH-03/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কালীমন্দিরে পূজো দিলেন গোপাল লামা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ আর কয়েক দিনের অপেক্ষা তারপরেই লোকসভা নির্বাচন। ভোট যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনিত প্রার্থীরা জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন। এবার দার্জিলিং লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনিত প্রার্থী গোপাল লামা। এদিন সকালে শিলিগুড়ি ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচার চালান তিনি। প্রথমে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কালীমন্দিরে পুজো দেন গোপাল লামা, তারপর বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী প্রচার চালান। গোপাল লামার সাথে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ আরো সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের তৃণমূল নেতৃত্বরা। দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ জানান আমরা তো প্রচার সারা বছর বিভিন্ন রকম জনমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে করে ফেলেছি। প্রার্থী গোপাল লামা ভূমিপুত্র, তার পরিচিতি রয়েছে ।

তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিলো মেচ সম্প্রদায়ের মানুষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ বিজেপিকে সমর্থন করেও স্বপ্নপূরণ হয়নি। প্রতিশ্রুতি দিলেও তা পূরণ করেনি। তাই এবছর তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিলো মেচ সম্প্রদায়ের মানুষ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান অল ইন্ডিয়া মেচ সমাজ। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে বিভিন্ন জাতির ১৩টা ডেভলপমেন্ট বোর্ড গঠন করেছে। তাদের মাধ্যমে ওই জনজাতির উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। এই কাজ দেখেই অনুপ্রানিত মেচ সম্প্রদায়। তাই তারা তাদের বোর্ড গঠনের দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি পাঠিয়েছেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য জিটিএ প্রধান অনীত থাপার সঙ্গেও বৈঠক করেছে। তিনি তাদের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাবেন। এদিকে ২০১৯ সালে বিজেপিকে সমর্থন করে তাদের কাছে বোর্ড সহ মেচ ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল মেচরা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সাংসদরা তাদের সঙ্গে কথাও বলেনি এইবিষয়ে। একারণে এবছর তৃণমূলকে সমর্থন করছে তারা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং.-সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২ তাং. ০২.০৪.২০২৪।

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিসনের **হিন্দমোটর** (বুকিং অফিসের নিকটে), **বোলপুর** (কম্পোজিট), **নলহাটী** (পিএফ নং. ১), **চন্দননগর** (পিএফ নং. ১-এর ব্যান্ডেল প্রান্তের নিকটে), **সিঙ্গুর** (পিএফ নং. ১-এর নিকটে) এবং **আহমদপুর জংশন** (পিএফ নং. ১) স্টেশনে ০৩ বছরের জন্য এবং **ডানকুনি জংশন স্টেশন** (চতুস্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে)-এ কেবলমাত্র ০৬ মাসের জন্য সাধারণ সুলভ শৌচালয় পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের নতুন চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। এই ই-নিলামটি রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আরও বিশদের জন্য এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুগ্রহ করে www. ireps.gov.in ওয়েবসাইটের ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-৭-২৪। ক্র. নং.; লট নং এবং স্টেশন নিম্নরূপ** ঃ (১) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ- এইচএমজেড - টিওআই-২৯-২৩-১ এবং হিন্দমোটর (এইচএমজেড)। (২) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- বিএইচপি -টিওআই-৫৫-২৩-১ এবং বোলপুর (বিএইচপি)। (৩) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- সিজিআর - টিওআই-৩৩-২৪-২ এবং চন্দননগর (সিজিআর)। (৪) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এনএইচটি -টিওআই-৪২-২৩-১ এবং নলহাটী (এনএইচটি)। (৫) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- ডিকেএই - টিওআই-৭০-২৪-১ এবং ডানকুনি (ডিকেএই)। (৬) পিএনইউ -এইচডব্লুএইচ- এসআইইউ - টিওআই-২১-২৩-১ এবং সিঙ্গুর (এসআইইউ)। (৭) পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ- এএমপি - টিওআই-৩৯-২৪-১ এবং আহমদপুর (এএমপি)। **নিলামের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা (ক্র. নং ১ থেকে ৭-এর জন্য)। HWH-05/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কেন পদত্যাগের কথা বলেছিলেন?

স্টিমাচের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিলঃ চলতি বছরের ২ এপ্রিল, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সিনিয়র জাতীয় দলের প্রধান কোচ ইগর স্টিমাচের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন। এই বৈঠকে কল্যাণ চৌবে ও ইগর স্টিমাচ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের একাধিক কর্তা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেনলা ইথেনপা, অনিলকুমার প্রভাকরণ এবং ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এম সত্যনারায়ণ। কমিটির অপর তিন সদস্য এনএ হারিস, এআইএফএফ-এর সহ-সভাপতি আইএম বিজয়ন এবং ক্লাইম্যাক্স লরেন্স সভায় যোগ দিতে পারেননি। হারিস তার মায়ের মৃত্যুর কারণে বৈঠকে উপস্থিত হতে পারেননি। পরে তিনজনকেই বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। বৈঠকের সময় ভারতীয় দলের প্রধান কোচ ইগর স্টিমাচকে প্রশ্ন করা হয়, কেন তিনি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে পদত্যাগের কথা বলেছিলেন? আসলে সাম্প্রতিক স্টিমাচ বলেছিলেন যে ভারত ফিফা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ২০২৬-এর রাউন্ড তিনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হলে তিনি পদত্যাগ করবেন। এই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। স্টিমাচ বলেন, ওই সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন। এই বৈঠকের পরে ভারতীয় দলের প্রধান কোচ বলেন, ''এক বছর আগে, আমি বলেছিলাম যে আমরা চেষ্টা করব এবং রাউন্ড ৩ এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করব এবং বর্তমানে আমরা গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছি। এবং দুটি দল এই গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করবে। আমরা ৬ জুন, ২০২৪-এ কুয়েতের বিরুদ্ধে ম্যাচের পরে এই বিষয়ে আরও আলোচনা করব।'' তিনি আরও বলেছিলেন, ''৬ জুন কুয়েতের বিরুদ্ধে খেলাটি ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় দিনগুলির মধ্যে একটি হবে, কারণ একটি জয় আমাদের প্রথমবারের মতো রাউন্ড ৩-এ যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করবে। স্টাফ এবং খেলোয়াড়রা সকলেই এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত সম্পর্কে সচেতন যা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এবং আমরা জয়ের জন্য আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সবকিছু করব।'' তিনি আরও বলেন, ''এআইএফএফ কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আমি সকলের উদ্বেগের প্রশংসা করি এবং আশা করি আমরা জুনে ইতিহাস তৈরি করতে একসঙ্গে কাজ করব।'' বৈঠকের পরে অনিলকুমার এবং ইথেনপা কোচকে শুধু সামনের গেমগুলিতে মনোযোগ দিতে বলেছেন এবং সেই অনুযায়ী দলের প্রস্তুতির পরিকল্পনা করতে বলেছিলেন। বিজয়ন বলেছেন, ''আমি খুশি যে আমরা প্রধান কোচের সঙ্গে ভালো আলোচনা করেছি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রাউন্ড ৩ তে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে আমাদের হাতে দুটি ম্যাচ রয়েছে। এখন সময় এসেছে আমরা পরের দুটি ম্যাচে মনোনিবেশ করব এবং জাতীয় দলের পিছনে দৃঢ়ভাবে থাকতে চাই যাতে তারা তাদের সেরাটা দিতে পারে।''

ভাঙা হল ইস্টবেঙ্গলের অস্থায়ী নির্মাণ, সমস্যা মেটার আশ্বাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ আইএসএলে কেরল ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে প্লে-অফের অক্সিজেন পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তার পরের দিনই নতুন সমস্যার কথা প্রকাশ্যে এল। ক্লাবের একটি অংশে অনুমতি ছাড়া অস্থায়ী নির্মাণ তৈরি করার চেষ্টা করায় তা ভেঙে দিল সেনাবাহিনী। তবে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা জানিয়েছেন, একটি ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল। তা মিটে গিয়েছে। দ্রুতই আবার নির্মাণ কাজ শুরু হবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রধান গেটের ডান দিকে কাফেটেরিয়ার পিছনের অংশে একটি ভগ্নপ্রায় শৌচালয় ছিল। সেটি সংস্কার করে নতুন করে বানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ক্লাবের তরফে। সেই মতো কাজও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান বা মহমেডান ক্লাবের জমি সেনাবাহিনীর অধীনে। যে কোনও

নির্মাণের আগেই তাদের অনুমতি লাগে। সেনাবাহিনীর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক উইং কমান্ডার হিমাংশু তিওয়ারি জানিয়েছেন, গত ২৬ মার্চ প্রথম বার সেনাবাহিনী টহল দিতে গিয়ে ওই অস্থায়ী নির্মাণ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ বন্ধ করতে বলা হয়। এর পর ১ এপ্রিল ফের টহল দিতে গিয়ে দেখা যায়, কাজ বন্ধ হয়নি। তখনই নির্মিত বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে ফেলা হয়। ক্লাবের কাছে অস্থায়ী নির্মাণের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। তবে ইস্টবেঙ্গলের কর্তা দেবব্রত সরকার জানিয়েছেন, তাঁরা অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কোনও কারণে সেই চিঠি পৌঁছয়নি। ফলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ক্লাবের একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁরা সেনাকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সমস্যা মিটে গিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই নির্মাণকাজ শুরু হবে। অতীতে মোহনবাগান ক্লাবেও এ রকমই অস্থায়ী নির্মাণ কাজ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।

হার্দিককে নিয়ে অখুশি রোহিত, মুম্বই দল ছাড়তে পারেন হিটম্যান

মুম্বই, ৪ এপ্রিলঃ হারের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের। দলের অন্দরের ছবিটা ভাল নয়। প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বর্তমান অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়ার মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। তাঁদের মধ্যে প্রকাশ্যে ঝগড়া হচ্ছে। হার্দিকের অধিনায়কত্বে খুশি নন রোহিত। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে রোহিত মুম্বই দল ছাড়তে পারেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মুম্বইয়ের এক ক্রিকেটার সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, হার্দিকের অধিনায়কত্বের জন্যই দু'জনের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে। মাঠে হার্দিকের অনেক সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না রোহিত। তিনি নিজের মতামত জানাচ্ছেন। সেগুলি আবার হার্দিক শুনছেন না। তিনি নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। ফলে খেলা শেষে সাজঘরে ফিরেও প্রকাশ্যে ঝগড়া করছেন তাঁরা। তাতে দলের অন্দরের পরিবেশ আরও খারাপ হচ্ছে। সেই ক্রিকেটার আরও জানিয়েছেন, রোহিত মুম্বইয়ে খুশি নন। তিনি দল ছাড়তে চাইছেন। এ বার হবে না। কিন্তু পরের বার তিনি আর মুম্বইয়ে থাকতে চাইছেন না। এই বিষয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে নাকি আলোচনাও শুরু করেছেন রোহিত। এ বারের আইপিএলের নিলামের আগে গুজরাত থেকে হার্দিককে কিনেছে মুম্বই। নিলামের আগে রোহিতকে সরিয়ে হার্দিককে অধিনায়ক করেছে তারা। রোহিত মুম্বইকে পাঁচ বার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছেন। তাই তাঁর পক্ষে এটা হজম করা কঠিন। হার্দিক অধিনায়ক হিসাবে প্রথম তিনটি ম্যাচে হেরেছেন। তাই তিনিও চাপে। সব মিলিয়ে মুম্বই শিবিরের পরিবেশ ভাল নয়।

ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে আবার পতন ভারতের, চাপ বাড়ছে ইগরের

দুবাই, ৪ এপ্রিলঃ পতন যেন থামানোই যাচ্ছে না। গত নভেম্বরেও ১০০ মধ্যে ছিল যে টিম, তারাই এখন নামতে নামতে তলানিতে। পরিস্থিতি এমন যে, ভারতীয় ফুটবল উন্নতির পথই দেখতে পাচ্ছে না। বুধবারই ফিফা এই মাসের র‍্যাঙ্কিং তালিকা ঘোষণা করেছে। তাতে ১২১এ নেমে গিয়েছে সুনীল ছেত্রীর ভারতীয় টিম। মাসখানেক আগেও ১১৭ ছিল ভারতের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং। আফগানিস্তানের কাছে প্রাক বিশ্বকাপের ম্যাচে ১-২ হারের কারণে আরও চার ধাপ পতন হল ভারতের। ৬ জুন যুবভারতীতে কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা পর্বের ম্যাচে। ওই ম্যাচে হারলে ভারতের র‍্যাঙ্কিং আরও তলানিতে যেতে পারে, এই আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে। ভারতীয় টিমের ক্রোয়েশিয়ান কোচ ইগর স্টিমাচের মাস মাইনে ৩০ লক্ষ টাকা। বিপুল অর্থ প্রতি মাসে বেতন হিসেবে পেলেও ভারতের পারফরম্যান্স কেন ভালো নয়, তা নিয়ে কথা উঠে গিয়েছে। স্পোর্টস অথারিটি অফ ইন্ডিয়া বা সাই দেশের বিভিন্ন খেলার পারফরম্যান্স নিয়মিত খতিয়ে দেখে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও ইগর স্টিমাচকে তারা ভারতীয় টিমে পারফরম্যান্স খারাপ কেন, তা দর্শাতে বলেছে। ৬ জুন যদি ভারত হারে কুয়েতের কাছে, তা হলে ইগরের চাকরি যাওয়া পাকা। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, ক্রোয়েশিয়ান কোচকে সরালেও কি সুনীল ছেত্রীদের পারফরম্যান্স গ্রাফ উঠবে? এশিয়ান গেমস, এশিয়া কাপ সহ একাধিক টুর্নামেন্টে পর পর হেরেছে ভারত। ইন্টারন্যাশনাল কাপ, ত্রিদেশীয় সিরিজ, সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের মতো কয়েক টুর্নামেন্ট জিতেছেন সুনীলরা।

বড় শাস্তির মুখে পড়তে পারেন ঋষভ পন্থ, হতে পারেন নির্বাসিতও

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিলঃ গাড়ি দুর্ঘটনার ১৫ মাস পর মাঠে ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। পর পর দু'টি ম্যাচে অর্ধশতরানও করেছেন। কিন্তু সেই ক্রিকেটারকেই নির্বাসিত করতে পারে আইপিএল। দু'টি ম্যাচে স্লো ওভার রেটের কারণে জরিমানা হয়েছে পন্থের। আর একটি ম্যাচে মন্থর ওভার রেট হলে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ককে একটি ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হবে। সেই সঙ্গে ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানাও দিতে হবে পন্থকে। বুধবার বিশাখাপত্তনমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে হেরে যায় দিল্লি। আগে বল করে ২৭২

রান হজম করেছিল তারা। জবাবে শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৬৬ রানে। সেই হারের পর পন্থের জরিমানা হয়। গোটা দলেরও জরিমানা হয়েছে। পন্থের ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে। দ্বিতীয় বার মন্থর ওভার রেটের কারণে জরিমানা হয়েছে তাঁর। প্রথম বার চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে মন্থর ওভার রেটের জন্য পন্থের ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছিল। এর পর আবার মন্থর বোলিং হলে দিল্লির অধিনায়ককে এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হবে। তিনটি ম্যাচ হেরে গিয়েছে দিল্লি। লিগ তালিকায় ন'নম্বরে রয়েছে তারা। এ বার যদি পন্থকে নির্বাসিত করা হয় তাহলে আরও কঠিন পরিস্থিতি হবে দিল্লির জন্য। ব্যাট হাতে এ বারের আইপিএলে নিজের ফর্ম বুঝিয়ে দিয়েছেন পন্থ। তরুণ উইকেটরক্ষক এখন ব্যাট হাতেও দলের ভরসা। তাঁর না থাকা সমস্যা হতে পারে দিল্লির জন্য।

গ্যালারি থেকে মায়ামির হার দেখলেন মেসি

ফ্লোরিডা, ৪ এপ্রিলঃ কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে আজ মেক্সিকান ক্লাব মন্টেরের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে ইন্টার মায়ামি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে মাঠের বাইরে ছিটকে পড়া লিওনেল মেসি এই ম্যাচ দিয়েও মাঠে ফিরতে পারেননি। তবে গ্যালারিতে ছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা। মেসি গ্যালারি থেকেই দেখেছেন, তাঁর দেশের ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হোর্হে রদ্রিগেজের ৮৯ মিনিটে দেওয়া গোলে জয় তুলে নেয় মন্টেরে। ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে এর আগে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) ইন্টার মায়ামির সর্বশেষ তিনটি ম্যাচেই মাঠের বাইরে ছিলেন মেসি। তবে গত মঙ্গলবার তিনি দলের সঙ্গে অনুশীলন করায় প্রত্যাশা করা হয়েছিল, কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগেই বুঝি মাঠে ফিরবেন! গত ১৩ মার্চ ন্যাশভিলকে হারিয়ে মায়ামিকে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে তুলেছিলেন মেসি। সে ম্যাচে গোল করার পাশাপাশি চোটও পেয়েছিলেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। চোটের কারণে এরপর মায়ামির হয়ে তাঁর আর মাঠে নামা হয়নি। খেলতে পারেননি আর্জেন্টিনার হয়ে দুটি প্রীতি ম্যাচও। প্রত্যাশা করা হচ্ছে, মেসি হয়তো চ্যাম্পিয়নস কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল ফিরতি লেগে মাঠে ফিরতে পারেন। মায়ামির হয়ে এই নিয়ে টানা চার ম্যাচ মাঠের বাইরে মেসি। শনিবার এমএলএসে কলোরোডো র‍্যাপিডসের বিপক্ষেও তাঁর মাঠের বাইরে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আগামী বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়নস কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল ফিরতি লেগে মেসির মাঠে ফেরার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি। কিন্তু মন্টেরের বিপক্ষে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনো মেসি কবে মাঠে ফিরবেন-সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি, ''আগেই বলা হয়েছে, (মেসির) পরিস্থিতি দিন দিন ভালো হচ্ছে। আজ তাকে খেলানোটা ঝুঁকি হয়ে যেত। সে পুরোপুরি প্রস্তুত নয়, আর এটা দেখা যেতে পারে কলোরোডো ও মন্টেরের বিপক্ষে পরের দুটি ম্যাচেও।'' গত বছর জুলাইয়ে মেসি মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে ছাড়া এই পর্যন্ত ১২ ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুটিতে জিতেছে মায়ামি।

এমবাপের গোল, ফাইনালে পিএসজি

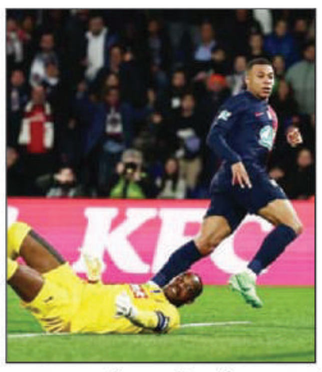

প্যারিস, ৪ এপ্রিলঃ ৩৭ মিনিটে করলেন পেনাল্টি মিস। ভুলটা শুধরে নিতে অবশ্য দেরি করেননি। পেনাল্টি মিসের মাত্র তিন মিনিট পরই গোল! পরে কিলিয়ান এমবাপের সেই গোলকে পুঁজি করেই ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে উঠেছে পিএসজি। গোলটি ম্যাচের ১২ মিনিটেই পেতে পারতেন এমবাপে। ১২ মিনিটে উসমান দেম্বেলের থ্রু পাস থেকে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। কিন্তু তাঁর শট রুখে দেন রেঁনে গোলকিপার স্টিভ মান্দান্দা। তাঁর পায়ে লাগার পর বল বারে লেগেছে। ৩৭ মিনিটে নিজেদের বক্সে এমবাপেকে ফাউল করে পেনাল্টি হজম করেন রেঁনে সেন্টারব্যাক ওয়ার্মড ওমারি। কিন্তু পেনাল্টি থেকে এমবাপের শট রুখে দেন রেঁনের ফরাসি গোলকিপার। চলতি মরসুমে এই নিয়ে তৃতীয়বার পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হলেন এমবাপে। তিন মিনিট পর অবশ্য আর এমবাপেকে ঠেকানো যায়নি। ফাবিয়েন রুইজের পাস পেয়ে শট নিয়েছিলেন এমবাপে। বল ওমারির গায়ে লাগায় 'রং ফুটেড' হয়ে পড়েন মান্দান্দা এবং তাই আর ঠেকাতে পারেননি। বল ঢুকে পড়ে জালে। সেমিফাইনালে রেঁনের বিপক্ষে ১-০ গোলের এই জয়ে ফাইনালে উঠেছে লুইস এনরিকের দল। ২৫ এপ্রিল ফ্রেঞ্চ কাপের ফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ লিঁও। গত মঙ্গলবার অপর সেমিফাইনালে ভ্যালেন্সিয়েসকে ৩-০ গোলে হারায় লিঁও। পিএসজি এই টুর্নামেন্টে রেকর্ড ১৪বার শিরোপা জিতেছে। ফাইনালে ওঠার পর পিএসজি কোচ এনরিকে বলেছেন, ''ভালো লাগছে। এই মরসুমে ফ্রেঞ্চ কাপ আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ফাইনালটা জিততে পারলে সেটি সবার জন্যই সন্তুষ্টির হবে।'' চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল প্রথম লেগে আগামী সপ্তাহে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে পিএসজি। লিগ আঁতেও দ্বিতীয় ব্রেস্তের সঙ্গে ১২ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে এনরিকের দল। লিগে ২৭ ম্যাচে পিএসজি ৬২ পয়েন্ট তুলেছে। তাই মরসুমের এ পথ পর্যন্ত দলের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টিই ঝরল এনরিকের কণ্ঠে, ''লিগ এবং কাপ টুর্নামেন্টে আমরা ভালো অবস্থানে আছি। সুপার কাপ জিতেছি এবং চ্যাম্পিয়নস লিগে ঠিক যেখানে থাকতে চাই, সেখানেই আছি।''

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ সফরে যাবে ভারতীয় টিম, প্রকাশিত সূচি

মুম্বই, ৪ এপ্রিলঃ চলতি বছরে রয়েছে আইসিসি পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপ। ভারতের মাটিতে বর্তমানে চলছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। এই মেগা টুর্নামেন্ট শেষ হলেই শুরু হয়ে যাবে বিশ্বকাপের মহাযুদ্ধ। গত বছর দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ বারের টি-২০ বিশ্বকাপ অবশ্য ভারতের মাটিতে হবে না। তা অনুষ্ঠিত হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। টি২০ বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ সফরে যাবে ভারতীয় টিম। জানেন ওই সফরের সূচি? ভারতের পুরুষ ক্রিকেট টিম অবশ্য পড়শি দেশে টি-২০ সিরিজ খেলতে যাচ্ছে না। সেখানে যাবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিম। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে ২ এপ্রিল আসন্ন ভারত-বাংলাদেশ টি-২০ সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছে। এই সফরে গিয়ে ভারতের প্রমিলা ব্রিগেড ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে। যা শুরু হবে ২৮ এপ্রিল সিলেটে। এ বছর বাংলাদেশের মাটিতে মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। যেখানে ১০টি দল অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গিয়েছে। এখনও অবশ্য

আইসিসির পক্ষ থেকে এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তার আগে আপাতত ৫টি টি-২০ ম্যাচ খেলতে বাংলাদেশে যাবেন হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানারা। এই সফরে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিম বাংলাদেশের সঙ্গে ৩টি দিবা-রাত্রির ম্যাচও খেলবে। যার মধ্যে বাংলাদেশ বনাম ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম ম্যাচ হবে দিন-রাতের।

এক ঝলকে দেখে নিন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের বাংলাদেশ সফরের সূচি-প্রথম টি-টোয়েন্টি-২৮ এপ্রিল, সিলেট • দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি-৩০ এপ্রিল, সিলেট • তৃতীয় টি-টোয়েন্টি-২ মে, সিলেট • চতুর্থ টি-টোয়েন্টি-৬ মে, সিলেট • পঞ্চম টি-টোয়েন্টি-৯ মে, সিলেট

ফোডেনের হ্যাটট্রিকে বিধ্বস্ত ভিলা

লন্ডন, ৪ এপ্রিলঃ ম্যানচেস্টার সিটি এখন কী করতে পারে? নিজেদের বাকি ৮ ম্যাচে প্রতিপক্ষকে হারাতে হবে। এর পাশাপাশি প্রার্থনা করতে হবে, আর্সেনাল এবং লিভারপুল যেন লিগের বাকি পথে পয়েন্ট হারায়। সিটির সামনে এই দৃশ্যপটের উদ্ভব ঘটেছে কারণ সাম্প্রতিক সময়ে শিরোপা জয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর কাছে তাঁরা ৪ পয়েন্ট হারিয়েছে। তবে গতকাল রাতে উনাই এমেরির অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে লিগ শিরোপা জয়ের পথে টিকে রইল পেপ গার্দিওলার দল। এই মরসুমে লিগে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ পাঁচ দলের বিপক্ষে এটাই প্রথম জয় সিটির। আর সেটি দারুণভাবে সম্ভব হয়েছে ফিল ফোডেনের হ্যাটট্রিকে। আর্লিং হলান্ড ও কেভিন ডি ব্রুইনা বেঞ্চে ছিলেন। গার্দিওলা দুই তারকাকে ব্যবহার করেননি। সম্ভবত দরকার পড়েনি। ১১ মিনিটে রদ্রির গোলে সিটি এগিয়ে যাওয়ার ৯ মিনিট পর সমতায় ফিরেছে ভিলা। ২০ মিনিটে গোল করেন জন ডুরান। ম্যাচের বাকিটা ফোডেন 'শো'-প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে (৪৫১), ৬২ এবং ৬৯ মিনিটে তিনটি গোল করেন ইংল্যান্ড মিডফিল্ডার।

প্রিমিয়ার লিগে এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক। এই মরসুমে সিটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৩ ম্যাচে ২১ গোল হয়ে গেল ফোডেনের। এটাই তাঁর ক্যারিয়ার-সেরা মরসুম। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন ফোডেন। ভিলার মানবদেয়ালের ফাঁকা জায়গার দারুণ সদ্ব্যবহার করেন। ৬২ মিনিটে ফোডেনের দ্বিতীয় গোলে রদ্রির অবদান ছিল। ফোডেনকে শট নেওয়ার জায়গাটা তিনিই বের করেন দেন। ৭ মিনিট পরই ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া দুর্দান্ত শটে হ্যাটট্রিক তুলে নেন ফোডেন। সিটি তারকা এত দুর্দান্ত খেলেছেন যে ৮০ মিনিটে বদলি হয়ে মাঠ ছাড়ার সময় তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়েছেন ইতিহাদের দর্শকেরা। প্রিমিয়ার লিগে এবারের মরসুমে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে একাধিক হ্যাটট্রিক করলেন ফোডেন। এর আগে ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। জয়ের পর ফোডেন টিএনটি স্পোর্টসকে বলেছেন, ''এই মুহূর্তে নিজের খেলাটা ভালো লাগছে। হাসিমুখেই দলকে সাহায্য করছি। কারণ, আমি জানি আমি গোল করতে পারি। আজ সেটা দেখাতে পেরে ভালো লাগছে।'' পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ পাঁচ দলের বিপক্ষে প্রথম জয় নিয়ে ফোডেন বলেছেন, ''শীর্ষ সারির দলগুলোর বিপক্ষে এই মরসুমে এই সমস্যাটা হয়েছে। অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-১ গোলে হারানো সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু আমরা সেটা করতে পেরেছি। এখন আমরা পরের ম্যাচে মনোযোগী।'' সিটি মাঠে নামার আগে লুটন টাউনের বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে আসে আর্সেনাল। ৩০ ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট মিকেল আরতেতার দলের। ২৯ ম্যাচে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় লিভারপুল। তাদের সমান ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় ৩০ ম্যাচ খেলা সিটি। ৩১ ম্যাচে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ অ্যাস্টন ভিলা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com